উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দেশের
বিজয়েশধর্মী তরুণ ও
অনীতাধর্মিণী তরুণীগণের
হস্তে

লেখকের গ্রন্থাবলী

শ্রেষ্ঠ গল্প

একই বৃন্ত

রাজপথ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

ছদ্মবেশী (৪র্থ সংস্করণ)

আশাবরী (৪র্থ সংস্করণ)

দিকশূল (৩য় সংস্করণ)

অমূল তরু (৩য় সংস্করণ)

রাজপথ (নাটক)

অন্তরাগ (৩য় সংস্করণ)

শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)

অভিজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)

অমলা (২য় সংস্করণ)

বিদুষী ভার্যা (৩য় সংস্করণ)

যৌতুক (২য় সংস্করণ)

সোনালী রঙ্ (২য় সংস্করণ)

রাতজাগা (২য় সংস্করণ)

মায়াবতী পথে (ভ্রমণ)

নাস্তিক

নবগ্রহ

গিরিকা

বৈতানিক

স্মৃতি কথা, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড

কমিউনিস্ট প্রিয়া

ভারত-মঙ্গল (নাটক)

একই বৃন্ত

দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে বসাক কোম্পানির যে প্রসিদ্ধ ঔষধের দোকান আছে, তা ছাড়িয়ে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হ'লেই পথের পূর্ব পটিতে ছাই রঙের একটা সুবৃহৎ অট্টালিকা দেখা যায়। এই অট্টালিকায় বাস করে ধনাঢ্য জমিদার এবং ব্যবসাদার সীতেশচন্দ্র চৌধুরী।

গৃহের মধ্যস্থলে মূল্যবান সেগুন কাঠের উজ্জ্বল পালিশ করা বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার; তার ইঞ্চি চারেক অগ্রে লৌহনির্মিত মজবুত কোল্যাপ্সিবল্ গেট। গৃহের দক্ষিণ প্রান্তে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে, সাধারণত লোকে যাকে খিড়কির দোর ব'লে অভিহিত করে। এই দরজার চৌকাঠের মাথায় একটি ক্ষুদ্র কাঠের ফলকে লেখা আছে 'সীরসঙ্ঘ'। নিতান্ত সজাগ এবং সতর্ক পথিক ভিন্ন কারো চোখে পড়েনা। যাদের চোখে পড়ে তাদের মধ্যে যারা কৌতূহলী, তারা গৃহে পৌঁছে অভিধান খুলে দেখে সীর শব্দের দুটি অর্থ— লাঙ্গল এবং সূর্য; আর, উপস্থিত ক্ষেত্রে সীর শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তদ্বিষয়ে হয় ত' কিছু গবেষণাও করে।

বস্তুতঃ, 'সীর সঙ্ঘে' সীর শব্দ লাঙ্গল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'সীর সঙ্ঘ' দক্ষিণ কলিকাতার কমিউনিষ্ট্ মেয়েদের একটি সমিতি; এবং ক্ষুৎপীড়িত ভারতবর্ষের, বিশেষত বাঙলা দেশের, অন্ন সমস্যাই প্রধানতম সমস্যা ব'লে ধান্য উৎপাদনের প্রধান এবং প্রথম অস্ত্র লাঙ্গলকেই প্রতীক ক'রে সীর সঙ্ঘ নাম দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্ঘে সকল বয়সের এবং সকল শ্রেণীর মেয়ে আছে; তন্মধ্যে কলেজে পড়া তরুণীর সংখ্যাই অধিক; এমন কি, দুই-এক জন অধ্যাপিকারও অভাব নেই।

সঙ্ঘনেত্রীর নাম অনীতা দত্ত। এম-এ ক্লাশে অর্থনীতি বিষয়ের সে প্রতিভান্বিতা ছাত্রী; এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব থেকে আরম্ভ ক'রে

কলেজের অধ্যাপকগণের পর্যন্ত সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী। ছেলেবেলায় জ্যেঠামহাশয়ের সহিত মসৌরি পাহাড়ে বাস করবার সময়ে পনের বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ইংরাজদের পরিচালিত স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিল ব'লে ইংরাজ বালিকার কণ্ঠস্বর তার কণ্ঠের মধ্যে এমন অদ্ভুতভাবে পোষ মেনেছে যে, ইংরাজি ভাষা বল্‌তে বল্‌তে সে যখন সহসা বাঙলা ভাষা বলতে আরম্ভ করে, তখন এই কথা ভেবে লোকে বিস্মিত হয় যে, পূর্বমুহূর্তে যার কণ্ঠ হ'তে টেমসের জল-স্রোতের ন্যায় ইংরাজি ভাষা বার হচ্ছিল, পর মুহূর্তে তারই কণ্ঠ হ'তে গোমুখী থেকে গঙ্গাজল-স্রোতের ন্যায় বাঙলা ভাষা নির্গত হয় কেমন করে।

অনীতার দেহের রঙ শ্যামল, সুতরাং হিসাব মতো তাকে সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু তার সেই কৃষ্ণাভ মুখের অদ্ভুত দুটি চক্ষু হ'তে সতত-স্ফুরৎ বুদ্ধি এবং প্রতিভার ঝলমলে দীপ্তি দেখে মনের মধ্যে কৃষ্ণাভ বর্ণের প্রতি একটা মোহ সঞ্চারিত হয়। কথা যখন সে বলে তখন এ কথা একবারও মনে হয়না যে, মন হ'তে মুখে আসবার পথে সে কথা কোনও কূটবুদ্ধি অথবা কপট অভিসন্ধির নিকট কোনো রকম পরামর্শ গ্রহণ ক'রে খানিকটা রঙ বদলে এসেছে,—এমনই স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট তার আন্তরিকতা। স্বভাবতঃ তার প্রকৃতি কমনীয়। কিন্তু কর্মের উপর অবস্থান কালে সেই কমনীয়তা প্রয়োজন স্থলে এমন-এক অনমনীয় রূপ ধারণ করে যে, মনে হয় জল যেন বরফ হ'য়ে জমেছে।

২

সে সময়ে রাশিয়ায় কমিউনিজম শুধু শাখাবিস্তারই করেনি, প্রচুর পরিমা ফল প্রসব করতেও আরম্ভ করেছে। এই সুপরিকল্পিত সমাজতন্ত্রবাদ য কিছু পুরাতন এবং অনুদার বিধি-ব্যবস্থা-সংস্কারকে শুধু বাতিল ক'রেই ক্ষা হয় নি, পরন্তু সুখ এবং দুঃখকে এক পাত্রে ঢেলে মিলিয়ে-মিশিয়ে যথাসম্ভ সম পরিমাণে মানুষের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানু-ষর দূষিত

অসমতা দূর করবার পক্ষে এইটেই যে সর্বোত্তম উপায়, তদ্বিষয়ে দেশে মতভেদের অবসান ঘটিয়েছে।

'সুখ কি উপায়ে বাড়বে' সে চিন্তার চেয়ে 'দুঃখ কোন্ উপায়ে কমবে'—সে চিন্তা বোধ করি সাধারণ মানুষের মনকে প্রবলতর রূপে নাড়া দেয়। তাই দুঃখনিপীড়িত ভারতবর্ষের চক্ষে রাশিয়ার কমিউনিজম পরিত্রাণের ময়ূর হ'য়ে পক্ষ বিস্তার ক'রে দাঁড়াল। এই নূতন সমাজতন্ত্রকে আদর্শ ক'রে দেশে কয়েকজন চিন্তাশীল নেতা দেখা দিল, তাদের চিন্তা এবং উপদেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে সারা দেশব্যাপী একদল উৎসাহী কর্মী জাগ্রত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট সঙ্ঘ গঠিত করলে।

এর কিছুদিন পরে বালিগঞ্জ অঞ্চলের কয়েকটি প্রগতিশীলা ছাত্রী এই রাশিয়ান কমিউনিজমের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে মাঝে মাঝে ঘরুয়া বৈঠক আহ্বান ক'রে তদ্বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত এবং বিচার বিতর্ক চালাত। তখন তাদের ঠিক দল ছিল না, সুতরাং দলনেত্রীও ছিল না। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন দেখা দিলে অনীতা দত্ত। তাকে দেখামাত্র কারো চিন্‌তে বাকি রইলনা যে, সে-ই তাদের যথার্থ অধিনায়িকা, যাকে অবলম্বন ক'রে দানা বাঁধবার জন্য এতদিন তারা অপেক্ষা ক'রে ছিল। অবিলম্বেই দানা বাঁধল এবং এমন অপূর্বভাবে বাঁধল যে, অনীতা একজন কলেজের ছাত্রী হলেও তার নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে দল বাঁধতে কলেজের দুইটি অধ্যাপিকারও কোথাও কিছু বাধল না। অনীতা দলের নাম দিলে 'সীর সঙ্ঘ', আর 'সীর সঙ্ঘ' অনীতাকে করলে সঙ্ঘনেত্রী।

প্রথম দিনের অধিবেশনেই এক ঝলক দমকা হাওয়ার আমদানি ক'রে অনীতা সঙ্ঘের বদ্ধ জমাট বায়ুভার খানিকটা লঘু ক'রে দিলে। বল্‌লে, "আমাদের সঙ্ঘকে দেশের কল্যাণের পথে চালিত করতে হ'লে প্রথমে আমাদের মনকে রাশিয়ার কমিউনিজমের নির্বিচার মোহ থেকে মুক্ত করতে হবে।"

একটি মেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "তার মানে?"

মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা বললে, "তার মানে, সোভিয়েট কমিউনিজমের মূল নীতিকে আমরা আমাদের দেশের পক্ষে কল্যাণজনক বস্তু

ব'লে নির্বিচারে গ্রহণ করব, কিন্তু সেই নীতিকে অনুসরণ করবার জন্তে যে-সকল পদ্ধতি আর প্রণালী সেখানে অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোনোটিকেই বিশেষ ভাবে পরীক্ষা না ক'রে আমরা গ্রহণ করব না।"

"কেন ?"

"কেন না, মূল নীতি সেখানে যুগে যুগে অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু পদ্ধতি প্রতিদিনই বদলাচ্ছে। আমরা অনুসরণ করব তাদের নীতিকে, কিন্তু অনুকরণ করবনা তাদের পদ্ধতির, যতক্ষণ না নিঃসন্দেহে বুঝছি, সে পদ্ধতি আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষেও উপযোগী।"

"কিন্তু ওদের দেশের কোনো পদ্ধতিই যদি আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী ব'লে মনে না হয়,—তখন ?"

মৃদু হেসে অনীতা বল্‌লে, "তখন যা, তা'ত খুবই সহজ কথা সুপ্রভা। তখন ওদের সব পদ্ধতিকে বর্জন ক'রে আমরা আমাদের নিজেদের পদ্ধতি রচিত করব।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুপ্রভা বল্‌লে, "আমরা—মেয়েরা ?"

অনীতা বললে, "হ্যাঁ, না-হয়, আমরা মেয়েরাই। তা'তে ক্ষতি কি ? আমাদের ক্ষমতার ওপর আমাদের যদি এতই অবিশ্বাস থাকে, তা হ'লে এ সব অনধিকার চর্চা না ক'রে হাতা-খুন্তি নিয়েই আমাদের জীবন কাটিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তা নয় সুপ্রভা, তা নয়। নিজেদের সামান্ত ভেবে নিয়ে যত সামান্ত আমরা নিজেদের ক'রে রাখি, বস্তুত ঠিক তত সামান্তই আমরা নই। নিজেদের ওপর বিশ্বাসের ঘাটতি ক'রো না। পাঁচ হাজার ক্যাণ্ডল্ পাওয়ারের আর্কল্যাম্প হ'য়ে আমরা যদি আলো দিতে না-ই পারি, পাঁচ ক্যাণ্ডল্ পাওয়ারের মাটির প্রদীপ হ'য়ে যৎসামান্ত আলো দিতে ত আপত্তি নেই ?"

সুষমা বল্‌লে, "কিন্তু দেশজোড়া যেখানে অন্ধকার, সেখালে পাঁচ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের মাটির প্রদীপ হ'য়ে কি এমন উপকার হবে অনীতা দিদি ?"

অনীতা বললে, "যতটুকু আলো দেবো ততটুকুই অন্ধকার কমবে আর ততটুকুই দেশের উপকার হবে। আমাদের প্রদীপ থেকে কেউ যদি প্রদীপ

খরিয়ে নেয়, তাহ'লে সে প্রদীপের দ্বারা আর একটু অন্ধকার কমবে। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—

> Do what you can, being what you are ;
> Shine like a glow-worm, if you cannot as a star.
> Work like a pulley if you cannot as a crane ;
> Be a wheel-greaser, if you cannot drive a train.

গাড়ী যদি একান্তই চালাতে না পারি আমরা, চাকায় চর্বি লাগিয়েও ত' সাহায্য করতে পারি। শোন সুষমা, যে সমাজব্যবস্থা আমাদের দেশে চলিত রয়েছে, তাতে এক শ্রেণীর মানুষের সহিত অপর শ্রেণীর মানুষের যে নিষ্ঠুর বিভেদ উভয় শ্রেণীকেই অমানুষ ক'রে তুলছে, সেই বিভেদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান। সেই অভিযানের পথে যতটুকুই আমরা অগ্রসর হব ততটুকুই দেশের কল্যাণ। সেই কল্যাণের পরিমাণ নিয়ে খুঁৎখুঁৎ কোরোনা। জান ত' সিন্ধু মানেই বিন্দুর সমষ্টি,—বিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়োনা! যুদ্ধে একদল সৈনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ চালায়, আর অন্য-এক দল বাঁশি আর ড্রাম বাজিয়ে তাদের উত্তেজিত করে। আমরা মেয়েরা পুরুষদের অন্ততঃ সেই উত্তেজনাটুকু যোগাতে পারব না কি সুষমা?"

অনীতার সেই সময়কার মুখ চোখের প্রদীপ্ত বিমোহকর ভঙ্গী দেখে সুষমার ইচ্ছা হ'ল বলে, তোমাকে দেখে মনে হয় পারব। কিন্তু ঠিক সে কথা বলতে সাহস হ'ল না ; বললে, "তোমার কথা শুনে মনে হয় পারব।"

অনীতা বললে, "আমার কথা শুনে নয় সুষমা, নিশ্চয় পারবে। পথ চলবার যোগ্যতা একান্তই যদি আমাদের না থাকে, সুপথ নির্দেশ করবার যোগ্যতা ত থাকতে পারে। এস, আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আজ মনে-প্রাণে এই সঙ্কল্প করি যে, যে-পথের সুদূর প্রান্তে আমাদের পরিকল্পনার, আমাদের আদর্শের পরিণতি অপেক্ষা করছে, সেই পথের সাধনায় আমরা আজ থেকে আত্মনিয়োগ করি। কেউ যদি সংশয়ী থাকো, আমাদের সঙ্ঘের আদর্শের প্রতি কারো যদি অবিচল আস্থা না থাকে, কেউ যদি নিষ্ঠাপরায়ণ না হও, তাহ'লে স'রে প'ড়ে ভিড় কমাও। তেমন কেউ আছ কি?"

সমস্বরে একটা ধ্বনি উত্থিত হ'ল, "কেউ না, কেউ না !"

প্রসন্নমুখে অনীতা বল্‌লে, "বেশ কথা। এস তা'হলে আমরা এখন পণ গ্রহণ করি।"

বিনতা মুখোপাধ্যায় বললে, "কি পণ গ্রহণ করব, বল ?"

অনীতা বল্‌লে, "বল,—যে বিভেদ মানুষেরে করে অমানুষ।"

সকলে সমস্বরে বল্‌লে, "যে বিভেদ মানুষেরে করে অমানুষ।"

অনীতা বল্‌লে, "যে বৈভব ক'রে নিপীড়ন।"

সকলে বল্‌লে, "যে বৈভব করে নিপীড়ন।"

"মানুষের সে রিপুর সাধিব বিনাশ।"

"মানুষের সে রিপুর সাধিব বিনাশ।"

"একমনে করিলাম পণ।"

"একমনে করিলাম পণ।"

একটা গভীর উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে সে-দিনকার অধিবেশন শেষ হল। চোখে-মুখে দীপ্তি, মনে-প্রাণে সংকল্প, এবং কথায়-বার্তায় দৃঢ়তা নিয়ে সকলে গৃহে ফিরল।

পঞ্চম অধিবেশনের দিন সভাভঙ্গের পর পথে বার হ'য়ে মণিকা সেন বল্‌লে, "এ রকম বাড়ি বাড়ি ঘুরে অধিবেশন করার অসুবিধেও অনেক, দেখায়ও না ভাল। কোনো রকমে যদি একটা পাকা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তা'হ'লে ভাল হয়।"

অনীতা বল্‌লে, "নিশ্চয় ভাল হয়। কথাটা আমিও কয়েক দিন থেকে ভাবছি, কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা এখনও এমন সচ্ছল হয়নি যাতে একটা ঘর ভাড়া করা যেতে পারে।" এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা ক'রে বললে, "আচ্ছা দাঁড়াও, একটা চেষ্টা দেখছি। হয়ত শীঘ্রই আমাদের অধিবেশন পাকা আশ্রয়ে করা অসম্ভব না হ'তেও পারে।"

বিনতা বল্‌লে, "অসম্ভব না হ'তেও পারে নয় অনীতা দিদি। সম্ভবই হবে।"

একটু বিস্মিত হ'য়ে বিনতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা বল্‌লে, "কেন বল ত ?"

বিনতা বললে, "তোমার চেষ্টা নিষ্ফল হ'তে জানে না।"

মাথা নেড়ে অনীতা বল্‌লে, "না, না, বিনতা, বিশ্বাস ভাল, কিন্তু অতিবিশ্বাস ভাল নয়। তা ছাড়া, নিষ্ফলতাকে ভয় করতে গেলে আমাদের নিষ্ফলা মরুভূমি পার হওয়া শক্ত হবে। জান ত' আমাদের পথের প্রথম অংশ মরুভূমির ওপর দিয়ে গেছে। ফল ত' ওপারে সরস মাটির গাছে।"

প্রতিমা বললে, "সেই গাছের তলায় তুমি তোমার সঙ্ঘকে একদিন নিয়ে যাবে অনীতা!"

অনীতার দুই চক্ষে সকৃতজ্ঞ আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠল; বল্‌লে, "এত বড় সৌভাগ্যের জন্য আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি প্রতিমা দিদি!"

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় একজন কলেজের অধ্যাপিকা।

কথায় কথায় সকলে একটা চৌমাথায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। দল ভেঙে সেখান থেকে সকলে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে।

৩

কয়েকদিন দিন পরে অপরাহ্নে অনীতা যখন পূর্বোক্ত সীতেশচন্দ্র চৌধুরীর গৃহে উপস্থিত হল, তখন বৃদ্ধ সীতেশচন্দ্র সবে মাত্র দিবানিদ্রা থেকে জেগে উঠে দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে ব'সে মুখে আলবোলার নল দিয়েছে।

বারান্দায় আবির্ভূত হ'য়ে অনীতা বললে, "আবার এলাম দাদামশায়।"

নলটা পাশে চেয়ারের হাতলের উপর স্থাপিত ক'রে সীতেশ বললে, "এস, এস! যতবার তুমি আস ততবারই বহুত আচ্ছা। কিন্তু তোমাকে দেখলে বুক কাঁপে।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে হাসিমুখে অনীতা বল্‌লে, "ভয়ে, না আনন্দে?"

সীতেশ বললে, "একদিক কাঁপে ভয়ে, আর আর-একদিক আনন্দে। একে

নাতনী, তায় কমিউনিস্ট—এ যেন বিদ্যুতের চকমকানির সঙ্গে বজ্রের কড়কড়ানি।"

স্মিতমুখে অনীতা বল্‌লে, "কোন্‌টা বেশি ?"

একটু ভেবে দেখার ভাণ ক'রে সীতেশ বললে, "তা যদি জিজ্ঞাসা করো তা হ'লে বলব, চকমকানিই বেশি। সেই জন্যেই ত দেখলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, এস, এস !"

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "তা নয় দাদামশায়, কড়কড়ানির জন্যেই মুখ দিয়ে 'এস, এস' বেরোয়। এ যুগটাই কড়কড়ানির যুগ ; চকমকানির যুগ বিদায় নেবার জন্যে যাই-যাই করছে। মনে-প্রাণে আমরা সকলেই কমিউনিস্ট, বাক্যে-বচনে আর যাই হইনা কেন।"

চেয়ারে আর একটু সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে সীতেশ বললে, "বল কি ! আমিও কমিউনিস্ট না-কি ?"

অনীতা বললে, "হ্যাঁ, আপনিও কমিউনিস্ট, কংগ্রেসিজমের ছাই মেখে সাধু সেজে আছেন।"

অনীতার কথা শুনে সীতেশ চৌধুরী হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল ; বললে, "তা হ'লে তুমি বলতে চাও, কমিউনিস্টরা সাধু নয় ?"

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না, কমিউনিস্টরা ছাই-মাখা সাধু নয়,—তারা মানুষ।"

বক্রকটাক্ষে অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সীতেশ বললে, "কিন্তু যদি বলি প্রত্যেক মানুষই আসলে কংগ্রেসধর্মী, আর তাদের মধ্যে যারা কালি মেখেছে, তারাই কমিউনিস্ট ? যদি বলি, কমিউনিস্টদের নতুন কিছু করবার নেই একমাত্র কালি মাখিয়ে নিজেদের দল বাড়ানো ছাড়া ?—তা হলে ?"

বিস্মিত মুখে অনীতা বললে, "এই কি আপনার কমিউনিস্টদের ওপর ধারণা দাদামশায় ?"

স্মিতমুখে সীতেশ বললে, "আমাকে ভুল বুঝোনা অনীতা, আমি ভারতবর্ষের কথাই বলছি। যাদের বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, তাদের বিষয়ে কোনো অভিযোগ করার অধিকারও আমার নেই।"

ঈষৎ উচ্ছ্বসিত মুখে অনীতা বললে, "এ কথার উত্তর আর একদিন দেবো, আজ শুধু জিজ্ঞাসা করি, এ কালি কমিউনিস্টরা কবে মাখলে ?"

মুখে চোখে কপট বিহ্বলতার ভাব এনে সীতেশ বললে, "বিপদে ফেললে অনীতা, ইতিহাসের আমি পাকা ছাত্র নই, সাল তারিখ মিলিয়ে কোনো কথা বলতে পারব না ; কিন্তু খানিকটা মেখেছিল গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কয়েক বছর আগে, যেদিন তারা ইংরেজের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধ ব'লে ভারতবর্ষের গণসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছিল।"

সীতেশচন্দ্রের কথা শুনে এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠে অনীতা বললে, "আপনার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর শ্রদ্ধা আছে দাদামশায়, দোহাই আপনার, একথা আপনিও ব'লে বিপদে ফেলবেন না। এই অসার পচা কথা বলবার জন্যে আপনাদের দলে লোকের অভাব নেই।"

"তবে কি রকম কথা বলব বল ?"

"এমন কথা, যার ওপর অন্তত আধ মিনিটও চিন্তা অথবা তর্ক করা চলে।" তারপর ব্যস্ত হ'য়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "না, না, তেমন কথাও আজ বলবেন না। আজ আমি আপনার কাছে তর্ক করতে আসিনি,—এসেছি আমাদের সঙ্ঘের তরফ থেকে আবেদন করতে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সীতেশ বললে, "কি সর্বনাশ! তোমাদের আবেদন যে সাংঘাতিক ব্যাপার! হুকুমকেও হার মানিয়ে ছাড়ে। তবু কি আবেদন শুনি ?"

অনীতার মুখমণ্ডলে সুমিষ্ট হাস্য ফুটে উঠল, "আমাদের আশ্রয় দিতে হবে।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে সীতেশ বল্‌লে, "আমাদের মানে ?"

"সীরসঙ্ঘকে।"

"কোথায় আশ্রয় দিতে হবে ?"

"আপনার বাড়িতে। আপনার এত বড় বাড়ি,—কত ঘর খালি প'ড়ে আছে,—একটা ঘর পেলেই আমাদের সভাসমিতির কাজ চ'লে যাবে।"

সীতেশ বললে, "তা ত' যাবে,—কিন্তু একটা কথা আছে, জানো ?"

"কি কথা ?"

"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ?"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "জানি।"

"তোমাদের আশ্রয় দিলে হবে, ঘোগের ঘরে বাঘের বাসা। তা-ও বাঘ নয়, বাঘিনী। জান ত, বাঘের চেয়ে বাঘিনী অনেক বেশি প্রবল হয় ?"

অনীতা বললে, "প্রবল ব'লে ওটুকু ভদ্রতা আর না-ই করলেন দাদামশায়। বলুন না, হিংস্র হয়।"

হো হো ক'রে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে সীতেশ বললে, "তা নিতান্ত মিথ্যে বলনি। স্ত্রীলোক প্রবল হ'লে হিংস্রই হ'য়ে থাকে, মানুষের শুধু ঘাড় ভেঙেই নিরস্ত হয় না, রক্ত চুষেও খায়।"

উত্তর দিতে যাচ্ছিল অনীতা, এমন সময়ে সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনে থেমে গেল।

সীতেশ বললে, "বিজয়েশ আসছে।"

"হাইকোর্ট থেকে ?"

"হ্যাঁ, হাইকোর্ট থেকে।"

"এরই মধ্যে ?"

সীতেশ বললে, "জজ ত নয়, ব্যারিষ্টার। সুতরাং চারটের সময়ে এলে এরই মধ্যে বলা ঠিক চলে না। তা ছাড়া, আজ হয়ত' ওদের জরুরি সভা-টভাও থাকতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই জানো অনীতা, বিজয়েশ কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ?"

অনীতা বললে, "তা আর জানিনে ? আধখানা বাঙালা দেশ আশাভরা মন নিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে।"

সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে বিজয়েশ বারান্দায় পদার্পণ করতে এ আলোচনা আপনা হতেই থেমে গেল।

৪

দূর হ'তে অনীতাকে দেখে প্রথমে বিজয়েশ ঠিক চিনতে পারে নি। নিকটে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে ভাল ক'রে দেখে বললে, "অনীতা দেবী না? প্রথমটা আপনাকে ঠিক চিন্‌তে পারি নি।"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "এখনো সম্পূর্ণ পারেন নি, খানিকটা পেরেছেন।"

ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, খানিকটা কেন?"

তেমনি হাসিমুখে অনীতা বললে, "সম্পূর্ণ চিনলে আমাকে অনীতা দেবী না ব'লে শুধু অনীতাই বলতেন; আর 'আপনাকে' ব'লে সম্বোধন ক'রে দাদা-মশায়ের সঙ্গে আমার আত্মীয়তাকে খাটো করতেন না।"

অনীতার কথা শুনে সীতেশ মুখ থেকে আলবোলার নলটা খোলবার প্রয়োজন বোধ করলে; পুড়ে পুড়ে তামাকটাও প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। নলটা চেয়ারের হাতলে স্থাপন ক'রে সে বললে, "এ বিষয়ে আমি কিন্তু অনীতার সঙ্গে এক-মত বিজু। লেখাপড়া নিয়ে অল্প বয়স থেকেই বিদেশে ছিলে ব'লে তুমি জানবার ঠিক সুযোগ পাওনি যে, অনীতার পিতামহ লক্ষ্মীকান্ত শুধু আমার সহোদর ভাই-ই ছিলনা, তা ছাড়া আর সব-কিছুই ছিল। তোমার বাবার অকাল মৃত্যুর বছর দেড়েক পরে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে সেখানে তোমার বসবাসের আর লেখাপড়ার পাকা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে একমাত্র খোঁটা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বছর দেড়েকের নিরবসর চেষ্টার ফলে আমাকে সংসারে ফিরিয়ে আনা একমাত্র লক্ষ্মীকান্তর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল; আর কারো পক্ষে হোতনা।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "লক্ষ্মীকান্ত দাদামশাইকে আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে তাঁর মাথার টাক, আর মুখের হাসি। বিলেত থেকে ফিরে এসে আর তাঁকে দেখতে পাইনি।"

সীতেশ বললে, "না, তুমি যখন এলে তার মাস ছয়েক আগেই সে চ'লে

গেছে। পুত্রশোক ভুলিয়ে আমাকে সে সংসারে ফিরিয়ে এনেছিল, কিন্তু নিজের পুত্রশোক ভুলতে না পেরে মাস দুয়েকের মধ্যে সে যেখানে চ'লে গেল, সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে আনবার পথ আমি খুঁজে পাই নি।" তারপর নলটা মুখে পুরে দুই-একটা টান দিয়েই হাঁক দিলে, "ওরে বাঞ্ছা!"

অনতিদূর হ'তে বাঞ্ছা সাড়া দিলে, "আজ্ঞে?"

"ছিলিম বদলে দে।"

এতটা সময়ের মধ্যে ছিলিমের তামাক পুড়ে শেষ হ'য়ে থাকবে অনুমান ক'রে বাঞ্ছারাম নূতন ছিলিম প্রস্তুত ক'রেই রেখেছিল। প্রভুর আদেশ পেয়ে দুই গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে দিতে আলবোলায় তাওয়া চড়িয়ে দিয়ে গেল।

"দাদা!"

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সীতেশ বললে, "কি ভাই?"

"লক্ষ্মীকান্ত দাদামশায় তোমার কোন রকম আত্মীয় ছিলেন? নিকটের না হোন,—দূরের?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সীতেশ বল্‌লে, "না, নিকটের অথবা দূরের, কোন রকম আত্মীয়ই ছিল না, সে ছিল পরমাত্মীয়।" তারপর এতক্ষণকার কথোপকথনের কতকটা-গভীর আবহাওয়াকে সহসা এক দমকে উড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে উৎফুল্ল মুখে বললে, "অনাত্মীয় যে কত-বড় আত্মীয় হ'তে পারে সেদিন বুঝবে বিজু, যেদিন তুমি একটি অনাত্মীয় মেয়ের গলায় মালা দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসবে।"

সীতেশের কথা শুনে অনীতার মুখ কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

স্মিতমুখে বিজয়েশ বল্‌লে, "কিন্তু সে উপায়ে ও-কথা বোঝবার এখনও আমার পক্ষে কিছু বিলম্ব আছে দাদা।"

কৌতূহলের কণ্ঠে সীতেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? বিলম্ব আছে কেন?"

"যে অনাত্মীয় মেয়েটির গলায় আমি মালা দেবো, সে মেয়ে এখনও জন্মায় নি।"

উৎফুল্ল মুখে সীতেশ বললে, "কিন্তু আগামী কাল জন্মাতে ত পারে?"

স্মিতমুখে বিজয়েশ বললে, "না দাদা, তারও সম্ভাবনা নেই। প্রৌঢ় স্বামীকে বিয়ে করবার ভয়ে সে মেয়েটি আদৌ জন্মগ্রহণ করবে না।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে সীতেশ বললে, "ও কথা ভুলে যাও বিজু। প্রৌঢ় ত সোনার চাঁদ, বৃদ্ধের গলায় তরুণী মেয়ে খুসি হ'য়ে মালা দিয়েছে, তারও বহুৎ নজির আছে। এমন কি পৌরাণিক নজিরেরও অভাব নেই।" তারপর অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "তুমি কি বল অনীতা ?"

সহাস্যমুখে অনীতা বল্‌লে, "নজির থাকতে পারে দাদামশায়, কিন্তু সে নজিরের ওপর আমাদের নির্ভর করবার দরকার নেই।"

মুখ থেকে নল খুলে নিয়ে সাগ্রহ কণ্ঠে সীতেশ বললে, "কেন ?"

"যে মেয়ে বিজয়েশ দাদার গলায় মালা দেবে, সে মেয়ে অনেক দিন আগেই জন্মেছে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে সীতেশ বললে, "জন্মেছে ? কতদিন আগে জন্মেছে বল দেখি ? আঠারো উনিশ বছর আগে সম্ভবত ?"

সীতেশের কথা শুনে বিজয়েশের মুখে একটা নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটে উঠ্‌ল।

অনীতা বললে, "গণৎকার ত' নই দাদামশায়,—অত ঠিক ক'রে কেমন ক'রে বলি বলুন ?"

ঈষৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে সীতেশ ব'লে উঠল, 'আহা-হা-হা, একেবারে ঠিক ক'রে না-ই বললে, মোটামুটি একটা আন্দাজ ক'রে বললেই হ'ল। মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর আগে জন্মায় নি, এ কথাটুকু ত' নিশ্চয় বলতে পার ?"

অনীতা কোনো উত্তর দেবার আগে কথা কইল বিজয়েশ। অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হাসি মুখে বললে, "একটা বেফাঁস কথা ব'লে বিপদে প'ড়ে গেছ অনীতা। তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের বুঝে-সুঝে কথা বলা উচিত ছিল !"

সীতেশের দুই কুঞ্চিত চক্ষে কৌতুকের হাসি উচ্ছল হ'য়ে উঠল ; বললে, "অনীতা যে বুঝে-সুঝে কথা বলেনি, তা তুমি ধ'রে নিচ্ছ কেমন করে বিজু ? তা ছাড়া, বিপদে সে পড়েছে, তাই বা তোমাকে কে বল্‌লে ?"

অনীতা মৃদু মৃদু হাসছিল ; বল্‌লে "অন্ততঃ আমি ত বলিনি।"

মুখে-চক্ষে কপট বিহ্বলতার ভাব ধারণ ক'রে বিজয়েশ বললে, "তা হ'লে ত দেখছি বিপদে আমিই পড়েছি!"

ধীরে ধীরে অনীতা যোগ করলে, "বেফাঁস কথা ব'লে।"

সীতেশ ও বিজয়েশের উচ্চ হাস্যে বারান্দার বায়ুমণ্ডল চকিত হ'য়ে উঠল।

অনীতা বল্‌লে, "আপনি ত আজ কথা আরম্ভই করছেন বেফাঁস কথা ব'লে।"

ঔৎসুক্য সহকারে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "কি বেফাঁস কথা বল দেখি?"

অনীতা বল্‌লে, "আমি যে আপনার একজন বোন, সে কথা অনীতা দেবী ব'লে অস্বীকার ক'রেই ত আজ কথা আরম্ভ করেছিলেন।"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বল্‌লে, "কিন্তু সে অপরাধ ষোল আনা আমার নয় অনীতা। বোন যদি সর্বদা ভাইয়ের কাছ থেকে গা ঢাকা দিয়ে থাকে, তা হ'লে তার জন্যে বোনও খানিকটা দায়ী। তুমি দাদামশায়ের কাছে যাতায়াত কর, সে খবর মাঝে মাঝে পাই; কিন্তু তোমার দেখা পাবার সুযোগ পাইনে। বোধহয় বাড়িতে আমি কখন্‌ থাকি না-থাকি সে খবর রেখেই তুমি এ বাড়িতে যাতায়াত কর।"

বিজয়েশের কথা শুনে সীতেশ ও অনীতা হেসে উঠ্‌ল।

সীতেশ বল্‌লে, "তবু বার পাঁচ-সাত তুমি অনীতাকে দেখে থাকবে বিজু।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "তিন-চার বছরে বার পাঁচ-সাত দেখলেও বলবার মতো এমন কিছু নয়, বরং লজ্জিত হবার মতোই অল্প। কিন্তু পাঁচ-সাত বারও নয়; বোধহয় সব শুদ্ধ বার দুয়েক দেখেছি।"

বিজয়েশকে সংশোধিত করলে অনীতা; বললে, "তিন বার। এ বাড়িতে দুবার; আর, তার আগে মহাবোধি হলের সভায় একবার।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "এ বাড়িতে দুবারের কথা ঠিক মনে পড়ছেনা, তবে মহাবোধি হলের সভায় তোমাকে প্রথম দেখি, সে কথা ভোলবার নয়। তখন অবশ্য তোমার পারিবারিক পরিচয় জানতাম না,—শুধু তোমার মতো অল্প বয়সী মেয়ের মুখে অমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরিজিতে বক্তৃতা শুনে আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলাম।"

অনীতা বললে, "আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিনকার বক্তৃতায় আপনার যুক্তির অসাধারণ বাঁধুনি দেখে। আপনার সেদিনকার বক্তব্যের সঙ্গে আমার অবশ্য বিশেষ-কিছু মতভেদ ছিল না ; কিন্তু সামান্য যেটুকু ছিল, আপনার বক্তৃতা শোনার পর চোঁচা দৌড় মেরেছিল।"

অনীতা হাসতে লাগল।

অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "একটা প্রস্তাব করব অনীতা ?"

অনীতা হাসছিল। হাসির শেষ রশ্মিটুকুর দ্বারা মুখখানা উদ্দীপ্ত রেখে সহজ সুরে বললে, "করুন।"

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে বিজয়েশ বল্‌লে, "কি আশ্চর্য কথা ! না শুনেই করুন ?"

সহাস্য মুখে অনীতা বললে, "তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ? আপনার প্রস্তাব ত' আমি সমর্থন করতেও পারি, না করতেও পারি। কি আপনার প্রস্তাব বলুন।"

বিজয়েশ বললে, "দাদামশায় এখনি বলছিলেন, তোমার পিতামহ আর তিনি কোন রকম আত্মীয় না হ'য়েও পরমাত্মীয় ছিলেন। তোমাকে দেখে ভারি লোভ হচ্ছে অনীতা ! আচ্ছা, দু পুরুষ নিচের আমাদের দুজনের মধ্যেও এম্‌নি একটা পরমাত্মীয়তার বাঁধন দেওয়া যায়না কি ? তোমার ভাই আছে কি-না জানিনে, আমার বোন নেই। তুমি যদি আমার বোন হও, আর আমি তোমার ভাই হই, তা হ'লে কেমন হয় ?"

অনীতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল ; বললে, "এ প্রস্তাব এত চমৎকার যে, ধরুন এ প্রস্তাব আমিই করছি,—আপনি করুন সমর্থন।"

উল্লসিত কণ্ঠে সীতেশ ব'লে উঠল, "সাধু, সাধু ! সমর্থন করবার এ এক নতুন কায়দা বটে। কিন্তু খেয়াল রেখো, কংগ্রেসি ভাইয়ের কমিউনিস্ট্ বোন হ'ল।"

বিজয়েশ বললে, "তাতে ক্ষতি নেই দাদা। বিপরীত হ'লেই সব সময়ে বিরোধ হয় না। নেগেটিভ ইলেক্‌টি সিটি একমাত্র পসিটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটির দ্বারা আকৃষ্ট হয়।"

"কিন্তু তাকে ত' বলে সংঘর্ষ।"

সহাস্যমুখে অনীতা বললে, "কিন্তু সংঘর্ষ ত মিলনেরই রুদ্ররূপ দাদা-মশায়।"

অল্প একটু মাথা নেড়ে সীতেশ বললে, "সাধু! তা-ই যদি, তা হ'লে ত কোনো গোলই আর রইল না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে পজিটিভ ইলেক্ট্রিসিটি কারা?"

বিজয়েশ বল্‌লে, "অবশ্য আমরা; ওরা ত দুর্দান্ত নেগেটিভ!"

অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সীতেশ বললে, "তুমি কি বল অনীতা?"

সীতেশের কথায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বিজয়েশ বল্‌লে, "না দাদা, এ তর্ক আর-একদিন না-হয় করা যাবে। এ কথা উঠলে আধঘণ্টার কম নয়,—আর তা হ'লে সত্যিসত্যিই সে বেচারাকে অন্যায় ভাবে অনেকক্ষণ বসি[illegible]খা হবে।"

সবিস্ময়ে সীতেশ জিজ্ঞাসা করলে, "সে বেচারা আবার কোন্ বেচারা বিজু?"

বিজয়েশ বললে, "ডক্টার পরিতোষ সেন, আমার সেই অক্সফোর্ডের বন্ধু, প্যারিসের ডি লিট, যার কথা তোমাকে একদিন বলেছিলাম। তার ভারি ইচ্ছে তোমার সঙ্গে আলাপ করে, তাই সে আজ আমার সঙ্গে এসেছে।"

"আমাদের বাড়িতে?"

"হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে।"

"কোথায় বসিয়ে রেখেছ তাকে?"

"আমার অফিস ঘরে।"

ভ্রূ-উত্তোলিত ক'রে বিস্মিত কণ্ঠে সীতেশ বললে, "কি সর্বনাশ! সে ভদ্রলোককে আধঘণ্টা একা বসিয়ে রেখে তুমি নিশ্চিত মনে এখানে ব'সে গল্প ওড়াচ্ছ?"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "তাতে তার কোনো ক্ষতি হয়নি দাদা। সে ব'সে ব'সে একাগ্র মনে বই পড়ছে, আর মনে-মনে হয়ত কামনা করছে, চ্যাপ্টারটা শেষ হবার আগে ওর ডাক যেন না পড়ে।"

সীতেশ ও অনীতা হেসে উঠল।

সীতেশ বললে, "ভুলিয়ে রাখবার জন্যে ওর হাতে একটা বই দিয়ে এসেছ বুঝি ?"

মাথা নেড়ে বিজয়েশ বললে, "পরের বইয়ের অপেক্ষায় থাকবার মতো কাঁচা ছেলে সে নয়। নিজের বই পড়ছে।"

"বই-পাগলা না-কি ?"

বিজয়েশ বল্‌লে, "বিষম! ট্রামে, বাসে, মোটরে, ট্রেনে, ষ্টিমারে, যেখানে ওকে দেখবে, দেখবে ওর হাতে একটা-না একটা বই আছেই। স্বপ্নে ওকে দেখলেও বোধ হয় ওর হাতে বই দেখা যায়।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্য উত্থিত হ'ল।

বিজয়েশ বললে, "কিন্তু তাই বলে বাজে পড়িয়ে নয়। প'ড়ে প'ড়ে বই পড়ার এমন অদ্ভুত অভ্যেস করেছে যে, ঘণ্টা তিনেকের জন্যে একটা শ' তিনেক পাতার বই পড়তে দিয়ে যদি হিসেব নাও, তা হ'লে ধরতেই পারবেনা যে, বাদ-দিয়ে ও-বই সে পড়েছে। লেখাপড়ার বিষয়ে ওর জ্ঞান এত গভীর আর বিস্তৃত যে, এমন বস্তু অতি অল্পই আছে যা ওর কাছে সহজে ধরা না দেয়।"

"কাজকর্ম কি করে ?"

"লেখাপড়া, আর নিষ্পাপ জীবনযাপন। অর্থের ত অন্ত নেই, কাজে কাজেই দুশ্চিন্তারও লেশ নেই। সখের মধ্যে একটি মাত্র সখ ফটো তোলার। অত বড় ফটো-তুলিয়ে পেশাদার ফটোগ্রাফারের মধ্যেও খুব বেশী নেই।"

"লেখে ?"

"এত সামান্য যে, বিলেতের কাগজের চাহিদা মিটিয়ে ভারতবর্ষের জন্যে তার ছিটে-ফোঁটাও প'ড়ে থাকে না।"

"বিবাহিত ?"

"আজ পর্যন্ত নয়।"

"রাজনৈতিক মত তার কি ?"

বিজয়েশ বললে, "রাজনৈতিক মত তার কি, তা বোঝা শক্ত। বোধহয় তার রাজনৈতিক মত zero point-এই অবস্থান করছে ;—না ওপরে, না নিচে।"

"তোমার বন্ধুকে চা-খাবার খাইয়েছ বিজু ?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিজয়েশ বললে, "না, এখনো খাওয়াই নি। পিসিমাকে বলা আছে, পরিতোষ ওপরে এলেই তিনি চা পাঠাবেন। আমি যাই দাদা, পরিতোষকে নিয়ে আসি।" ব'লে সে প্রস্থান করলে।

পিসিমা, অর্থাৎ সীতেশের এক বাল্যবন্ধুর পুত্রবধূ সৌদামিনী। বিধবা হ'য়ে সৌদামিনী নিরাশ্রয় ও নিরুপায় হ'লে, সীতেশ সংবাদ পেয়ে তাকে ও তার একমাত্র কন্যা মন্দাকিনীকে আনিয়ে নিয়ে নিজ সংসারে আত্মীয়ের মতই স্থান দিয়েছে।

বিজয়েশ প্রস্থান করলে দু-চার মিনিট কথোপকথনের পর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অনীতা বললে, "চললাম দাদামশায়,—আর একদিন আসব।"

সীতেশ বললে, "তা এক শ' বার এসো, কিন্তু তাই ব'লে আজ চললে কেন? শুনলে ত' বিজুর মুখে ডক্টার সেন zero point, অর্থাৎ মেষ। মেষের ভয়ে Royal Bengal Tigress পালাবে কেন? বোসো।"

পুনরায় আসন গ্রহণ ক'রে হাসিমুখে অনীতা বললে, "আর ত' আমাকে Royal Bengal Tigress বলা চলেনা দাদামশায়।"

সকৌতূহলে সীতেশ বললে, "কেন বল দেখি ?"

তেমনি হাসিমুখে অনীতা বললে, "এখন ত' যা-কিছু রয়াল তা আপনারা ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে দিচ্ছেন। বলতে হ'লে এখন আমাকে Republican Bengal Tigress বলতে হয়।"

অনীতার কথা শুনে সীতেশ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললে, "বলিহারি! চমৎকার বলেছ! আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের রয়াল বাঘেরাও রিপাব্লিকান্ হয়ে উঠেছে, এ কথায় আপত্তি করা চলেনা। একেবারে অকাট্য!" তারপর বার দুই সজোরে আলবোলার নল টেনে নিয়ে বললে, "আচ্ছা অনীতা, যাদের নাম রাজলক্ষ্মী, তাদের আমরা এখন থেকে কি ব'লে ডাকব বল ত ?"

সহাস্যমুখে অনীতা বললে, "রিপাব্লিকান-লক্ষ্মী ব'লেই ডাকতে হবে।"

উভয়ে সমস্বরে হেসে উঠল।

"দাদামশায় !"

"বল।"

"দয়া ক'রে আমাকে একটা অনুমতি দেবেন ?"

ঔৎসুক্য সহকারে সীতেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের অনুমতি বল ?"

"আপনাকে দাদা ব'লে ডাকবার ?"

সহাস্য মুখে সীতেশ বললে, "কেন, দাদামশায় ডাক সেকেলে হ'য়ে গেছে না-কি ?" পর মুহূর্তেই একটা কথা মনে হ'য়ে তীক্ষ্ণ নেত্রে অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তার দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "বিজয়েশ আমাকে দাদা ব'লে ডাকে, তাই ?"

মৃদুস্মিত মুখে অনীতা বললে, "না, না, সে জন্যে ঠিক নয় ; তবে ওঁর মুখে দাদা বলে ডাক ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল।"

"কিন্তু বিজয়েশ আমাকে শুধু দাদা ব'লেই ডাকে না, তুমি ব'লে সম্বোধন করে। ওর মুখে তুমি সম্বোধন তোমার মিষ্টি লাগছিল না ?"

"লাগছিল।"

"তা হ'লে আমাকে দাদা ব'লে ডাকলে, তুমি ব'লে ডাকতেও হবে। দাদার সঙ্গে তুমি মণিকাঞ্চনের যোগ।"

মনে মনে এক মুহূর্ত কি ভেবে অনীতা বললে, "তাও ডাকব।"

৫

ও-দিকে, বিজয়েশের অফিস ঘরে কোণের কাছে একটা নিচু চেয়ারে ব'সে অবনত মুখে পরিতোষ সবে মাত্র বই পড়তে আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে সতের-আঠার বৎসর বয়সের একটি মেয়ে প্রথমে বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলে ; তার পর ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ ক'রে ইতস্তত: দেখতে দেখতে সহসা একেবারে পরিতোষের সামনে এসে পড়ল।

পদশব্দে এবং শাড়ির মৃদু মর্মরে সচেতন হ'য়ে পরিতোষ বই থেকে মুখ তুলতেই দেখলে একটি তরুণী মেয়ে স্নিগ্ধায়ত নেত্রের বিমূঢ় দৃষ্টি দিয়ে তার

দিকে চেয়ে আছে। সঙ্কোচজনক অবস্থার মধ্যে প'ড়ে মেয়েটি যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠিত বোধ করছিল, এবং সেই কুণ্ঠার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার মুখ দিয়ে অকস্মাৎ নির্গত হ'ল, "এই যে!"

এই পূর্বাপরত্বহীন অতিসংক্ষিপ্ত আচমকা উক্তির উত্তরে কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে পরিতোষ বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই-ই বটে।"

মেয়েটি তখনো সামলে উঠ্‌তে পারেনি; তার বিমূঢ়তার অনুবর্তনেই সে বললে, "আপনি ত' পরিতোষ বাবু?"

বইখানা পাশের ছোট টেবিলের উপর রেখে শান্ত কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "আমি পরিতোষ। আপনি কে, জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

সঙ্কুচিত কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "আমি? আমি মন্দা,—মন্দাকিনী।"

অনুরোধের সাগ্রহ স্বরে পরিতোষ বললে, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঐ চেয়ারটায় বসুন।"

এক মুহূর্ত মন্দাকিনী ইতস্ততঃ করলে; কিন্তু তার প্রকৃতিগত নমনীয়তার জন্য পরিতোষের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে পাশের চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে ব'সে পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"কি?"

স্মিতমুখে পরিতোষ বললে, "না, বিশেষ কিছু নয়। দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই বসতে বললাম। বিজয়েশ আপনার কে হয়?"

"দাদা হন।"

বিজয়েশ তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, সে কথা পরিতোষের জানা ছিল; বললে, "কি রকম দাদা? বোধ হয় আপনার নয়?"

মাথা নেড়ে মন্দাকিনী বললে, "না, আপনার নয়; কিন্তু তা' হ'লেও খুব আপনার। আমার পিতামহ বিজয়েশদাদার পিতামহর বন্ধু ছিলেন।"

পরিতোষ বললে, "বুঝেছি। এখানে আপনি কত দিন আছেন?"

"বছর দুই।"

"আপনার আর কোনও আত্মীয় এ বাড়িতে আছেন?"

"মা আছেন।"

"বাবা ?"

মন্দাকিনী বললে, "বছর দুই আগে বাবা মারা গেছেন। তার পর সীতেশ দাদামশায় আমাদের দুজনকে এখানে আনিয়ে রেখেছেন।"

পরিতোষ তার শেষ প্রশ্নের এই ধরণের উত্তরই অনুমান করছিল, মন্দাকিনীদের সম্বন্ধে যথার্থ অবস্থাটা উপলব্ধি করতে এখন তার বিশেষ কিছু বাকি রইল না। সহানুভূতির একটা মৃদু তরঙ্গ তার মনের মধ্যে হিল্লোলিত হ'য়ে গেল,—আহা! প্রকাশ্যে বললে, "ও।"

অতর্কিতে পরিতোষের দৃষ্টির সম্মুখে ধরা প'ড়ে গিয়ে, এবং তার নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্নজাল ভেদ ক'রে নির্গত হবার পথ না পেয়ে মন্দাকিনী ন যযৌ ন তস্থৌ হ'য়ে ব'সে ছিল; কিন্তু কোনো প্রকারে স'রে পড়বার একটা প্রবল ইচ্ছা এবং নিরুপায় আগ্রহ'ও তাকে নিরন্তর পীড়ন করছিল। পরিতোষের প্রশ্নবিহীন ক্ষুদ্র মন্তব্যের পর কথোপকথনের নিশ্ছিদ্রতার মধ্যে একটা ফাঁক পাওয়া গেছে মনে ক'রে তার ভিতর দিয়ে পালাবার জন্যে মন্দাকিনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

পরিতোষ কিন্তু বাধা দিলে; বললে, "বসুন, বসুন, উঠছেন কেন?"

লজ্জিত-স্মিত মুখে মন্দাকিনী বললে, "আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"

মাথা নেড়ে পরিতোষ বললে, "না, না, তার জন্যে আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই, চায়ের ব্যবস্থা একটু পরে করলেও চলবে। চা ত' আর পালাচ্ছে না, তবে আপনি পালাচ্ছেন কেন ?"

কেন,—সে নিগূঢ় দুঃখের কথা মুখ ফুটে বলবার নয়! এমন বিপদে সে জীবনে—কদাচিৎ পড়েছে! বারান্দা থেকে উঁকি মেরে বিজয়েশের চেয়ার শূন্য দেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে প্রবেশ করেছিল; তখন কি ছাই জানে, একটা অত্যধিক নিচু চেয়ারে মাথা নত ক'রে পরিতোষ বই পড়ছে? তা হ'লে কি হরিণী অকস্মাৎ এমন ক'রে ব্যাধের জালে জড়িয়ে পড়ে!

পরিতোষ বল্‌লে, "তা ছাড়া, আপনার তাড়াতাড়ি এখান থেকে চ'লে না যাবার একটা গুরুতর কারণ আছে।"

সকৌতূহলে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করলে, "কি কারণ ?"

"বসুন, বলছি।"

'গুরুতর কারণকে' উপেক্ষা ক'রে চ'লে যাবার মেরুদণ্ড মন্দাকিনীর নেই। তা ছাড়া, তার মতো এক অকেজো পদার্থের সম্পর্কে কি এমন গুরুতর কারণ পরিতোষের থাকৃতে পারে, তা জানবার কৌতূহলও সামান্য নয়। ধীরে ধীরে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে সে পরিতোষের দিকে চেয়ে রইল।

পরিতোষ বললে, "অতিথিকে বাড়িতে ডেকে এনে বাইরের ঘরে একা বসিয়ে রেখে বাড়ির ভিতর গিয়ে ডুব মারা গুরুতর অপরাধ কি-না বলুন ?"

মন্দাকিনীর মুখে সুমিষ্ট কৌতুক-হাস্যের মৃদু আমেজ দেখা দিলে।

পরিতোষ বলতে লাগল, "আপনার হাসি দেখে বুঝতে পারছি, আপনার মতেও গুরুতর অপরাধ। আপনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন, ততক্ষণ বিজয়েশের সে অপরাধের কাটান হবে। কিন্তু যতক্ষণ না থাকবেন, অতিথিকে উপেক্ষা করবার জন্যে সে গুরুতর অপরাধের অপরাধী হবেন আপনি।"

আগ্রহভরে মন্দাকিনী বল্‌লে, "ডেকে দোবো দাদাকে ?"

কৃত্রিম ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে পরিতোষ বল্‌লে, "আহা হাহা! ডেকে দিলে তাকে ত আসতেই হবে। ব'সে ব'সে তার অবিবেচনার দৌড়টাই দেখা যাক্‌ না কতখানি।" তারপর পুনরায় সে তার প্রশ্নের জাল বিস্তার করতে আরম্ভ করলে।

"আপনি পড়েন ?"

ঘাড় নেড়ে মন্দাকিনী বললে, "পড়ি।"

"কি পড়েন ?"

"ইংরিজির ?"

"আচ্ছা, ইংরিজিরই কথা বলুন ?"

"রয়াল রীডার বুক ফোর।"

পরিতোষ বললে, "খাসা বই রয়াল রীডার বুক ফোর। আমিও এক সময়ে রয়াল রীডার বুক ফোর পড়েছিলাম। তার পর অতিশয় সতর্কতা,

শিষ্টতা এবং বিবেচনার সহিত প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে ক'রে রয়াল রীডার বুক ফোরের ইতিহাস আর হেতু জেনে নিলে।

সহর ও রেলপথ হ'তে দূরে অবস্থিত নদীয়া জেলার বীরহাটা নামক এক অজ পল্লীগ্রামে মন্দাকিনীর বাড়ি। ভীষণ কলেরা মহামারীর প্রকোপে প্রায় জনশূন্য হ'য়ে যাবার পূর্বে গ্রামখানা কতকটা সমৃদ্ধ ছিল। সে সময়ে এই গ্রামে সীতেশচন্দ্রের মাতামহরা বাস করত। একবার মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে মন্দাকিনীর পিতামহ হীরালালের সহিত নদীতে স্নান করতে গিয়ে পা পিছলে সীতেশ গভীর জলের মধ্যে চলে যায়। সীতেশ যে ভাল সাঁতার জানেনা, সে কথা হীরালালের ঠিক জানা ছিল না। ক্রমশঃ সীতেশ ডুবে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সন্তরণপটু হীরালাল দ্রুতবেগে সাঁতার কেটে তার নিকট উপস্থিত হ'য়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে সীতেশের একটা পা ধ'রে অতি কষ্টে তাকে তীরে নিয়ে আসে। তীরে উঠে কিন্তু উভয়েই অবসন্ন দেহে প্রায় অচৈতন্য হ'য়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে। মাথার উপরে অনন্ত আকাশ এবং চক্ষের সম্মুখে কলস্বনা তটিনীকে সাক্ষী রেখে সেদিন তারা নিঃশব্দে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়। বহুদিন হ'ল হীরালাল গত হয়েছে, কিন্তু সীতেশচন্দ্রর পক্ষ থেকে সে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি আজ পর্যন্ত অটুট আছে।

মন্দাকিনীদের আমলে বীরহাটার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হ'য়ে পড়ে। যে কয়েক ঘর ভদ্র পরিবার তথায় বাস করত, তাদের পক্ষে গ্রামে মেয়ে-স্কুল স্থাপনার কল্পনা পর্যন্ত স্বপ্নালোকেরও অতীত বস্তু ছিল। শুধু ছেলেদের জন্য কতকটা নর্মাল স্কুলের ধাঁজে একটা স্কুল ছিল। সেই স্কুলে যৎসামান্য বেতনে মন্দাকিনীর পিতা মাণিকলাল শিক্ষকতা করত, এবং অবসর কালে কন্যাকে বাঙলা এবং সামান্য কিছু সংস্কৃত ভাষা শেখাত। পিতার মৃত্যুর পর মন্দাকিনী কলিকাতায় এলে, কিছুকাল পরে বিজয়েশ তার ইংরাজি ও বাঙলা শেখবার জন্য একটি শিক্ষক রেখে দিয়েছে। তারই নিকট ইংরাজি ভাষার বর্ণমালা থেকে আরম্ভ করে উপস্থিত রয়াল রীডার বুক ফোর পাঠ করছে।

এ সমস্ত কথা ঠিক এম্‌নি ভাবেই হয়ত মন্দাকিনী বলেনি; সে যতটুকু

বলেছিল, এবং যতটুকু বলতে ইতস্তত: করেছিল, উভয়কে একত্রে মিলিয়ে-মিশিয়ে পরিতোষ এই ভাবেই কথাটা বুঝে নিয়েছিল।

মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হাসিমুখে পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, "কলকাতা আপনার ভাল লাগছে।"

মাথা নেড়ে মন্দাকিনী বললে, "লাগছে।"

"বীরহাটার চেয়েও ?"

এ প্রশ্নের উত্তরে মন্দাকিনী কোনো কথা বললেনা, শুধু পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নিঃশব্দে একটু হাসলে।

"বীরহাটা কলকাতার চেয়েও ভাল লাগে ?"

মন্দাকিনী এ প্রশ্নেরও উত্তর দিলে সেই একই প্রকারের নির্বাক নিঃশব্দ হাস্যের দ্বারা।

পরিতোষ বুঝতে পারলে, সোনার খাঁচা বনবিহগীকে পোষ মানাতে আরম্ভ করেছে।

"মন্দা দেবী !"

চকিত হ'য়ে মন্দাকিনী পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। তার মতো একজন নগণ্য মানুষকে দেবী ব'লে সম্বোধন—এ কি অদ্ভুত কাণ্ড !

পরিতোষ বল্‌লে, "এ পর্যন্ত আমিই প্রশ্ন করেছি, আপনি উত্তর দিয়েছেন। অবশ্য ঘরে ঢুকে প্রথমে আপনিই প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু সে নিতান্তই হকচকিয়ে গিয়ে না সামলাতে পেরে। এবার আপনি দু-চারটে প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দিই।"

শুনে মন্দাকিনী প্রমাদ গণলে! উত্তর দেওয়া তবু অপেক্ষাকৃত সহজ, বাধ্য হ'য়েই দিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন করা ?—বিশেষত পরিতোষের ন্যায় পণ্ডিত মানুষকে ? আরক্ত মুখে সে বললে, "আমি কি প্রশ্ন করব আপনাকে ?"

হেসে উঠে পরিতোষ বল্‌লে, "বেশ কথা! যে প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো সে প্রশ্নও আমাকে ব'লে দিতে হবে না-কি ? আপনি প্রশ্ন করুন,—আমি উত্তর দিয়ে যাই।"

উত্তর দিয়ে যাই! সর্বনাশ! মন্দাকিনীর কপাল জুড়ে ঘামের বিন্দু দেখা

দিলে! মনে মনে ক্ষণকাল কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার বাড়ি কোথায়?—পাড়াগাঁয়ে?"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "না পাড়াগাঁয়ে নয়, কলকাতা সহরেই। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, আমি আপনার মতো বনের বিহঙ্গ নই।"

মন্দাকিনী চেয়ে দেখলে, পরবর্তী প্রশ্নের প্রত্যাশায় পরিতোষ অর্থপূর্ণ ভাবে তার দিকে চেয়ে আছে! একটি মাত্র প্রশ্নে সে পরিতোষের নিকট অব্যাহতি পাবে না তা বুঝতেই পেরেছিল; জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে আপনার ডাক্তারখানা কোথায়?"

ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "আমার ডাক্তারখানা?—ও বুঝেছি। আমার ডাক্তারখানা আমার বাড়িতেই তিন-চারখানা ঘর জুড়ে আছে। বিজয়েশের সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখে আসবেন। আমার ডাক্তারখানা আছে, কি করে আপনি জানলেন?"

"আজ একটু আগে দাদা মাকে বলছিলেন, ডাক্তার পরিতোষ সিং এসেছেন, ভাল ক'রে চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"

পরিতোষ বললে, "আমি সিং নই, সেন। তা হোক, আর কি জিজ্ঞাসা করবার আছে, করুন।"

ঘাড় নেড়ে মন্দাকিনী বললে, "আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই।"

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "না না, মাত্র দুটি প্রশ্ন ক'রে শেষ করলে কি ভাল দেখায়? আরও কয়েকটা করুন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার মা আছেন?"

"আছেন।"

"বাবা?"

"না, আপনার মতো আমিও পিতৃহীন।"

প্রশ্নের সংখ্যা বেশ বেড়ে উঠেছে বিবেচনা ক'রে উৎসাহিত হয়ে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?'

"একটিও না। কিন্তু একটিও না থাকবার একটা ভারি মজার কারণ আছে।"

সকৌতূহলে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করলে, "কি কারণ ?"

পরিতোষ বললে, "মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা হবে কি করে ? আমার এখনও বিয়েই হয়নি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

এমন কৌতুকজনক কারণের উল্লেখে মন্দাকিনীও না হেসে থাকৃতে পারলেনা। পুলকিত হ'য়ে সে পরিতোষের হাসিতে যোগ দিলে।

"মন্দা দেবী !"

"আজ্ঞে ?"

"একটু কষ্ট ক'রে একবার উঠে দাঁড়ান ত।"

অপর যে-কোনো মেয়ে হ'লে উঠে দাঁড়াবার পূর্বে উঠে দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা করত। বিনা প্রশ্নে মন্দাকিনী উঠে দাঁড়াল। প্রশ্ন করা অথবা উত্তর দেওয়া অপেক্ষা এ কাজটা অপেক্ষাকৃত কম বিড়ম্বনাজনক ব'লে উঠে দাঁড়ানোকেই সে শ্রেয়ঃ ব'লে মনে করলে।

পরিতোষও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি শক্তিশালী একটা হ্যাণ্ডক্যামেরা বার ক'রে খুলে মন্দাকিনীর দিকে স্থাপিত ক'রে ভিউ-ফাইণ্ডারের উপর চক্ষু নিবিষ্ট করলে।

অপরাহ্ন কাল। পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে খানিকটা জোর আলো ঘরে প্রবেশ ক'রে সেদিকটা একটু উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে।

পরিতোষ বললে, "জানলার দিকে একটুখানি স'রে আসুন ত।"

মন্দাকিনী জানলার দিকে একটু স'রে দাঁড়াল।

ক্যামেরার কাঁচে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে পরিতোষ বললে, "অত কাছে নয়,—আর একটু এদিকে স'রে আসুন,······হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে,······মুখখানা আর একটু উপর দিকে তুলুন্ ত······লজ্জা কিসের ? আমি ত' আর আপনার মুখের দিকে চাচ্ছিনে,······আর একটু···আর একটু···ব্যস ঠিক হয়েছে।···আচ্ছা, কুইনীন মিক্সচার খাওয়ার মত মুখখানা অমন কাতর করেছেন কেন ? মিশ্রী পানা খাওয়ার মতো হাসি-হাসি করুন না,···না, না, তা ব'লে অত বেশী নয়,একটু কমান্···ও ত' আরও বেশি হ'য়ে গেল···কমাতে পাচ্ছেন

না ?···কিন্তু তা বললে ত' চলবেনা, কমাতেই হবে,·· ···হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইত' ঠিক হয়েছে !···চমৎকার !···সুন্দর !···খাসা !"

ক্লিক্।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয়েশ ঘরে প্রবেশ ক'রে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বল্‌লে, "কি ব্যাপার !"

আরক্ত মুখে মন্দাকিনী পিছন ফিরে দাঁড়াল।

মুখ ফিরিয়ে পরিতোষ সহাস্য মুখে বললে, "লুসি গ্রের ফটো তুললাম বিজয়েশ। একেবারে পুরোদস্তুর লুসি গ্রে।"

৬

পিছন দিক থেকে মন্দাকিনীর দক্ষিণ স্কন্ধে হাত রেখে বিজয়েশ বল্‌লে, "হ্যাঁ রে মন্দা, বছর দুই আমাদের কাছে আছিস, তবু ত' এখনো ভাল ক'রে মুখ তুলে কথা কইতে পারিসনে; আর এ কি কাণ্ড বল্ তো? আকাট মুখ্‌খু হ'য়েও দিগ্‌গজ পণ্ডিত পরিতোষের সঙ্গে এমন জমিয়েছিস্ যে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাকে দিয়ে নিজের ফটো পর্যন্ত তুলিয়ে নিলি ?"

ঘাড় বেঁকিয়ে মন্দাকিনী সলজ্জস্মিত মুখে বিজয়েশের প্রতি একবার শুধু দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টিপাতের অর্থ,—নিতান্ত নিরুপায়ে, তা কি তুমি বুঝছনা ?

পরিতোষ বললে, "আকাট মুখ্‌খু আর দিগ্‌গজ পণ্ডিত, এ দুটি কথা যে তুমি আমাদের আদর ক'রে বলছ, তা আমরা বুঝতে পারছি। আর এ দুটো কথা যে ভুয়ো কথা তার প্রমাণ, সত্যিই আমাদের আড্‌ডা জমেছিল,— বিশেষতঃ শেষের দিকে। মন্দাকিনী এসেছিলেন তোমার খোঁজে, তার পর অতর্কিতে প'ড়ে গেলেন আমার পাল্লায়। সেই থেকে কথায় কথায় ওঁকে আটকে রেখেছি।" তার পর মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আপনি এসেছিলেন বিজয়ের খোঁজে আমার এ অনুমান ঠিক কি-না বলুন ?"

মন্দাকিনী কোনো উত্তর দেবার পূর্বে বিজয়েশ বল্‌লে, "হ্যাঁ রে মন্দা,

পরিতোষ তোর সঙ্গে বরাবর এমনি 'আপনি আপনি' ক'রে কথা কচ্ছে না-কি?"

মৃদুস্বরে মন্দাকিনী বললে, "হ্যাঁ।"

"আপনি সম্বোধন তোর ভাল লাগছিল?"

মাথা নেড়ে মন্দাকিনী জানালে, ভাল লাগছিল না।

"তবে আপত্তি করিসনি কেন?"

লজ্জিতস্মিত মুখে মন্দাকিনী পুনরায় ঘাড় ফিরিয়ে বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

বিজয়েশ বল্‌লে, "আপত্তি করতেও লজ্জা? নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেলনা! শোন্। এবার পরিতোষ তোকে আপনি ব'লে সম্বোধন করলে উত্তর দিবিনে। বুঝলি?"

ঘাড় নেড়ে মন্দাকিনী জানালে, বুঝেছে।

বিজয়েশকে সম্বোধন ক'রে হাসিমুখে পরিতোষ বল্‌লে, "তুমি ব'লে সম্বোধন করলে মন্দাকিনী উত্তর দেবে ত?"

বিজয়েশ বল্‌লে, "অবশ্যই দেবে।"

এবার মন্দাকিনীকে সম্বোধন ক'রে পরিতোষ বললে, "শোন মন্দা, বিজয় যদি আরও মিনিট পনের দেরি ক'রে আসত, তা হ'লে আমাদের আড্‌ডা আরও খানিকটা জ'মে উঠত। তা'তে আমি ত খুসি হতুমই,—আমার বিশ্বাস তুমিও হ'তে। উত্তর দাও, তুমি হ'তে কি-না। উত্তর যদি না দাও, বুঝব, আমি তোমাকে তুমি বলি তা তুমি চাও না।"

মুহূর্তকাল নিবিষ্ট চিত্তে পরিতোষের কথার তাৎপর্য ভেবে দেখে সহসা মন্দাকিনী চকিত হ'য়ে উঠল; তারপর নিমেষের জন্যে একবার আরক্তবিমূঢ় মুখে পরিতোষের প্রতি চেয়ে দেখেই দে ছুট্!

দুই বন্ধু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বিজয়েশ বললে, "দুয়ো! হেরে গেলি! বল্‌লি নে কেন, তুইও খুসি হতিস?"

কে কার কথা শোনে? মন্দাকিনী ততক্ষণে একেবারে দ্বারের চৌকাঠের

উপর দাঁড়িয়েছে। ফিরে বিজয়েশের দিকে চেয়ে সে বললে, "দাদা, তোমাদের চা ওপরে পাঠিয়ে দোবো ?

বিজয়েশ বল্‌লে, "সে ব্যবস্থা ত পিসিমা করছেন। তুই ত' বেশ আড্ডা দিতে পারিস্‌,—আমাদের সঙ্গে ওপরে চ' না, আড্ডা দিবি ?"

প্রস্তাবমাত্র মন্দাকিনী দ্বারান্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দুই বন্ধু সশব্দে হেসে উঠল।

পরিতোষ বললে, "আজকালকার জ্যেঠামহাশয়-মেয়েদের দিনে এমন একটি unsophisticated অকপট মেয়ে সত্যিই refreshing !"

বিজয়েশ বল্‌লে, "এ কথা ষোল-আনা সত্যি। তুমি তখন লুসি গ্রের ফটো তুললাম ব'লে আমার মনের কথাটি বলেছিলে। মন্দাকে দেখে সময়ে সময়ে আমার সত্যিই মনে হয় ও যেন আমাদের বাঙলা দেশের লুসি গ্রে। A violet by a mossy stone half-hidden from the eye !"

পরিতোষ বল্‌লে, "Fair as a star when only one is shining in the sky—সে কথাও বলতে পার।"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "হ্যাঁ, তা-ও বলতে পারি। Fair as a star দেখলে ত ? এবার ওপরে গিয়ে Bright as a lamp of thousand volt দেখবে চল।"

"সে আবার কি বস্তু ?"

"সে অনীতা দত্ত।"

"অনীতা দত্ত ?" কৌতূহলকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া পরিতোষ পছন্দ করে না। আর কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ না ক'রে বললে, "চল, যাই।"

দুই বন্ধু প্রস্থান করলে।

সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনে অনীতা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "দাদা, আমার আবেদনের ওপর কোনো হুকুম ত' করলে না ?"

সীতেশ বল্‌লে, "তোমার ত' আবেদন নয় ভাই,—আদেশ। বিজু আসুক, তার সামনেই সব কথা হবে।"

বিজয়েশ ও পরিতোষ বারান্দায় প্রবেশ করলে।

আলবোলার নলটা চেয়ারের হাতলে স্থাপন ক'রে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে প্রসন্নমুখে সীতেশ বললে, "এস, এস ! পরিতোষ ভায়া এস ! স্বাগত !"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নত হ'য়ে পরিতোষ সীতেশের পদস্পর্শ করতে উদ্যত হল। টপ ক'রে পরিতোষের দুই হাত চেপে ধ'রে সীতেশ বল্‌লে, "কি চাও ?"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "পায়ের ধুলো।"

"জুতো মোজা আর সাবানের কল্যাণে ও পদার্থ পা থেকে বিদায় নিয়েছে। আশীর্বাদ চাও ?" বলে সীতেশ পরিতোষের হাত ছেড়ে দিলে।

তেমনি হাসি মুখে ব্যগ্র কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "চাই বই কি ! অতি অবশ্য চাই।"

সীতেশ বললে, "আশীর্বাদ করি তুমি প্রেসিডেন্ট হও।"

বিস্মিতকণ্ঠে পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের প্রেসিডেন্ট দাদামশায় ?"

"কেন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের ? 'রাজা হও' বলবার দিন ত' চ'লে গেছে। আজকালকার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হও।"

একটা সমবেত হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "অনীতা, ডক্টার সেনের পরিচয় ত' তোমাকে আগেই দিয়েছি। এবার তোমার পরিচয় ডক্টার সেনকে দিই।"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অনীতা পরিতোষকে নমস্কার করলে।

ব্যস্ত হ'য়ে পরিতোষ বললে, "বসুন, বসুন! আপনি উঠবেন না, বসুন।"

সকলে উপবেশন করলে বিজয়েশ অনীতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইল। বললে, "ইনি শ্রীমতী অনীতা দত্ত, প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট নেত্রী, প্রসিদ্ধ লেখিকা আর প্রসিদ্ধ বক্তা।" তারপর অনীতার দিকে চেয়ে বললে, "আমাকে ক্ষমা করো অনীতা, তোমাকে নেত্রী পর্যন্ত বলেছি, কিন্তু বক্ত্রী বলতে পারলাম না। ব্যাকরণের অত কঠোর শাসন মান্‌তে আমি রাজি নই।"

হাসি মুখে অনীতা বললে, "নেত্রী না ব'লে আমাকে নেতা বললেও তোমাকে ক্ষমা করতাম, যদিও নেতা আমি নই।"

ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "আপনি নেতা কি-না জানিনে, বক্তাও না হয় না-ই হলেন; কিন্তু আপনি যদি লেখিকা অনীতা দত্ত হন, তা হ'লেই যথেষ্ট। Obstinacy not yet conquered আপনারই লেখা ত?"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "পড়েছেন আপনি?"

পরিতোষ বললে, "একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার! Delicious! যেমন আপনার ভাষা, তেমনি আপনার যুক্তি। এমন নির্মম ভাবে আপনি আপনার প্রতিপাদ্য প্রতিপন্ন করেন যে, আপনার ওপর রাগ হয়, অথচ প্রতিবাদের যুক্তি খুঁজে পাইনে।"

পরিতোষের কথা শুনে সীতেশ ও বিজয়েশ হেসে উঠ্‌ল। বিজয়েশ বললে, "অনীতার static প্রবন্ধই তুমি পড়েছ, dynamic বক্তৃতা ত' শোন নি। শুনলে বুঝতে অনীতার প্রবন্ধ হচ্ছে চিন্তার সরোবর; আর, তার বক্তৃতা হচ্ছে শব্দের নির্ঝরিণী।"

মুখ থেকে নল খুলে সীতেশ বললে, "হ্যালো বিজু, কবি হবার লক্ষণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছ তুমি! আজ তুমি গদ্য ছন্দে যে কথা বললে, আর কিছু দিন পরে হ'লে হয়ত' সমিল ছন্দেই তা বল্‌তে।"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "পরের জন্যে অপেক্ষা ক'রে কাজ কি দাদা? যে গদ্য ছন্দ আমি বল্‌লাম, তার পদে পদে মিল লাগিয়ে দিলেই ত' পার।"

বিজয়েশের কথায় বিস্মিত হ'য়ে পরিতোষ প্রশ্ন করলে, "পারেন না-কি ?"

এ কথার উত্তর দিলে অনীতা। সহাস্যমুখে বল্‌লে, "যৌবন কালে দাদা-মশায় ত' একজন ক্ষমতাশালী কবি ছিলেন। তখনকার দিনের বড় বড় মাসিক-পত্রে ওঁর কবিতা আদরের সঙ্গে প্রকাশিত হ'ত।"

নল টান্‌তে টান্‌তে সীতেশ চিন্তা করছিল; মুখ থেকে নল খুলে নিয়ে বল্‌লে, "সে কবির অনেক দিন অপমৃত্যু ঘটেছে। উপস্থিত তার প্রেতাত্মা কাগজের প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে মনের অন্ধকার গুহায় বাসা বেঁধেছে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে সে নাকি সুরে কথা কয়; তাকে কবিতা মনে করলে ভুল করা হবে।"

ইতিমধ্যে অনীতা তার কলম আর নোট বুক নিয়ে উদ্যত হয়েছে। মিনতিপূর্ণ চক্ষে সীতেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে বললে, "দাদা, বেশি নয়, লাইন চারেক হলেই খুসি হব।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সীতেশ বল্‌লে, "কি সর্বনাশ! ভূতপূর্ব কবির নাকি সুরের ভৌতিক কবিতা ?"

"আচ্ছা, তা-ই সই।"

"কিন্তু তার জন্যেও ত মুড (mood) চাই অনীতা!"

"মুড এসেছে।"

"মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার ? আচ্ছা, তা হ'লে একটু দেখি।" ব'লে সীতেশ নিবিষ্ট মনে আট-দশটা আলবোলায় টান দিয়ে অনীতার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে কলম খুলে নোট বুক নিয়ে সে তার দিকে চেয়ে আছে।

হাসিমুখে সীতেশ বললে, "একান্তই নেবে না-কি ?"

"নিশ্চয়ই নোবো। কোন্‌টা নিইনি বল ?"

"কিন্তু এটা যে তোমার সার্টিফিকেট হবে।"

"এটা তোমার আশীর্বাদ হবে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে লেখ।" ব'লে পুনরায় আলবোলায় গোটা দুই দীর্ঘ টান দিয়ে সীতেশ বললে,

অনীতার লেখা প্রবন্ধ যেন
চিন্তার সরোবর,
বক্তৃতা তার কল্লোলময়
বাক্যের নির্ঝর।

বিস্মিতকণ্ঠে পরিতোষ বললে, "কি আশ্চর্য দাদামশায়! মুখে-মুখে এমন চমৎকার কবিতা ক'রে ফেললেন! ছন্দে, মিলে একেবারে নিখুঁত সরস।"

সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে সীতেশ বললে, "ঐ দেখ, কবিতার চেয়েও সরস জিনিস এসে হাজির হয়েছে। ওর প্রতি তোমরা এখন মনোযোগী হও।"

সকলে চেয়ে দেখলে দুটো বড় ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম ও খাবার, প্লেট, পেয়ালা ইত্যাদি নিয়ে দুজন ভৃত্য উপস্থিত হ'য়ে একটা টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছে।

সীতেশের দিকে চেয়ে ঔৎসুক্য সহকারে অনীতা বললে, "দাদা, আমি চা করব?"

সীতেশ বললে, "তোমার অনুরোধের সঙ্গে 'দয়া করে' কথা দুটি যদি যোগ করতে তা হ'লে আরও খুসি হতাম।"

এক ফালি সুমিষ্ট হাস্যের দ্বারা এ কথার উত্তর দিয়ে অনীতা দ্বিতলের বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এসে পুর্বোক্ত টেবিলের কাছে উপস্থিত হ'য়ে খালি প্লেট নিয়ে কাঁটা-চামচের সাহায্যে খাবার সাজাতে প্রবৃত্ত হ'ল।

চা খাওয়ানোর পরিপুর্ণ ভার অনীতা গ্রহণ করেছে বুঝতে পেরে চাকর দুজন অল্প দূরে স'রে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে চেয়ে অনীতা বললে, "এখানে এখন তোমাদের আর দরকার নেই, তোমরা কাজে যেতে পার।" তারপর তিনখানা প্লেটে খাবার দেওয়া হ'য়ে গেলে পরিতোষ ও বিজয়েশকে খাবার জন্যে আহ্বান করলে। সীতেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "দাদা, তোমার প্লেটও এখানে দিয়েছি। বলো ত' তোমার কাছেই দিই।"

সীতেশ বললে, "টেবিলেই তোমাদের সরিক হব অনীতা। এখনো যৎসামান্য জঙ্গম আছি; স্থবির হ'য়েছি বটে, কিন্তু এখনো একেবারে স্থাবর

হইনি।” আলবোলার নল চেয়ারে স্থাপন ক’রে আসন ত্যাগ করতে করতে টেবিলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক’রে বললে, “আমার প্লেটে রাজসিক খাদ্য কিছু দাওনি ত ?”

অনীতা বল্‌লে, “না, দিইনি। আমার সে খেয়াল আছে।”

ঔৎসুক্যের সঙ্গে পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, “রাজসিক খাদ্য কি জিনিস ?”

স্মিতমুখে অনীতা বললে, “উপস্থিত এ টেবিলে ফ্রাই আর কাটলেট। দাদা মাছ মাংস ডিম খান্‌ না।”

চায়ের টেবিলের দুপাশে দুখানা ক’রে চেয়ার। একদিকে পাশাপাশি বস্‌ল বিজয়েশ আর পরিতোষ ; অপর দিকে সীতেশ। তিনজনের সম্মুখে অনীতা এক-এক প্লেট খাবার স্থাপন করায় সবিস্ময়ে পরিতোষ বল্‌লে, “আপনার প্লেট মিস্‌ দত্ত ?”

সহাস্যমুখে অনীতা বললে, “আমার প্লেট পিসিমা নিচে সাজাচ্ছেন।”

“তার মানে ?”

উত্তর দিলে সীতেশ ; বললে, “তার মানে মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা।”

পরিতোষ বললে, “সে ত’ অতি উত্তম খাবার। কিন্তু—”

সীতেশ বললে, “ওর মধ্যে আর কিন্তু নেই পরিতোষ, ঐ মুড়ি জাতীয় উত্তম খাবারই ও খায় ; এ সব অধম খাবার খায় না। আমার মতো কঠিন লোক এ বিষয়ে ওর কাছে হার মেনেছে, অধম খাবার খাওয়াতে পারেনি।” তারপর অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক’রে বললে, “হ্যাঁ অনীতা, তোমার নিম্নবিত্ত খাদ্যের কথাটা বলব না-কি ডক্টার সেনকে ?”

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, “না দাদা, এখন খাবার সময়ে ও-সব বাজে কথা বাদ দিন।”

হাসতে হাসতে সীতেশ বললে, “আচ্ছা, তা হ’লে বাদই দিলাম। সব কথা একদিনেই শেষ করাও ভাল নয়। আর একদিন না-হয় বাজে কথার প্রসঙ্গ তোলা যাবে।”

পরিতোষ বললে, “সব কথাটা না শুনলেও বাজে কথা যে কতটা কাজের কথা তা কতকটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু চা ত’ এক পেয়ালা খেতে পারেন

মিস্ দত্ত ? চা ত' নিম্নবিত্ত পানীয় ; ক্ষুধানাশিনী চা কুলি-মজুরের অন্নের ঘাটতি পূর্ণ করে।"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "চায়ের ত' চারটে পেয়ালাই নিয়েছি। চা খাব।" তারপর টি-পট হ'তে পেয়ালাগুলিতে চায়ের জল ঢালতে ঢালতে সীতেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার চায়ে ক' চামচ চিনি দেবো দাদা ?"

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দেখিয়ে সীতেশ বললে, "এক চামচ।" তারপর পরিতোষের দিকে চেয়ে বললে, "নাতনীর তৈরী চায়ে আদৌ চিনি না পড়লেও যখন এক চামচ চিনির মতো মিষ্টি লাগে, তখন আর এক চামচ পড়লে দু'চামচ পুরে যায় কি-না বল ?"

সহাস্য মুখে পরিতোষ বললে, "একেবারে গাণিতিক হিসেবে পুরে যায়। এক আর একে দুই, এ হিসেব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।"

এ কথার উত্তরে অনীতা কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বাধা পড়ল। সদ্য-ভাজা এক প্লেট চপ নিয়ে একজন ভৃত্য এসে নিম্নকণ্ঠে বললে, "পিসিমা ভাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বলতে বললেন, এগুলো নিরামিষ চপ।" ব'লে চপের প্লেট রেখে প্রস্থান করলে।

সীতেশকে সম্বোধন ক'রে অনীতা বললে, "দাদা, সাত্ত্বিক চপ এসেছে। এটা পিসিমা নিশ্চয় বিশেষ ক'রে তোমার জন্যে পাঠিয়েছেন। ক'টা দিই তোমাকে বল ?"

মাথা নেড়ে সীতেশ বললে, "একটাও নয়। সাত্ত্বিক চপও চলবে না।"

"কেন ?"

"ওর চপ নামের দোষে। আমার পুরুত শ্যামাশঙ্কর ভট্চায্যি কোন দিন এসে যদি বলে, সে তার নাম এড্গার চ্যাটার্টন্ রেখেছে, আমি কখনই তাকে ঠাকুর পুজো করতে দিইনে।"

হাস্যের একটা উচ্চ রোল উঠ্ল।

সীতেশ বলতে লাগল, "তোমার নিশ্চয় মনে আছে পরিতোষ, উন্মত্ত জনতা যখন জুলিয়াস্ সিজারকে হত্যা করবার জন্যে রোমের পথে ছুটেছিল,

হঠাৎ একজনকে দেখিয়ে একটা লোক বললে, ঐ! ও হচ্ছে জুলিয়াস্ সীজার; হত্যা কর ওকে। ব্যস্ত হ'য়ে সে-বেচারা হাত জোড় ক'রে সকাতরে বললে, দোহাই হুজুররা, আমার নাম জুলিয়াস্ সীজার বটে, কিন্তু আমি জেনারেল জুলিয়াস্ সীজার নই,—আমি নিতান্ত নগণ্য মানুষ। তখন জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠল, কুছ পরওয়া নেই! kill him for his bad name! আমিও তেমনি নিরামিষ চপ সম্বন্ধে বলছি, Discard it for its bad name!"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

অনীতা বললে, "এড্‌গার চ্যাটার্টনের নাম শ্যামাশঙ্কর ভট্‌চায্যি ক'রে দিলাম দাদা। নিরামিষ চপের নাম দিলাম আলুর-বড়া।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অনীতার দিকে চেয়ে সীতেশ বললে, "ও! বড়া নাম দিলে? তা'হলে দাও না-হয় একটা; কিন্তু একমাত্র এই অলঙ্ঘনীয় সর্তে যে, তুমিও একটা নেবে। অন্যথা নিশ্চয় দিয়ো না।"

চামচ দিয়ে একটা চপ তুলে সীতেশের পাত্রে দিতে গিয়ে আবদারের ক্ষুণ্ণ সুরে অনীতা বললে, "সর্ত তুলে নাও দাদা। বিনা সর্তে বড়া খেলে তোমার মহানুভবতা প্রকাশ পাবে।"

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে সীতেশ বললে, "কিছুতে না! মহানুভবতা আমি অন্য বিষয়ে প্রকাশ করব; এ বিষয়ে কিন্তু আমি নির্মম, কঠোর, নির্দয়!"

"তা'হলে অগত্যা হার মানলাম।" ব'লে অনীতা তিনজনের পাত্রে দু'খানা ক'রে চপ দিয়ে একটা খালি প্লেটে নিজের জন্যে একটা গ্রহণ করলে।

সীতেশ জিজ্ঞাসা করলে, "একটা নিলে যে?"

অনীতা বললে, "সর্ত অনুযায়ী। তুমি আমাকে একটা নিতেই বলেছিলে।"

"তবে আমাকে দুটো দিলে কেন?"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "দাদামশায়, একটা বড়া চাইলে নাতনী কেন দুটো দেয়, একের সঙ্গে এক যুক্ত না হ'য়েও কি ক'রে দুই হয়, এই গাণিতিক অঙ্ক, তুমি যদি না পার, ডক্টার সেনকে দিয়ে কষিয়ে নিয়ো।"

উৎফুল্ল মুখে বিজয়েশ বললে, "পরিপাটি পাল্টা অঙ্ক! অঙ্কটা কষে ফেল পরিতোষ।"

চিন্তিতভাবে পরিতোষ বললে, "চিনির অঙ্কর চেয়ে বড়ার অঙ্কটা একটু কঠিন ঠেকছে বিজয়েশ! কষতে কিছু সময় লাগবে।"

একটা হাস্যধ্বনি উঠল।

আহার এবং কথোপকথন এক সঙ্গে চলছিল। হঠাৎ এক সময়ে অনীতা লক্ষ্য করলে, সীতেশচন্দ্র তার দ্বিতীয় চপের শেষ ভগ্নাংশটুকু মুখে পুরছে। আগ্রহের সুরে সে বললে, "আর একটা বড়া দেবো দাদা?"

দৈবক্রমে ঠিক এই সময়ে বিজয়েশও তার দ্বিতীয় চপটি শেষ করছিল। অনীতার অনুরোধ তারই প্রতি অভিপ্রেত মনে ক'রে ঈষৎ ব্যস্ততা সহকারে সে বললে, "না, না, আর তোমার সাত্ত্বিক বড়া চাইনে; বরং—" তারপর খাবারের প্লেট থেকে মুখ তুলে অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কাকে বলছ তুমি? অহম্ দাদাকে?"

বিস্মিত স্মিত মুখে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "অহম্ দাদা মানে?"

বিজয়েশ বললে, "অহম্ দাদা মানে বিজয়েশ চৌধুরী। কিছু মনে করো না অনীতা, হঠাৎ 'দাদা' শব্দটি অবলীলাক্রমে দুজনেরই প্রতি প্রয়োগ করছ ব'লে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে না থাকলে বোঝবার উপায় থাকে না, আমাকে ডাকছ, না দাদামশায়কে। আমার বেশ মনে পড়ছে, দাদামশায়কে তুমি আগে 'দাদামশায়' বলেই ডাকতে।"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "তা ডাকতাম।"

"তবে?"

হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে সীতেশ বললে, " 'তবে'টা আমি বুঝিয়ে বলি বিজু। তুমি ঠিকই বলেছ, আজও প্রথম দিকে অনীতা আমাকে দাদামশায় ব'লেই ডাকছিল। পরিতোষকে ডাকতে তুমি নিচে গেলে সেই সময়ে ও আমাকে দাদামশায়ের পরিবর্তে দাদা বলে ডাকবার অধিকার পাশ করিয়ে নিয়েছে।"

সকৌতূহলে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সীতেশ বললে, "কেন, সে কথাও আমি বলব না কি অনীতা ?"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "বলুন।"

বিজয়েশের দিকে চেয়ে সীতেশ বললে, "তোমার মুখের দাদা ডাক অনীতার মিষ্টি লেগেছিল ব'লে।" তারপর অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কেমন অনীতা, ঠিক-কিনা ?"

তেমনি হাসিমুখে অনীতা বললে, "ঠিক।"

অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "মিষ্টি লেগেছিল সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু দুই দাদার ত' একটা উপায় করতে হয় অনীতা।"

"কি উপায় করব বল ?"

"বামুন কায়েতের দুই হুঁকোকে পৃথক করতে হ'লে একটা হুঁকোর গলায় কড়ি বাঁধতে হয় জান ত ? সেই রকম এক দাদার গলায় কড়ি বাঁধো।"

কপট উৎকণ্ঠার সুরে সীতেশ বললে, "কি সর্বনাশ! আমার গলায় বেঁধো না অনীতা। বয়স হয়েছে, দম আটকে মরব। যদি কিছু বাঁধতে হয়, বিজয়েশের গলায় বেঁধো।"

সীতেশচন্দ্রের কথা শুনে বিজয়েশ ও পরিতোষ হাসতে লাগ্‌ল; এবং হাস্যের সেই শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে অনীতার মুখের নিঃশব্দ মিষ্টি হাসিটুকু হিল্লোলিত জলের নির্বাক পদ্মের মতো ফুটে রইল।

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সীতেশ বললে, "কিন্তু সাবধান বিজু! তোমার গলায় কড়ি বাঁধতে গিয়ে অনীতা যদি তোমার নাকে দড়ি বেঁধে বসে, তাহলে, যা শক্ত মেয়ে, টানতে টানতে তোমাকে একেবারে কমিউনিষ্টদের গোয়ালে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। জান ত, নাকে দড়ি বাঁধলে নাক টেনে পেছোনো যায় না ? মাথা নাড়তে নাড়তে এগোতেই হয়।"

এবার তুমুল হাস্যধ্বনি উঠল। হাসি থামলে অনীতা বললে, "শেষ পর্যন্ত আমাদের গরু বানালে দাদা ?"

মাথা নেড়ে সীতেশ বললে, "ভুল করেছ অনীতা, তোমাদের বানাইনি। যাদের তোমরা নাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হও, তাদের বানিয়েছি।"

বিজয়েশ বললে, "তোমার দড়ি থেকে নাক বাঁচিয়ে চলতেই হবে অনীতা। মাথা নাড়তে নাড়তে শেষ পর্যন্ত তোমার পিছু পিছু গিয়ে গোয়ালে ঢুকব—তা' কিছুতেই হবে না।"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "গোয়ালে ঢোকবার ভয় তোমার নেই দাদা। তোমার নাকে বাঁধতে পারি, এমন লোভনীয় দড়ি আমার আয়ত্তে নেই।"

পরিতোষ বললে, "দড়ির আলোচনায় কড়ি জিনিষটা কি, তা এ পর্যন্ত ঠিক বোঝা গেল না বিজয়। কথায় কথায় চাপা প'ড়ে যাচ্ছে।"

বিজয়েশ বললে, "কড়ি হচ্ছে 'বিজয়েশ'। অনীতা এখন থেকে আমাকে বিজয়েশদাদা ব'লে ডাকবে।"

ক্ষণকাল সচিন্তভাবে নির্বাক থেকে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সীতেশ বললে, "নাঃ, ও হ'ল না। বিজয়েশদাদা বড্ড বড় হ'য়ে গেল। ও কড়ি হ'ল না, শাঁক হ'ল। আমার মনে হয়, বিজয়েশদাদার পরিবর্তে 'বিজুদা' করলে কতকটা কড়ির কাছাকাছি যায়।" তারপর অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "তুমি কি চাও অনীতা? শাঁখ, না কড়ি?"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "কড়ি।"

বিজয়েশের দিকে চেয়ে সীতেশ বললে, "তা হ'লে তুমি বিজুদাই হ'লে বিজু।"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "তোমার বিচার শিরোধার্য।"

ইত্যবসরে চা-পানের পর্ব শেষে হ'য়ে যাওয়ায় চাকরেরা জিনিসপত্র সরিয়ে টেবিল পরিস্কৃত ক'রে দিয়েছে, এবং ভাল ক'রে তাওয়া ধরিয়ে বাঙ্গা সীতেশের বাম দিকে আলবোলা রেখে হাতে নল দিয়ে গেছে। চায়ের টেবিলে বসেই কথোপকথন চলছিল।

কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে সীতেশ বললে, "বিজু, অনীতাদের সীর সঙ্ঘের নাম শুনেছ?"

বিজয়েশ বললে, "তোমার মুখে কয়েকবার শুনেছি।" তারপর অনীতার দিকে চেয়ে বললে, "তা'ছাড়া, সম্প্রতি তোমাদের সীর সঙ্ঘের নাম আমাদের অমিত্রপক্ষীয় তালিকায় স্থান লাভ করায় তা থেকেও জেনেছি।" ব'লে হাসতে লাগ্‌ল।

বিস্ময়চকিত স্বরে অনীতা বললে, "এরই মধ্যে স্থান লাভ করেছে?"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "এরই মধ্যে কেন বলছ? তোমাদের সঙ্ঘ ত' প্রায় মাস চারেক হ'ল গঠিত হয়েছে। তা ছাড়া তোমাদের মতো একটা মনীষাদীপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সমিতির বেশিদিন উপেক্ষিত হ'য়ে থাকবার ত' কথা নয়।"

"অমিত্রপক্ষীয় তালিকায় আমরা স্থান লাভ করেছি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কারণ, তোমরা মিত্রপক্ষীয়ও নয়, শত্রুপক্ষীয়ও নও। দু-চারটে ট্রাম বাস যদি পোড়াও, তাহলে তোমাদের আমরা শত্রুপক্ষীয় তালিকায় উন্নত ক'রে নোবো।" ব'লে বিজয়েশ হেসে উঠল।

অনীতা বললে, "এ আমরা কারা? তোমাদের দল?—না, গভর্মেণ্ট?"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বলল, "সাধারণ বেড়ালে আর বন বেড়ালে কি খুব প্রভেদ আছে অনীতা? সাধারণ বেড়ালই ত' বনে গেলে বন বেড়াল হয়।"

অন্যমনস্কভাবে অনীতা বললে, "তা হয়।" তারপর এক মুহূর্ত গভীর-ভাবে কি চিন্তা ক'রে পার্শ্ববর্তী সীতেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "আমি আমার আবেদন তুলে নিলাম দাদা। আর, এ দিকটা তলিয়ে না দেখে আবেদন করেছিলাম, সেজন্য ক্ষমা-চাচ্ছি। আসল কথা কি জান? কোনো বিষয়ে ঠেকলে তোমার কাছে ছুটে আসা, আর সমস্যার সমাধান পাওয়া এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে, দরকার পড়লে কিছু না ভেবে-চিন্তেই তোমার কাছে ছুটে আসি।" ব'লে নিঃশব্দে অল্প একটু হাসলে।

একবার অনীতার দিকে ও আর একবার সীতেশের দিকে চেয়ে গভীর ঔৎসুক্যের সহিত বিজয়েশ বললে, "কি ব্যাপার বল দেখি?"

উত্তর দিলে অনীতা। তাদের সঙ্ঘের জন্যে সীতেশের নিকটে তার আশ্রয় ভিক্ষার কথা খুলে ব'লে বললে, "এখন বুঝতে পারছি, সরাসরি নিষ্পত্তি না ক'রে কেন দাদামহাশয় তোমার সামনে আলোচিত হবার জন্যে কথাটা মুলতবি রেখেছিলেন। এ বাড়িতে সীর সঙ্ঘের স্থান হ'তে পারে না।"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "তুমি একটু ভুল করছ অনীতা। এ বাড়িতে কোনো ব্যাপারই আমার অপেক্ষায় দাদামহাশয়ের দ্বারা মুলতবি হ'তে পারে না। তিনি যদি কথাটা আমার সামনে হবার জন্য মুলতবি রেখে থাকেন, তার মানে এ নয় যে, এ বিষয়ে তাঁর ইচ্ছে আমার ইচ্ছের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে। তিনি আমাদের সর্বময় কর্তা, আমরা তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথে আবদ্ধ।" ব'লে হাসতে লাগ্‌ল।

পরিতোষ উঠে দাঁড়িয়ে সীতেশ ও অনীতাকে নমস্কার ক'রে বললে, "আজ চললাম দাদামশায়, আর একদিন আসব।"

সীতেশ বললে, "সীর সঙ্ঘের প্রসঙ্গের জন্য তুমি কি কুণ্ঠা বোধ করছ পরিতোষ? কিন্তু এ প্রসঙ্গ ত' আমি তোমার উপস্থিতিতেই তুলেছিলাম।"

ইত্যবসরে অনীতাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে বললে, "আমার কথা ত' শেষ হয়েছে ডক্টার সেন, আমি যাই; আপনি প্রথম দিন দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, আপনি বসুন।" তারপর হাতের রিস্ট ওয়াচে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আর ঘণ্টাখানেক পরে আমার কাছে একজন লোক আসবেন; তার আগে আমার বাড়ি পৌঁছনোও দরকার।"

পরিতোষ বললে, "আচ্ছা, আপনিই যান, কি আমিই যাই, অথবা দুজনেই যাই, তা মিনিট পনের পরে ঠিক করলেই হবে।" হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "তার আগে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

হাসিমুখে অনীতা বল্‌লে, "কি বলুন।"

"গুটি চারেক ফটো তুলতে চাই। একটি দাদামশায়ের, একটি আপনার, একটি আপনার আর দাদামশায়ের এক সঙ্গে, আর চতুর্থটি বিজয়েশকে নিয়ে

তিনজনের। আলো ক'মে এসেছে, ভাল হবার আশা কম। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ত হবে।"

বিজয়েশ বললে, "কি বিপদ! তুমি আমাদের কানা মামা ক'রে ছাড়বে না কি?"

সীতেশ বললে, "একটিকে আবার কানী মামী ক'রে।"

প্রচণ্ড হাস্যরবে বারান্দা চকিত হ'য়ে উঠল। সেই হাসির ফাঁকে পকেট থেকে ক্যামেরা বার ক'রে পরিতোষ সীতেশের প্রতি প্রয়োগ ক'রে পিছু হটতে আরম্ভ করেছে। নষ্ট করবার মতো আলো তার হাতে নেই।

৮

আষাঢ়ান্ত বেলা। সন্ধ্যা সাতটা বাজে, তথাপি এখনো দিবালোকের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সমস্ত দেহের উপর যেমন একটা অনুগ্র নীলাভতা আধিপত্য বিস্তার করে, কলিকাতার ঘর-বাড়ি গাছপালা পথ-ঘাটের উপর তেমনি একটা স্তিমিত ছায়ার বিস্তৃতি।

ভবানীপুর বকুলবাগান রোডের উপর এক স্থানে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে ব'লে গাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে বিজয়েশ পার্শ্ববর্তী গলির ভিতর প্রবেশ করলে। নম্বর দেখে দেখে অগ্রসর হ'য়ে কিছু পরেই সে বাঁ-হাতি একটা বাড়ির সম্মুখে গতি রোধ ক'রে দাঁড়াল। ডানহাতি বাড়ির রকে ব'সে কয়েকজন বালক জটলা করছিল। নম্বরটা ঠিক মিলেছে, তথাপি নিঃসংশয়কে সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে বালকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ ও চতুরদর্শনটিকে সম্বোধন ক'রে সে জিজ্ঞাসা করলে, "খোকা, এইটে কি বাণীকণ্ঠ মিত্রের বাড়ি?"

সম্বোধিত বালকটি অতি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে, আমি খোকা নই, খোকার দাদা।"

এই কৌতুকপ্রদ উত্তর শুনে সঙ্গী-বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বিজয়েশের মুখেও কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্য দেখা দিলে ; স্মিতমুখে ক্ষমা প্রার্থনার কপট সুরে সে বলুলে, "ও ! তুমি খোকার দাদা বটে ? তা হ'লে তোমাকে খোকা বলা ত অন্যায় হয়েছে ! খোকা কোথায় ?"

"মায়ের কোলে।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

এইখানে বিজয়েশের নিরস্ত হ'লেও চলত,—বালকদের দ্বারা গৃহের সনাক্তি নিরূপিত ক'রে নেবার এমন কিছু প্রয়োজন ছিল না ; তথাপি দলপতি বালকটির সহিত কথায় কথায় যে সামান্য একটু কৌতুকলীলার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে আর একটু বর্ধিত করবার উদ্দেশ্যে সে বললে, "তা হ'লে খোকার দাদাই না-হয় বলুক, এ বাড়ি বাণীকণ্ঠ মিত্রের কি-না।"

মুরুব্বিয়ানার আদেশদৃপ্ত কণ্ঠে বালকটি বললে, "কড়া নাড়ুন।"

হাসিমুখে "যথা আজ্ঞা" ব'লে দ্বারের কাছে গিয়ে বিজয়েশ খট্‌খট্ ক'রে একবার কড়া নাড়লে।

বালকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল ; বললে, "ভালমানুষি চালে নাড়লে হবেনা। আরও জোরে, আরও অনেকক্ষণ ধ'রে নাড়ুন। দূরে থাকে।"

দ্বিতীয় বার কড়া নাড়া সুরু হ'তেই কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দরজা খুলে গেল। দরজার সম্মুখে পথের উপর বিজয়েশকে দেখে বিস্মিত-কণ্ঠে অনীতা বললে, "কি আশ্চর্য ! বিজুদা ?"

স্মিতমুখে বিজয়েশ বলুলে, "বিজুদাদা নিঃসন্দেহ, কিন্তু আশ্চর্যের কিছু নেই।"

অনীতা বললে, "না, তা নেই। ওটা বাঁধা-গৎ, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এস, এস, ভেতরে এস।"

বিজয়েশ তার ডান পা ভিতরে অর্পণ করতে উদ্যত হয়েছে এমন সময়ে কানে এল, "ঠিক আছে ? ও কে (O. K.) ?"

মুখ বার ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "Thank you ! O. K.।"

কণ্ঠস্বর অনীতার কানে গিয়েছিল। মুখ বাড়িয়ে সে ডাক দিলে, "বাদলা !"

উড়ন্ত আঁচলের ভগ্নাংশ দেখেই বাদল লম্বা দেবার উপক্রম করেছিল, অনীতার ডাক শুন্‌তে পেয়ে ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে, "অনীতা দিদি ?"

"কাছে আয়।"

কাছে এসে হাসিমুখে বাদল বল্‌লে, "বলো।" তার সঙ্গীর দলও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয়েশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে অনীতা বল্‌লে, "তুই এঁর সঙ্গে ফাজলামি করছিলি বাদলা ?"

মাথা নেড়ে বাদল বললে, "খুব না ত।"

বাদলের উত্তরের ভঙ্গীতে বিজয়েশ এবং অনীতা উভয়েই হেসে ফেল্‌লে। অনীতা বল্‌লে, "খুব না যখন তা হ'লে কিছু ত নিশ্চয়ই ?"

"হ্যাঁ কিছু।"

"ইনি কে জানিস্ ? ইনি আমার দাদা।"

বিস্ময়োচ্ছল কণ্ঠে বাদল বল্‌লে, "তোমার দাদা ? কই, তোমার দাদা আছেন কখনো ত' শুনিনি। মাসতুত ভাই বুঝি ?" ব'লেই বিজয়েশকে একটা প্রণাম ক'রে ক্ষিপ্রবেগে প্রস্থান করলে।

এবার সকলেই, মায় বাদলের সঙ্গীগণ, হেসে উঠ্‌ল।

"মাসতুত ভাই ? রোস্, তোকে মজা দেখাচ্ছি !" ব'লে হাসতে হাসতে অনীতা বিজয়েশকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে দরজা লাগিয়ে দিলে।

গৃহটি তিন অংশে বিভক্ত। বৃহৎ অংশটি সদর পথের উপর অবস্থিত। সেই অংশের সংলগ্ন দুইদিকে দুটি সরু গলি-পথ অবলম্বন ক'রে পিছনের দুটি অংশে পৌঁছতে হয়। সদর রাস্তার উপরের দরজা থেকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের দরজা নিতান্ত অল্প পথ নয়। বিজয়েশ বুঝতে পারলে 'দূরে থাকে' ব'লে বাদলা অযথা বলেনি।

যেতে যেতে বিজয়েশ বললে, "কমরেড বাদলকে বেশ লাগল অনীতা।"

প্রসন্নমুখে অনীতা বললে, "ভাল লাগল ? একটু ফাজিল হ'লেও একটি রত্ন ! কিন্তু কমরেড্ বলছ কেন ওকে ?"

অল্প একটু হেসে বিজয়েশ বল্‌লে, "তোমার হাওয়ায় যে ছেলে গ'ড়ে উঠ্‌ছে তাকে কমরেড ছাড়া আর কি বলব বল ?"

উভয়ে দরজার সামনে এসে পড়েছিল। সামনের ঘরে প্রবেশ করে অনীতা বল্‌লে, "আমার ঘরে তোমাকে বসালে খুসি হতাম, কিন্তু কষ্ট হবে সেখানে। তার চেয়ে এই ঘরেই বসা যাক্।" ব'লে বিজয়েশের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে।

চেয়ারে বসবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে বিজয়েশ বললে, "কষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোনো আপত্তি নেই ত' সে ঘরে বস্‌তে ?"

হাসিমুখে অনীতা বল্‌লে, "আর কি আপত্তি থাকতে পারে ? আমার বন্ধুবান্ধবেরা এসে সেই ঘরেই ত' বসে।"

"তবে আমাকে এ ঘরে বসাতে চাচ্ছ কেন ?"

ফ্যানটা খুলে দিয়ে অনীতা বললে, "এ ঘরে তবু একটা পাখা আছে, আমার ঘরে তার অভাব। তবে অভাব বললে একটু ভুল হয়, গোটা দুই সনাতন তালবৃন্ত আছে।" ব'লে হাসতে লাগল।

ফ্যানের সুইচটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিজয়েশ বললে, "তবে আর কথা নেই, তোমার ঘরেই চল ; দরকার হ'লে তালবৃন্তের হাওয়া খাওয়া যাবে।"

অনীতার ঘরের স্বতন্ত্র পথও আছে। কিন্তু পাশের ঘরই তার ঘর। মধ্যবর্তী দ্বার খোলাই ছিল, সেই দ্বার দিয়ে সে বিজয়েশকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

মাঝারি আকারের ঘর। ঘরের একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র তক্তাপোষ—তার উপর শয্যা বিছানো। পরিচ্ছন্ন শয্যা, কিন্তু নিতান্ত সাদা-সিধা মামুলি ধরণের। একটি সুলভ সতরঞ্চির উপর পাতলা তোষক, তার উপর একখানা ধপধপে বোম্বাই চাদর ; মাথায় দেবার জন্য একটি ক্ষুদ্র নিরাভরণ আবরণের বালিশ। অর্থাৎ সবশুদ্ধ নিদ্রাকার্য-নির্বাহের নিম্নতম ব্যবস্থা। দেখলে ব্যবহারকারিণীর অনাড়ম্বর জীবনধারা ব্যক্ত করে।

কক্ষের অপর দিকে লেখাপড়ার ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু রিক্ততার কোন পরিচয় নেই। মাঝারি সাইজের একটি একরোখা সেক্রেটারিয়েট্ টেবল্, তার ঘন-

সবুজ রঙের বনাতের আবরণ ; টেবিলের দক্ষিণ প্রান্তের উপর দেওয়াল ঘেঁষে উৎকৃষ্ট সেগুন কাঠের উজ্জ্বল পালিশ করা বুককেস, তার মধ্যে ইংরাজি ডিক্‌স্‌নারি, বাংলা অভিধান, চার ভলিউমের সাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি সর্বদাব্যবহার্য তথ্য গ্রন্থ ; বুক কেসের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো এক সার এম্‌-এ ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ; নীল রঙের সুদৃশ্য শেড দেওয়া ইলেক্‌ট্রিক টেবিল-ল্যাম্প ; একটি মুল্যবান টাইম্‌-পীস টিক্‌টিক্‌ ক'রে সময়ের দেহে দাগ কেটে চলেছে ; মাজাঘষা ঝক্‌ঝকে চার পাঁচটি পিতলের কাগজ-চাপা ; মিলিত ধাতুর একটি কারুকার্যখচিত ধূপদান, ভস্মীভূত ধূপের ছাই প'ড়ে টেবিলের বস্ত্র যাতে মলিন না হয় তজ্জন্য ধূপদানটা একটা মোরাদাবাদি রেকাবের উপর স্থাপিত ; ফাউণ্টেন পেনের কালির একটা বড দোয়াত ; গোটা দুই ঝর্ণাকলম, আর লাল নীল কালো রঙের গোটা তিনেক পেন্সিল ; এছাড়া আরও কিছু টুকি-টাকি।

টেবিলের দক্ষিণ দিকে ডান হাতের নাগালের মধ্যে একটি আবর্তনীয় বুক শেলফ, তাতে নানা শ্রেণীর গ্রন্থ ; তন্মধ্যে অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকের প্রাধান্য। টেবিলের বামদিকে দেওয়ালের ধারে একটি কাঁচের বড় আলমারি, তার ভিতরে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইংরাজি, বাঙলা ও ফরাসি ভাষার পুস্তকের সুনির্বাচিত সংগ্রহ।

আলমারির পাশে একটা ইজিচেয়ার, তার দুদিকে দুই দীর্ঘ কাঠের হাতল। দেওয়ালের মধ্যস্থলের ইলেকট্রিক লাইটের ব্রাকেট থেকে লাইনটা বাড়িয়ে এনে বাতিটা চেয়ারের কাছে এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দেখলেই মনে হয় শুধু দিনমানেই নয়, রাত্রিকালেও কক্ষনিবাসিনী ইজি-চেয়ারে শয়ন ক'রে পডাশুনা করে।

ঘরে প্রবেশ করে ঘরের মূর্তি দেখে বিজয়েশ খুসি হয়ে উঠ্‌ল। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অনীতা বললে, "বস বিজুদা।"

"দাঁড়াও, বসি" ব'লে বিজয়েশ ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক দেখতে লাগল। টেবিলের সামনে উপস্থিত হ'য়ে পিছন দিকে দুই হাত স্থাপন ক'রে ঝুঁকে প'ড়ে বুক কেসের বইগুলো দেখলে,—তারপর পাশের বইগুলো। তৎপরে ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে রিভলভিং বুক-শেল্‌ফের বইগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেল। সর্বশেষে আলমারির সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে আরম্ভ করলে।

"বিজুদা!"

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে প্রসন্ন মুখে বিজয়েশ বললে, "বল।"

"তোমার মতো পণ্ডিত মানুষের দেখবার যোগ্য নতুন জিনিস কিছু নেই; এবার বসো।"

যে চেয়ারটা অনীতা এগিয়ে দিয়েছিল সেটাতে উপবেশন ক'রে বিজয়েশ বললে, "তোমার মন্তব্যের কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করিনে,—কিন্তু তোমার ঘরখানি দেখে ভারি খুসি হয়েছি অনীতা। তোমার ঘরের একদিকে বৈরাগ্য, অপর দিকে অনুরাগ। দেহকে তুমি বৈরাগ্যের কঠিন তক্তাপোষে ফেলে রেখে মনের সমস্ত অনুরাগ ঢেলেছ পড়ার টেবিলের অঞ্চলে।" ব'লে হাসতে লাগল।

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "বৈরাগ্যের কঠিন তক্তাপোষ আবার কোথায় পেলে বিজুদা? খাসা নরম তোষক, নরম বালিশ, নরম চাদর। রাত্রে বই বন্ধ ক'রে বিছানায় গিয়ে যখন শুই, মুখ দিয়ে কি শব্দ বেরোয় জান?"

গম্ভীর মুখে বিজয়েশ বললে, "উঃ!"

খিল খিল করে হেসে উঠে অনীতা বললে, "উঃ বেরোয় না, বেরোয় আঃ!"

বিজয়েশ বললে, "আঃ শব্দও যন্ত্রণাবাচক শব্দ। কিন্তু শব্দতত্ত্বের আলোচনা এই পর্যন্তই থাক্‌,—কি সত্য আমি তোমাকে আজ জানাতে এসেছি জান?"

অনীতা বল্‌লে, "না।" তার মুখে কৌতুকহাস্যের আভা।

বিজয়েশ বললে, "হাজার লেখাপড়া শিখলেও মেয়েমানুষ মানুষ হয় না, মেয়েমানুষই থাকে,—এই সত্য।"

বিস্মিত কণ্ঠে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "কে আবার মেয়েমানুষ রইল বিজুদা?"

"কেন, তুমি!"

"আমি?—কোন্‌ অপরাধে?"

বিজয়েশ বললে, "অকারণে অভিমান করার অপরাধে। আচ্ছা, সেদিন আমি কী এমন অন্যায় কথা বলেছিলাম বল দেখি, যার জন্যে তুমি অমন অভিমান ক'রে হঠাৎ তোমার প্রস্তাব তুলে নিয়ে চ'লে এলে?"

হাসতে হাসতে অনীতা বললে, "না বিজুদা, এ দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমার সত্য প্রমাণিত হ'ল না। প্রথমতঃ, হাজার-লেখাপড়া-শেখা মেয়েমানুষ আমি নই; দ্বিতীয়তঃ, অভিমান ক'রে সেদিন চ'লে আসিনি।"

বিজয়েশ বললে, "অভিমান ক'রে হয়ত চ'লে আসনি, কিন্তু অভিমান ক'রে যে তোমার প্রস্তাব তুলে নিয়েছিলে, তার ছাপা প্রমাণ আমার কাছে আছে।"

"ছাপা প্রমাণ? সে আবার কোন্ জিনিষ?" অপরিসীম বিস্ময় অনীতার মুখে চক্ষে ফুটে উঠল। "কোথায় আছে সে ছাপা প্রমাণ?"

গম্ভীর মুখে বিজয়েশ বললে, "আমার কাছেই আছে, পকেটে।"

"পকেটে! কই, দেখি?"

পকেট থেকে বিজয়েশ একটা বড় সাইজের খাম বার করলে; খাম থেকে বার করলে চারখানা ফটো।

অনীতার মুখে কৌতুকের মিষ্ট হাসি ফুটে উঠ্‌ল। "ডক্টার সেনের তোলা ফটো বুঝি?"

"হ্যাঁ। পরিতোষ তোমাকে এ চারখানা ফটো উপহার দিয়েছে। পেছন দিকে লেখা আছে।" ব'লে বিজয়েশ ফটোগুলো অনীতার হাতে দিলে।

ফটোগুলো নিয়ে পিছন দিক উল্টে দেখে প্রসন্ন মুখে অনীতা বল্‌লে, "সুন্দর হয়েছে ত! কিন্তু ঐ ক্ষুদে ক্যামেরা থেকে কি ক'রে হ'ল এ রকম ফটো? আশ্চর্য!"

বিজয়েশ বল্‌লে, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই এতে অনীতা। এ ফটোগুলো ও ক্যামেরা থেকে হয়নি; এগুলো ও ক্যামেরার ফটোর এন্‌লার্জমেণ্ট।"

বিজয়েশের কথা শুনে অনীতা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, "ছুঁচোর পেট থেকে হাতীর ছানা বেরোয়নি তা জানি। এগুলো যে এনলার্জমেণ্ট,—সেটুকু জ্ঞান আছে। আশ্চর্য হচ্ছি এই কথা ভেবে, অমন ক্ষুদে ছুঁচোর ছানা এন্‌লার্জড্ হ'য়ে এমন স্পষ্ট হাতীর ছানা হ'ল কেমন ক'রে!"

বিজয়েশ বল্‌লে, "ঐ ক্ষুদে ক্যামেরাটার দাম যদি জানতে, তাহ'লে হাতীর ছানা আরও খানিকটা স্পষ্ট হ'লেও আপত্তি করবার কিছু থাক্‌তনা। তা ছাড়া, আজকালকার অ্যাটম্ বমের যুগে কোনো ক্ষুদ্রকেই ক্ষুদে ব'লে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয় অনীতা। এমন কি, সামান্য-একটু দুর্নিরীক্ষ্য অভিমানকেও করা উচিত নয়।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌ল।

অনীতা বল্‌লে, "তা না-হয় না করলেই হবে,—কিন্তু এই কি তোমার ছাপা প্রমাণ?"

আগ্রহদীপ্ত কণ্ঠে বিজয়েশ বল্‌লে, "নিশ্চয়ই। এগুলো ত ব্রোমাইড্ কাগজের ওপর প্রিন্ট। প্রিন্ট মানে কি ছাপা নয়?"

অনীতার অধর প্রান্তে নিঃশব্দ হাস্য দেখা দিলে; বললে, "কিন্তু ছাপা মানেই ত' প্রমাণ নয়।"

বিজয়েশ বললে, "না, তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু প্রমাণ তোমার হাতেই রয়েছে। ও চারখানা ফটোর মধ্যে একখানা ছাড়া বাকি তিনখানাতেই তুমি আছ। একখানায় একা, দ্বিতীয়খানায় দুজনে, আর তৃতীয়খানায় তিনজনে। আচ্ছা, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হিসাবে তিনখানা ফটো পর পর সাজিয়ে নাও ত'।"

বিজয়েশের নির্দেশ অনুযায়ী অনীতা নিঃশব্দস্মিতমুখে তিনখানা ফটো সাজিয়ে নিলে।

"আচ্ছা, এবার তিনখানা ফটোতে তোমার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে দেখ। বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্য কোরো।······কি দেখছ?"

"দেখছি ত' একই ভাব।"

"আহা-হা! তা জিজ্ঞাসা করছিনে; প্রসন্ন ভাব দেখছ, না বিমর্ষ ভাব?"

"তিনটেতেই যখন হাসি-খুশি ভাব দেখছি তখন বিমর্ষ ভাব কেমন করে বলি?"

"ভুল করছ অনীতা, ফটোগুলো পাওয়ার পর থেকে অন্ততঃ বার দশেক আমি মিলিয়ে দেখেছি,—এমন কি, এক-আধবার ম্যাগনিফ্যায়িং গ্লাস দিয়েও পরখ করেছি, হাসি-খুশি ভাব যদি বল, তা হ'লে তা'পে আমাদের আশ্রয়হীন

"আর তৃতীয় ফটোয় ?"

"হাসি-হাসি ভাব।"

"এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কি বিজুদা ?"

"হাসি-খুশি ভাবের একমাত্র উৎস হচ্ছে মনের প্রসন্নতা, কিন্তু হাসি-হাসি ভাবের উৎস শুধু প্রসন্নতাই নয়, রাগও হ'তে পারে, দুঃখও হ'তে পারে, অভিমানও হ'তে পারে। দুঃখে তুমি কাউকে কখনো হাসতে দেখনি অনীতা ? বর্তমান ক্ষেত্রে তোমার হাসি-হাসি ভাব অভিমানের। একবার ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখ, বুঝতে পারবে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে অনীতা বললে, "তা দেখছি,—কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো ?"

"কি বল ত ?"

"এতক্ষণ স্রেফ্ তুমি আমাকে নিয়ে তামাসা করছ।"

ব্যস্ত হ'যে ব্যগ্র কণ্ঠে বিজযেশ বললে, "না, না, একেবারেই তামাসা নয় ! আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিক,—অর্থাৎ সীরিয়াস্।"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "তা হ'লে তিন নম্বরের ফটোতে আমার মুখে তুমি অভিমানের যে ছাপ দেখ্‌ছ, আসলে সে ছাপ ফটোতে পড়েনি, পড়েছে তোমার মনে; আর তোমার মন থেকে প্রতিফলিত হ'যে তা পড়েছে ফটোতে।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে বিজযেশ বল্‌লে, "কিন্তু অনীতা, ব্রোমাইড্ পেপারের চেয়ে মন কম সচেতন পদার্থ নয। ফটোর উপর অভিমানের ছাপ আমার মন থেকে যদি প'ড়ে থাকে, তা হ'লে আমার বিশ্বাস, সে ছাপ মিথ্যা ছাপ নয়। ঠিক ক'রে বল আমার ওপর সেদিন তুমি অভিমান করেছিলে কি-না। বিশ্বাস কর, করেছিলে বললে আমি দুঃখিত হব না।"

অনীতা বললে, "কিন্তু, যে রকম দেখছি, করিনি বললে যে হবে।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বিজযেশ বললে, "হ্যাঁ, সে একটা কথা বটে।"

"বিজুদা !" --

.এন্‌লার্জড্ হ'য়ে এমন

"এক মিনিট তুমি বোসো, চায়ের কথা ব'লে আসি।"

"রোসো, আগে আসল কথাটা শেষ করি, তারপর অন্য কথা। তোমার সীর-সঙ্ঘের ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা সাজানো-গুছনো হ'য়ে গেছে, তোমাকে তার দখল দিতে এসেছি। দখলের প্রতীক এই চাবি নাও।" ব'লে বিজয়েশ ডান পকেট থেকে একটা বড় আকারের চকচকে চাবি বার ক'রে অনীতার হাতে দিলে।

চাবিটা হাত পেতে নিয়ে কুণ্ঠিত-স্বরে অনীতা বললে, "কিন্তু বিজুদা, তোমাদের যদি অসুবিধে হয়—"

অনীতার কথা শেষ করতে না দিয়ে বিজয়েশ বললে, "তোমার যদি আপত্তি হয় আমাদের বাড়ি যেতে, তার ব্যবস্থাও হ'য়ে আছে। পরিতোষ তার বাড়িতে তোমাদের জন্যে একটা ভাল ঘর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেছে।"

কৌতুকের হাস্যে অনীতার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। "এবার কি তা হ'লে তুমি নিজেই অভিমানের পালা সুরু করলে?"

বিজয়েশ বল্‌লে, "কি করি বল? তুমি যদি শেষ না কর, তা হ'লে আমাকে ত' সুরু করতেই হয়।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে অনীতা বল্‌লে, "পরিতোষ বাবু নিজে থেকে ঘর দিতে চেয়েছেন, না, তোমার অনুরোধে?"

ঈষৎ উচ্ছল কণ্ঠে বিজয়েশ বল্‌লে, "কি আশ্চর্য! আমার কি এমন দরকার পড়েছিল তাকে অনুরোধ করতে যাবার? সেদিনের গোলযোগ প্রত্যক্ষ ক'রে সে নিজে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে প্রস্তাব করেছে।"

অনীতা বললে, "তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ো; কিন্তু মাত্র একদিনের এক ঘণ্টার পরিচয়, তোমরা থাক্‌তে আমরা কোন্ দুঃখে তাঁর আশ্রয়ে যাব?" মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে বল্‌লে, "কিন্তু এর মধ্যে একটু অসুবিধে হ'য়ে গেছে বিজুদা।"

"কি অসুবিধে?"

"জীবনকৃষ্ণ রায় নামে একটি অধ্যাপক আমার মাসতুত বোন কমলাকে পড়ান। তিনি আমাদের অত্যন্ত হিতৈষী উপকারী বন্ধু। আমাদের আশ্রয়হীন

অসহায় অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে তিনি তাঁর এক আত্মীয় পরিবারে আমাদের জন্যে একটি ঘরের ব্যবস্থা করছেন। আজ পাকা কথা পাওয়া যাবে।"

বিজয়েশ বললে, "উত্তম কথা। কিন্তু তার আগে আমি আমার করণীয় শেষ ক'রে ফেলতে চাই। চাবি দিয়ে তোমাকে ঘরের দখল দিয়েছি, চিঠি দিয়ে তোমাকে তার স্বত্ব দিলাম। এ চিঠিকে তোমার ঘরের পাট্টা ব'লে বিবেচনা করতে পার। এর পর তুমি যদি স্বেচ্ছাক্রমে আমাদের ঘর থেকে নিরধিকার হও, তা হ'লে জীবনকৃষ্ণেরই জয় হবে।"

স্মিতমুখে বিজয়েশের প্রতি একবার অপাঙ্গপাত ক'রে অনীতা খাম খুলে চিঠি পড়তে আরম্ভ করলে। খামের উপর লেখা, শ্রীঅনীতা দত্ত, সঙ্ঘনেত্রী, সীর-সঙ্ঘ। অদীর্ঘ পত্র, তলায় সীতেশচন্দ্র চৌধুরীর স্বাক্ষর, তার নিম্নে বিজয়েশের।

চিঠি পড়তে পড়তে অনীতার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছিল। পড়া শেষ করে চিঠিখানা একবার মাথায় ঠেকালে, তারপর টেবিলের দেরাজের মধ্যে সযত্নে স্থাপন ক'রে বল্‌লে, "পাট্টা কাকে বলে তা ঠিক জানিনে, কিন্তু এ ত' বিনাসর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছ বিজুদা। একে ত' একরকম দানপত্রও বলা চলে। উচ্ছেদের কোনো সর্ত এর মধ্যে রাখোনি কেন?"

"বোধহয় বসাবার সময়ে উচ্ছেদের কোনো কল্পনা মাথায় ছিলনা ব'লেই!"

"পরে কোনো সময়ে আমরা যদি তোমাদের অবাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠি?"

"তখন 'ঘর ছাড়ো' আন্দোলনের অহিংস বিরোধ চালাব। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দ্বারা ইংরেজদের ভারত ছাড়া করা গেছে, আর তোমাদের ঘর ছাড়া করা যাবে না?"

হাসিমুখে অনীতা বল্‌লে, "শুধু ঘর ছাড়ো আন্দোলন করলেই চলবে না বিজুদা, তার সঙ্গে একটা আগষ্ট আন্দোলনও চালাতে হবে। কিন্তু তার জন্যে চিন্তার কারণ নেই, তোমরা সৌজন্য ক'রে উচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখোনি ব'লেই আমরাও যে নিঃশব্দে তার সুযোগ গ্রহণ করবো, তা হবেনা। যদি তোমাদের অনুগ্রহ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়, তা হ'লে এ চিঠির উত্তরে যে চিঠি পাঠাব, তাতে

উচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকবে। কোনো কারণে কখনো আমাদের অবাঞ্ছনীয় দল মনে হলে 'ঘর ছাড়ো'র এক মাসের নোটিস্ দিয়ে নোটিসের মেয়াদ ফুরলে আমাদের অনুপস্থিতিতে ঘরে একটা তালা লাগিয়ে দিয়ো।"

বিজয়েশ বললে, "তাতে কোনো লাভ হবেনা অনীতা। কমিউনিষ্টদের চাবিতে খোলেনা এমন মজবুত আর কৌশলী তালা কলকাতার বাজারে খুঁজে পাওয়া যাবেনা।"

অনীতার উচ্চহাস্যে কক্ষ চকিত হয়ে উঠল; বললে, "কমিউনিষ্টদের ওপর তোমার ধারণা—"

অনীতাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিজয়েশ তাড়াতাড়ি যোগ করলে, "খুব উঁচু।" তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল, ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

বিস্মিত হ'য়ে অনীতা বললে, "এখন?"

"নয় কেন? বড় রাস্তায় গাড়ি রয়েছে, যাব আর আসব। দেখে শুনে যদি পছন্দ না হয়, জীবন বাবুর সঙ্গে তোমার কথা বলা সহজ হবে।"

জীবন বাবুর উল্লেখে অনীতার মুখখানা একটু শুকিয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "সত্যি! তিনি যদি আজ বলেন ঘর ঠিক হ'য়ে গেছে, তা হলেই বিপদ!··· ভারি জবরদস্ত লোক!" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "আচ্ছা, সে যা হয় ক্ষেত্রে-কর্ম করা যাবে।" ব'লে একটু উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, "কমল!"

পিছনের ঘর থেকে কমলা সাড়া দিলে, "যাই দিদি!"

পর মুহূর্তে চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়সের একটি সুশ্রী মেয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে বিজয়েশকে দেখে নমস্কার করলে। বিজয়েশ প্রতিনমস্কার জানালে।

অনীতা বললে, "ইনি কে জানিস্ কমল?—আমার দাদা,—বিজয়েশ চৌধুরী।"

কমলা কোনো উত্তর দিলেনা, কিন্তু তার মুখে-চক্ষে এমন একটা ভাব ফুটে উঠ্‌ল যার একমাত্র অর্থ হচ্ছে, 'ও!'; তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সে বিজয়েশকে প্রণাম করলে।

কমলার মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন ক'রে বিজয়েশ বললে, "তা হ'লে আমি তোমারও দাদা হ'লাম, মনে-মনে সে হিসেব কষেছ ত' কমল ?"

স্মিতমুখে কমলা বললে, "হ্যাঁ।"

অনীতা বললে, "কমল, একটু চায়ের ব্যবস্থা ত' করতে হয় ভাই ?"

প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে কমলা বললে, "এখনি করছি।"

এ প্রস্তাবে বিজয়েশ প্রবল ভাবে আপত্তি করলে ; বললে, "এখনি চা খেয়ে এসেছি, অনর্থক হাঙ্গামা কোরোনা কমল।"

অনীতা বললে, "প্রথম আজ গরিব বোনের বাড়ি এসেছ, চা খাবে না ?—একটু মিষ্টি মুখ করবে না ?"

বিজয়েশ বললে, "এখনি ত' আবার আসছি। তখন না-হয় চা খাইয়ো কমল,—আর চায়ের পেয়ালায় বেশি করে এক চামচ চিনি দিয়ে দিয়ো তা হ'লে মিষ্টি মুখ করাও হবে।" ব'লে হাসতে লাগ্‌ল।

"আচ্ছা, তা-ই না-হয় হবে।" ব'লে অনীতা কমলকে দরজা লাগিয়ে দিতে অনুরোধ ক'রে বিজয়েশের সহিত প্রস্থান করলে।

৯

অনীতার সহিত বিজয়েশ গৃহে উপনীত হ'লে পুরাতন প্রৌঢ় দ্বারবান সীতারাম তাড়াতাড়ি এসে গাড়ির দরজা খুলে দিলে।

বিজয়েশ বললে, "সীতারাম, যে ঘরটা আজ পরিষ্কার ক'রে সাজানো হয়েছে, সে ঘর ব্যবহার করবেন ইনি,—অনীতা দিদিমণি। এঁকে তুমি চেনো ?"

অনীতাকে নমস্কার ক'রে নম্রকণ্ঠে সীতারাম বললে, "এতদিন দিদিমণি আসছেন, চিনি বই কি দাদাবাবু।"

বিজয়েশ বললে, "বেশ কথা। দরজার একটা চাবি তোমার রিং-এ আছে। প্রতিদিন সকালবেলা ঘরটা খুলে দরজা-জানালাগুলো খুলিয়ে দেওয়াবে। তারপর চাকরদের ঝাঁট দেওয়া ঝাড়া-মোছা হ'য়ে গেলে ঘর বন্ধ ক'রে দেবে। যেদিন যখন দরকার, দিদিমণি এসে নিজের চাবি দিয়ে ঘর খুলবেন।"

"যো হুকুম।"

"দিদিমণি এলে চা দেওয়াবে; আর, যেদিন দিদিমণির বৈঠক বসবে, দিদিমণিদের সকলকে চা খাওয়াবে।"

সীতারাম বললে, "এ সব হুকুম ত' আগেই দিয়ে রেখেছেন দাদাবাবু?"

বিজয়েশ বললে, "আর একবার মনে করিয়ে দিলাম। এবার তুমি ভেতর দিকে গিয়ে খিড়কির দরজাটা খুলে দাও।"

"ঘরটাও খুলে দোবো?"

"না, ঘর আমরা নিজেরা খুলে নোবো।"

দ্রুতবেগে সীতারাম প্রস্থান করলে। বিজয়েশও গাড়ি থেকে অনীতাকে নামিয়ে নিয়ে খিড়কির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিজয়েশ বললে, "এ পথ দিয়ে আর কোনো দিন বোধহয় আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করনি অনীতা?"

মৃদুস্বরে অনীতা বললে, "না।"

"আজ কেন তোমাকে এ পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছ কিছু?"

"কিছু হয়ত' পারছি।"

"কেন, বল ত?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে অনীতা বললে, "বোধহয় পথের দখলও দেবার জন্যে।"

প্রসন্নমুখে বিজয়েশ বললে, "ঠিক বলেছ। শুধু ঘরই তোমাকে দিতে চাইনে, ঘরে যাওয়া-আসার স্বতন্ত্র পথও দিতে চাই। সদর দরজার এস্তেজারি না ক'রে এ পথ দিয়ে অন্ততঃ তোমার নির্গম হবে সুবিধের।"

অপর দিকে হুড়কা খোলার শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্তে সীতারাম দরজার দুই পাল্লা উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে ফুটপাথে বেরিয়ে এল।

অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "চাবিটা সঙ্গে এনেছ ত' অনীতা?"

ঘাড় নেড়ে অনীতা জানালে, এনেছে।

"আচ্ছা, তোমার তা হ'লে এখন আর দরকার নেই সীতারাম।" ব'লে বিজয়েশ অনীতাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে হুড়কা লাগিয়ে দিলে।

ভিতরে পথ অথবা খালি জায়গাটুকু নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়। একটুখানি অগ্রসর হয়েই বাম দিকে ইমারতের দক্ষিণ বারান্দায় ওঠবার তিন-চার ধাপ সুদীর্ঘ সোপান। সোপানের দুই প্রান্তে ফুলের গাছ। বারান্দায় উঠে সীর সঙ্ঘের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে বিজয়েশ বললে, "এই তোমার ঘর অনীতা।" দরজায় গা-কল লাগানো; আঙটায় স্বতন্ত্র ঝোলা-তালা লাগাবার ব্যবস্থা নেই।

বিজয়েশের হাতে অনীতা চাবি দিতে গেল। হাত সরিয়ে নিয়ে বিজয়েশ বল্‌লে, "তোমার ঘর, তুমি খুলবে। চাবি যখন পেয়েছ, তখন দখলও পেয়েছ। আজ তোমার ঘরে আমি অতিথি,—তোমার পিছনে পিছনে আমি ঢুকব।"

অগত্যা অনীতা চাবি লাগিয়ে দরজা খুললে। ঘরে প্রবেশ ক'রে বিজয়েশ প্রথমে গোটা দুই আলো জেলে একটা পাখা চালিয়ে দিলে। তারপর মাঝের দরজার দু পাশে দুটো দরজাও দিলে খুলে। ঘরের দক্ষিণ দিকে তিনটে দরজা; উত্তর দিকেও ঠিক রুজু-রুজু তিনটে। কক্ষের মধ্যস্থলে প্রশস্ত ফরাস, গুছিয়ে বসলে তার উপর কুড়ি বাইশ জন মেয়ে অনায়াসে বসতে পারে। কক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা। দেখে মনে হয় টেবিল চেয়ারগুলো সদ্য ক্রয় করা।

অনীতা ঘরের চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল; বিজয়েশ বললে, "ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে অনীতা?"

অনীতা বললে, "এত বেশি হয়েছে যে, ঠিক বুঝতে পারছিনে এতটা পছন্দের ঘর আমাদের পক্ষে উচিত্‌ হবে কি-না।"

"কেন?"

"ভয় হচ্ছে, পাছে বুনো পায়রারা সোনার খাঁচার মোহে বশীভূত হ'য়ে পড়ে।"

বিজয়েশের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "কিন্তু তোমরা ত' বুনো পায়রা নও অনীতা, তোমরা বাজ পাখী; সোনার খাঁচার দরজা কেটে বার হ'তে

বেশি সময় লাগেনা তোমাদের। কিন্তু সে কথা যাক্, এ খাঁচায় সোনা তুমি কোথায় পেলে ?”

অনীতা বললে, “কোনো বিশেষ জায়গায় নয়, সর্বত্র।”

ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিজয়েশ বললে, ‘সর্বত্র ?—তা হ’লে এ সোনা আমার সোনা নয়,—তোমার সোনা।”

বিস্মিত হ’য়ে অনীতা বললে, “আমার সোনা ? তার মানে ?”

বিজয়েশ বললে, “আমি দরিদ্র মানুষ, এত সোনা আমার নেই যে এ ঘরের সর্বত্র লাগাই। তাই বলছি, এ সোনা তোমার।”

বিস্মিতমুখে অনীতা বললে, “কিন্তু আমিই বা এত সোনা কোথায় পাব বিজুদা ?”

“কি বিপদ ! সে কথা আমি কি ক’রে বলি ? তোমার সোনার খবর ত’ তুমিই বলতে পার।” ব’লে বিজয়েশ হেসে উঠ্‌ল।

এর পর সোনার প্রসঙ্গ চালাবার মতো আর কোনো কথা অনীতা খুঁজে পেলেনা। তা ছাড়া, সোনা পদার্থটার প্রতিও তার খুব বেশি মোহ নেই, তা সে এক শত ষোল টাকা দরের বড়াল বারই হোক, আর রূপকের নিরূপ নিরবয়ব অবস্তু সোনাই হোক। তাই সে অন্য প্রসঙ্গ এনে কথার মোড় ফেরালে। ঘরের পূর্ব দেওয়ালের উত্তর কোণ ঘেঁসে একটা দরজা। সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ও দরজাটা কিসের বিজুদা ?”

বিজয়েশ বললে, “দরজার ওঁদিকে একটা ছোট ঘর আছে,—সে ঘরটাও তোমার এলাকার মধ্যে। চল, দেখবে চল।”

দরজার সম্মুখে উপস্থিত হ’য়ে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে বিজয়েশ ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে ; পিছনে পিছনে অনীতা। বৃহৎ আকারের ঝক্‌ঝকে বাথরুম। একদিকে একটি পূর্ণাবয়ব বাথ-টব, কানায় কানায় জল ভরা ;—দেখলেই ইচ্ছা হয় তার মধ্যে প্রবেশ ক’রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ’য়ে শুয়ে থাকতে। বাদামি আকারের আয়না লাগানো একটি ড্রেসিং টেব্‌ল ; তার উপরে হেয়ার-ওয়াশের বড সাইজের বোতল থেকে আরম্ভ ক’রে কেশ-তৈল, সাবান কেস, পাউডার-বক্স প্রভৃতি কয়েক প্রকারের প্রসাধন সামগ্রী।

দেওয়ালে বসানো আলনার দুটো বৃহদাকার হুকে বিলম্বিত হানিকোম ও টার্কিশ তোয়ালে। আলনার অপর দুই হুকে দু'খানা কোঁচানো সাদা ক্ষেতের দেশী শাড়ি,—ধোয়া হ'লেও দেখ্‌লেই বোঝা যায় একেবারে আনকোরা নতুন।

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা প্রশ্ন ক'রলে, "এ কার বাথরুম বিজুদা ?"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "কেন, তোমার ?"

"তবে আলনায় ও শাড়ি রয়েছে কার ?"

তেমনি হাসিমুখে বিজয়েশ উত্তর দিলে, "কেন, তোমার ? ঘর তোমার, বাথরুম তোমার, শাড়ি অপরের কেমন ক'রে হ'তে পারে ?"

বিস্মিত কণ্ঠে অনীতা বললে, "কিন্তু এখানে শাড়ির আমার কি দরকার ?"

বিজয়েশ বললে, "দরকার হওয়া আশ্চর্য নয়। কোনোদিন ক্লান্ত হয়ে এখানে এসে বাথটবটা জলে ভ'রে নিয়ে কিছুক্ষণ যদি ডুবে থাকতে ইচ্ছে হয়, তখন ত' দরকার হবে শুকনো শাড়ির ?"

এমন নিবিড় মনোযোগ, এতখানি আদর অভ্যর্থনা ও প্রীণনের উত্তরে হিসাব মতো খুসি হওয়াই উচিত, কিন্তু অনীতার চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল ; অনুদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে বললে, "কিন্তু এ সব ত' আমরা চাইনি বিজুদা। মাঝে মাঝে অধিবেশন করবার জন্যে আমরা শুধু বসবার মতো একটু জায়গাই চেয়েছিলাম।"

বাথরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে এসে দুখানা চেয়ার অধিকার ক'রে দুজনে বস্‌ল। বিজয়েশ বল্‌লে, "শুধু বসবার মতো একটু জায়গা তোমরা চেয়েছিলে সে কথা সত্যি ; কিন্তু তোমরা যতটুকু চেয়েছিলে তার অতিরিক্ত তোমাকে কিছু দিলে অন্যায় হবে, এ কথার যুক্তি কোথায় ?"

"এ কথার যুক্তি, দল ছেড়ে স্বতন্ত্র ভাবে আমাকে যা দেবে তাই হবে অন্যায়। দল থেকে আমাকে আলাদা ক'রে দেখছ কেন ?"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বল্‌লে, "ধর, খুব সরল কারণে,—তোমাদের দলকে এখনো দেখিনি ব'লেই, ধর, তোমাকে আলাদা ক'রে দেখ্‌ছি।"

অনীতার মুখে কৌতুকের একটা চাপা হাসি ফুটে উঠ্‌ল,—"ধরো,

আমাদের দলকে যেদিন দেখবে,···আমাদের দলে আমরা সবশুদ্ধ পনেরো জন সদস্য আছি,—সেদিন কি গোসলখানায় তুমি ত্রিশখানা শাড়ির ব্যবস্থা করবে ?"

বিজয়েশের মুখেও একটা নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিলে। বললে, 'সেদিনও যদি গোসলখানায় দুখানা শাড়ির ব্যবস্থা চালু রাখি, তা হ'লে আমার সে পক্ষপাতকে, সে দুর্বলতাকে তুমি ক্ষমা কোরো।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে অনীতা বললে, "কিছু মনে কোরোনা বিজুদা, তুমি কিন্তু একটু সেন্টিমেণ্টাল্।"

অনীতার কথা শুনে বিজয়েশ হাসতে লাগল ; বললে, "তা হয়ত' সত্যি, কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে, স্বভাবতঃ আমি খুব বেশি সেন্টিমেণ্টাল নই। তোমার বিষয়ে একটু মাত্রা ছাড়িয়ে সেন্টিমেণ্টাল হচ্ছি তা আমিও বুঝতে পারছি, কিন্তু এ মনোভাব সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হবার কোনো কারণও দেখতে পাচ্ছিনে।" মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে বললে, "ভয় পেয়ো না অনীতা। পূব দিকের আকাশে লাল আভা দেখে মনে কোরোনা আগুন লেগেছে।"

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না, না, ভয় পাব কেন ? এমন কি আগুন লাগলেও ভয় পাব না, জল ঢেলে সে আগুন নেভাবার ব্যবস্থাই করব।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "যদি কোনো দিন আগুন লাগে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলো। কিন্তু আপাতত তোমাকে জানাতে চাই, এ আমার নিছক পুতুলখেলা।"

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিস্মিত কণ্ঠে অনীতা বললে, "পুতুল খেলা ?"

বিজয়েশ বললে, "হ্যাঁ, একান্তই। ছেলেবেলায় তুমি পুতুলখেলা করোনি অনীতা ? বাজার থেকে মাটির পুতুল কিনে এনে তাকে কাপড় পরাতে, জামা পরাতে, কপালে টিপ পরিয়ে দিতে, গলায় দিতে পুঁথির মালা। জড় নিষ্প্রাণ পুতুলের দিক থেকে এ সকলের জন্যে কোনো সাড়া পেতে না। কিন্তু তাই বলে কি পুতুলের প্রতি তোমার আকর্ষণের কিছু ঘাটতি হোত ?······এও আমার তাই।"

বাইরে কিছুক্ষণ ধ'রে সজোরে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। তারই আঘাতে মুক্তিলাভ ক'রে নিকটবর্তী কোনো জুঁইঝাড় হতে মিষ্টমধুর সৌরভ ভেসে আসছিল আর্দ্র পবনে। বিজয়েশের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে অনীতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এমন কি, বিজয়েশ যখন বললে, "যদি দরকার বোধ কর, একটু মুখ হাত ধুয়ে নাও, আমি ততক্ষণ দুজনের জন্যে একটু সরবতের ব্যবস্থা করে আসি।"—তখন নিতান্ত ক্ষীণ আপত্তির সুরে সে শুধু বলতে পারলে, "কি এমন তার দরকার ছিল বিজুদা?"

বিজয়েশ বললে, "আজ প্রথম কক্ষ-প্রবেশ করলে; একটু মিষ্টিমুখ করব না আমরা?"

"আমাদের বাড়ী গিয়ে চা খাবে না?"

"চা খাব ব'লেই ত' এখন সরবতের ব্যবস্থা করছি।" তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফরাসের দিকে হাত দেখিয়ে বল্‌লে, "এই ফরাস তোমাদের অধিবেশনের স্থান; আর টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা তোমার নিজের কাজ করবার জন্যে। অধিবেশন যেদিন যখন হোক না কেন, তোমার জন্যে এ ঘর সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তোমার ইচ্ছে-মতো তুমি আসবে, কাজ করবে, বিশ্রাম করবে। রাত্রে কাজ করতে করতে কোনো দিন যদি দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়, কলিংবেল টিপে লোক ডেকে আমার গাড়ি আনিয়ে বাড়ি ফিরবে। সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।"

মৃদুস্বরে অনীতা বললে, "একমাত্র সীর সঙ্ঘের কাজ করা ছাড়া এখানে ত' আমার আর কোনো কাজ করবার নেই বিজুদা।"

স্মিতমুখে বিজয়েশ বললে, "না থাকে, কোরো না; তার জন্যে ত কোনো জবাবদিহি নেই। আমার বলবার উদ্দেশ্য, তোমার ইচ্ছা মত এ ঘর 'ব্যবহার করবার অবাধ অধিকার আমরা তোমাকে দিয়েছি,—অধিকারের কোনও সীমা রাখতে চাইনি।······আচ্ছা, তুমি বোসো, এখনি আমি আসছি।"

১০

মিনিট দশ-বারো পরে ফিরে এসে বিজয়েশ দেখলে ঘরে অনীতা নেই। স্নানঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। মনে করলে তারই প্রস্তাব মতো অনীতা মুখ হাত ধুতে গিয়ে থাকবে। চেয়ারে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল, স্নানঘরের ভিতরে একেবারে সাড়াশব্দ নেই,—না মুখ-হাত ধোয়ার ছলছলানি, না চলাফেরা করার খট্‌খটানি। একেবারে নিস্তব্ধ নিঃঝুম। তপ্ত বায়ু নিঃসরণের জন্য ছাতের তলায় একটা দীর্ঘ ভেন্টিলেটার আছে। ভিতরে শব্দ হ'লে তার মধ্য দিয়ে কিছুটা শব্দ বাইরে আসবার কথা। উৎকর্ণ হ'য়ে বিজয়েশ ব'সে রইল।

ক্ষণকাল পরে একটু আধটু শব্দ শোনা যেতে লাগল, এবং মিনিট পাঁচেক পরে খট ক'রে ছিটকিনি খুলে নির্গত হ'ল অনীতা। মুখে তার স্নিগ্ধ সজীবতার কমনীয় প্রলেপ, পরিধানে বিজয়েশ-প্রদত্ত সৌখিন পাড়ের শাড়ি।

হাসিমুখে বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা বললে, "কখন্ এলে বিজুদা ?—অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি না-কি ?"

বিস্ময়চকিত নেত্রে বিজয়েশ অনীতার অপরূপ মূর্তি নিরীক্ষণ করছিল ; বললে, "না, অনেকক্ষণ নয় ;—কিন্তু একি কাণ্ড অনীতা !"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "কেন ? তোমার পুতুল স্নান ক'রে এল।"

বিজয়েশের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। উল্লসিত কণ্ঠে সে বল্‌লে, "আমার পুতুলের প্রাণময়তার জন্যে আমি তাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ! কিন্তু এ সুমতি তোমার কি ক'রে হল অনীতা ?"

প্রসন্ন কণ্ঠে অনীতা বললে, "তোমার টবভরা টল্‌টলে জল দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার মনের যত-কিছু সঙ্কল্প, যত-কিছু কঠোরতা আর অহঙ্কার সব তার মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম।"

মৃদুস্বরে বিজয়েশ বললে, "আর অভিমান ?"

বিজয়েশের কথা শুনে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে অনীতা বললে, "অভিমানকে ডোবাইনি। সযত্নে মনের মধ্যে জীইয়ে রেখেছি।"

আশ্বাসের প্রসন্ন সুরে বিজয়েশ বল্‌লে, "ভাল করেছ। অভিমান আত্মীয়তার প্রতীক, সে কথা মান কি-না?"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "মানি।"

"তোমার সেদিনের অভিমানই এত সহজে তোমাকে আমার আত্মীয় করতে পেরেছে। সে অভিমানকে অস্বীকার যেয়ো না।"

বারান্দায় ক্ষীরো ঝির আঁচল দেখা গেল। বিজয়েশ হাঁক দিলে, "ক্ষীরো, এনেছিস?"

বারান্দা থেকে ক্ষীরো উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাবাবু।"

"আচ্ছা, নিয়ে আয় এখানে।"

একটা বৃহৎ টার্কিশ তোয়ালে এনে ক্ষীরো টেবিলের উপর বিছিয়ে দিলে, তারপর বারান্দা থেকে এনে এনে তার উপর স্থাপন করলে দুগ্লাস সরবৎ, দুগ্লাস সাদা জল আর দুটি চিনামাটির মূল্যবান ডিসে রূপালি পাতে মোড়া দুটি ক'রে বড় আকারের সন্দেশ। তৎপরে বারান্দায় স'রে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্দেশ দেখে অনীতা আপত্তি করলে, "সন্দেশের ত' কথা ছিল না বিজুদা, সরবতেরই কথা ছিল। তা ছাড়া—"

অনীতাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিজয়েশ বললে, "তা ছাড়া আর বলতে হবে না অনীতা, তা ছাড়া আমি জানি। কিন্তু আজকের দিনটায় মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা না খেয়ে একটু মিষ্টিমুখ করাই ভাল। আমার কথা শোন, ও দুটি সন্দেশ তুমি খাও।"

সরবতের গ্লাস তুলে নিয়ে অনীতা বললে, "তোমার কথা শুনব বিজুদা, —কিন্তু একটা নোব। তোমার এ সন্দেশ চারটে সাধারণ সন্দেশের সমান।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "আচ্ছা, যা তোমার ইচ্ছে, তাই সই।"

খাওয়া শেষ হ'লে ক্ষীরোকে ডেকে বিজয়েশ বললে, "এগুলো সরিয়ে নিয়ে

যা ক্ষীরো। আর দেখ্, গোসলখানায় দিদিমণি স্নান করেছেন; ওঁর শাড়িখানা কেচে শুকিয়ে গোসলখানাতেই কুঁচিয়ে রাখিস।"

ব্যস্ত হ'য়ে অনীতা বললে, "না, না, তার দরকার নেই, ও কাপড় আমি গোসলখানায় শুকোতে দিয়ে এসেছি, এতক্ষণে শুকিয়ে এসে থাকবে। ঐ কাপড় পরেই আমি বাড়ি যাব।"

ক্ষীরো কিন্তু এ প্রস্তাব একেবারেই পছন্দ করলে না; বললে, "এই বাদলার দিনে সমস্ত রাতেও ও কাপড় শুকোবে না। ভিজে কাপড় প'রে বাড়ি যাবেন, তা-ও কখনো হয় দিদিমণি? আপনার কোনো চিন্তে নেই, ভাল ক'রে কেচে শুকিয়ে গোসলখানায় আমি রেখে দোব। কাল এসে আপনি নিশ্চয় পাবেন।"

ক্ষীরো প্রস্থান করলে হাসিমুখে অনীতা বললে, "ক্ষীরোর ধারণা, আমার সব চিন্তা আমার নিজের শাড়িটা নিয়ে; সে জানে না, আমার যা-কিছু দুশ্চিন্তা সবই তোমার শাড়িটাই নিয়ে।"

"কেন, আমার শাড়ি কি অপরাধ করেছে?"

"তোমার এমন সৌখিন পাড়ের দামি শাড়ি প'রে গিয়ে দাঁড়ালে বাড়িতে কি ভাববে সকলে বল দেখি?"

বিজয়েশ বল্‌লে, "কেউ কিছু ভাববে না, তবে কমরেড জীবনকৃষ্ণের হয়ত মুখ শুকোবে। ভাববে, ফাঁকতালে পেয়ে কংগ্রেস বুঝি মেরে নিলে!"

অনীতার মুখে কৌতুকের নিঃশব্দ হাসি দেখা দিলে; বললে, "কমরেড জীবনকৃষ্ণের মুখ শুকোলে কিন্তু খুব দোষ দেওয়া যাবে না বিজুদা! যে রকম ক'রে তুমি তোমার পুতুলকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে সন্দেশ খাওয়ালে, তা'তে আমারই ভয় হচ্ছে, ফাঁকতালে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত মেরে না নেয়!"

অনীতার কথা শুনে বিজয়েশ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বল্‌লে, "না, না, অনীতা, সে ভয় তুমি একেবারেই করো না। তুমি আমাকে মেরে নিয়েছ ব'লেই আমিও যে তোমাকে মেরে নেবার মতলবে আছি, এত প্রতিহিংসাপরায়ণ আমি নই।"

চকিত কণ্ঠে অনীতা বল্‌লে, "আমি তোমাকে মেরে নিয়েছি?"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিজয়েশ বল্‌লে, "লক্ষণ দেখে জীবনকৃষ্ণ যদি সেই রকম মনে ক'রে, তাকে কি খুব দোষ দেওয়া চলবে? এই যে আমার এতখানি উৎসাহ, অকস্মাৎ-পাওয়া পুতুলকে সাজাবার-গোজাবার খাওয়াবার-পরাবার এই যে এতখানি প্রাণখোলা আনন্দ, এর তুমি কি ব্যাখ্যা দিতে পার বল?"

এ কথার অনীতা কোন উত্তর দিলেনা অথবা দিতে পারলেনা;—কিন্তু অকস্মাৎ তার মুখভঙ্গি এমন এক নির্বিকার নির্বিকল্প রূপ ধারণ করলে যার যথার্থ তাৎপর্য নিরূপণ বিজয়েশের পক্ষে কঠিন মনে হ'তে লাগ্‌ল।

"বিজুদা!"

"বল?"

"রাত অনেক হ'ল। কমলকে জীবনবাবুর পড়ানো এতক্ষণে শেষ হ'য়ে গিয়ে থাকবে, তিনি বোধহয় আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছেন, মেসোমশায়ও এতক্ষণে বাড়ি ফিরে থাকবেন, এবার আমাদের উঠ্‌লে ভাল হয়।"

"চল যাই। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—জীবনবাবু যদি তাঁর ঘর ঠিক করতে পেরে থাকেন, তা হ'লে তুমি কি করবে?"

"সে কথার মীমাংসা যথাসময়ে করলে হবে।"

"তা হ'লে আমি কি এমন কথা মনে করতে পারি, এখানকার ব্যবস্থা তোমার কাছে এ পর্যন্ত পাকা হয়নি?"

এবার অনীতা হেসে ফেল্‌লে; বললে, "ঘরের ব্যবস্থা জীবনবাবু না ক'রে থাকতেও ত পারেন বিজুদা।"

"বুঝেছি।"

কলিং বেলের সুইচ টেবিলে বসানো,—বাজাবার জন্য বিজয়েশ সেই দিকে হাত বাড়ালে।

বাধা দিয়ে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "কাকে ডাকছ?"

"ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলি।"

"পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে একটা কথা সেরে নিই।"

"কি কথা?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে কি চিন্তা ক'রে ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে অনীতা বললে, "কিছু মনে কোরোনা বিজুদা, তোমার বিষয়ে এ কথা আলোচনা করা আমার পক্ষে হয়ত অনধিকার চর্চা হবে; কিন্তু আমার ধারণা আমাকে তুমি অধিকারও কম দাওনি।"

"না, তা দিইনি।"

বিজয়েশের কথা শুনে অনীতার মুখ ঈষৎ পাংশু হ'য়ে উঠ্‌ল,—"কি দাওনি বিজুদা?"

"কম দিইনি।"

"তবু ভাল! আমি ভেবেছিলাম, বলছ অধিকারই দাওনি।"

বিজয়েশ বললে, "সে সংশয় ত গেল, এখন নির্ভয়ে তোমার কথা বল।"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা ক'রে নিয়ে অনীতা বলতে আরম্ভ করলে, "সেদিন ফটোগ্রাফ নেওয়ার পর নিচে এসে সৌদামিনী পিসিমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম। কথায় কথায় তিনি তাঁর গোপন মনের একটি দুরাশার কথা আমাকে খুলে বলেছিলেন।"

"কি দুরাশা?"

"তাঁর মেয়ে মন্দাকে তোমার হাতে অর্পণ করবার দুরাশা।"

"তুমি কি তাঁর সেই দুরাশার সুপারিশ করছ এখন?"

"সুপারিশ করছি কি-না জানিনে,—তবে সৌদামিনী পিসিমার কামনার কথাটা তোমাকে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে বলছি।—মন্দা ত' সামান্য মেয়ে নয়?"

"মন্দাকে সামান্য মেয়ে আমিও মনে করিনে, কিন্তু মন্দা আমার পিসতুত বোন; তুমি কি আমাকে পিসতুত বোনের সঙ্গে বিয়ের পরামর্শ দিচ্ছ?"

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে অনীতা বললে, "মন্দাকে বিয়ে করবার এই কি তোমার একমাত্র আপত্তি বিজুদা? পিসতুত বোনকে বিয়ে করতে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পরামর্শ দিইনে; কিন্তু মন্দা তোমার কি-রকম পিসতুত বোন, সেদিনকার আলোচনায় সে কথা জান্‌তে আমার বাকি ছিল না। বন্ধুর সম্পর্ক ধ'রে সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে তোমার বাবা বোন সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন, তাই সৌদামিনী দেবী তোমার পিসিমা। আসলে তিনি তোমার পিসিমাও নন,

কাকিমাও নন। সুতরাং এইটেই যদি তোমার একমাত্র আপত্তি হয়, তা হ'লে পিসিমার প্রার্থনা পূর্ণ করার বিষয়ে তোমার আপত্তি না হওয়াই উচিত।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "তোমাকে একটা প্রশ্ন করি অনীতা। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা মনে ক'রে অসঙ্কোচে এর উত্তর দিয়ো। তোমার-আমার মধ্যে যে ভাই-বোনের সম্পর্ক, আসলে তার কোন মূল্যই নেই। তুমি আমার নিতান্তই পাতানো বোন। আমি যদি এই মুহূর্তে তোমার পাণিভিক্ষা করি, তা হ'লে সেই পাতানো সম্পর্ক উপেক্ষা ক'রে আমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হতে পারবে কি ?"

অনীতা বললে, "এ প্রশ্নের আমি কোনো উত্তরই দোবো না।"

বিজয়েশ বললে, "সামনা-সামনি উপস্থিত লোকের সম্পর্কে 'সম্মত হব না' বলতে তোমার কুণ্ঠা হ'তে পারে। আচ্ছা, আমি তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী মানছি। পরিতোষের সঙ্গে তোমার ত আসল অথবা পাতানো কোনো সম্পর্কই নেই, তোমার প্রতি তার মুগ্ধ ভাবের কথাও আমার—"

অসমাপ্ত কথার মধ্যে বিজয়েশকে নিরস্ত ক'রে অনীতা বললে, "এবার কিন্তু তুমি আমাকে অপমানিত করতে উদ্যত হয়েছ বিজয়দা! পরিতোষবাবুর কোনো কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "অপমানিত করতে উদ্যত যদি হ'য়ে থাকি ত তোমার দ্বারা অপমানিত হওয়ার উত্তরেই হয়েছি। তুমি আমার মনের কতটুকু সন্ধানই বা রাখ যে, মন্দার সঙ্গে আমার বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে? আমিও ত' বলতে পারতাম, মন্দার কোনো কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বলতে লাগ্‌ল "একটু আগে তুমি বলেছিলে, আমি অতিশয় সেন্টিমেণ্টাল; কিন্তু তুমি তার চেয়েও অনেক বেশি নার্ভাস। তোমার প্রতি আমার সহসা-উৎপন্ন অপরিসীম ভালবাসা দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি নার্ভাস হ'য়ে পড়েছ; কিন্তু বিশ্বাস করো অনীতা, এই ভালবাসা সম্পূর্ণ নিরাকার; সুতরাং নিরাপদ।"

অনীতার মুখে অল্প একটু হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "আমি একটা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার কথা বলব ?"

"বল।"

"যে জিনিসের আকার আছে, আসলে সেই জিনিসই কতকটা নিরাপদ; কারণ তাকে জানি, বুঝি, দেখতে পাই; কাজেই তার বিষয়ে আর-কিছু না হোক, সতর্ক হবার সুবিধে থাকে। কিন্তু যে জিনিস নিরাকার, সে যে কখন্ কোন্ আকার ধারণ ক'রে কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে তার কোনো স্থিরতা নেই।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "তুমি নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার কথা বললে, আমি কিন্তু তার উত্তরে ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে আশ্বাস দিই, যদি কোনো দিন তোমার প্রতি আমার এ ভালবাসা আকার নেয়, কদাকার নেবেনা তা নিঃসন্দেহ। সে দিনও এ ভালবাসা তোমাকে রক্ষাই করবে, তোমার অনিষ্ট করবে না।"

বিজয়েশ কলিং বেলের বোতাম টিপ্‌লে।

দ্রুতপদে একজন ভৃত্য হাজির হ'য়ে বললে, "আজ্ঞে?"

"ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বল্।"

১১

কিছু পূর্ব্বে অনীতা যে আশঙ্কা বিজয়েশের নিকট প্রকাশ করেছিল তা ভুল হয়নি। কমলাকে পড়ানো শেষ ক'রে জীবনকৃষ্ণ বাণীকণ্ঠর কাছে ব'সে গল্প শুনতে শুনতে এবং গল্প করতে করতে অনীতার অপেক্ষায় মনে মনে উত্তরোত্তর অধীর হতে অধীরতর হয়ে উঠছিল। কার সহিত, এবং কি উদ্দেশ্যে অনীতা বেরিয়েছে, সে কথা সে কমলার কাছে অবগত হয়েছে;—আর, বিজয়েশ যে একজন নামজাদা কংগ্রেসী, সে কথাও তার অজানা নয়।

কমলা এসে বল্‌লে, "আর এক পেয়ালা চা দোবো মাস্টার মশায়?"

রুষ্ট মুখে জীবনকৃষ্ণ বল্‌লে, "তা'তে এমন কি উপকার হবে কমলা?" তারপর বাণীকণ্ঠর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, "আমি এখন চললাম বাণীকণ্ঠ বাবু। অনীতা এলে তাকে জানাবেন, সীর সঙ্ঘের জন্যে একখানা ঘরের বিষয়ে যাঁদের অনুরোধ করেছিলাম, তাঁরা আনন্দের সঙ্গে ঘর দিতে সম্মত হয়েছেন।"

বাণীকণ্ঠর মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল,—"হয়েছেন? খুব আনন্দের সংবাদ ত! ভাড়া কত দিতে হবে?"

"এক পয়সাও না।"

নিমেষের মধ্যে বাণীকণ্ঠর মুখ হ'তে আনন্দের আরক্ত দীপ্তি অপসৃত হয়ে বিস্ময়ের আভা ফুটে উঠল। "বলেন কি! এক পয়সাও না?...কত বড় ঘর?"

বাণীকণ্ঠর ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে নিয়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "তা, এ ঘরের দেড়া হবে মনে হয়।"

"বলেন কি? দেড়া হবে? আজকালকার দিনে ও সাইজের একখানা ঘরের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা।"

"বেশী।"

"বেশী!" উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলে বাণীকণ্ঠ। তারপর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনার যদি একান্তই কাজের ক্ষতি হয়, তা হ'লে অগত্যা—কিন্তু এমন সুসংবাদটা আপনার নিজের মুখে অনীতাকে দিলেই ভাল হত জীবনকৃষ্ণ বাবু।"

জীবনকৃষ্ণর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বললে, "সংবাদটা সুসংবাদ হবে, অথবা অনাবশ্যক সংবাদ হবে, তা ঠিক বল্‌তে পারা যায় না বাণীকণ্ঠ বাবু।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে বাণীকণ্ঠ বললে, "কেন? অনাবশ্যক সংবাদ কি করে হ'তে পারে?"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "অনীতা বিজয়েশ বাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন, তা শুনেছেন ত?"

"হাঁ,—কমলার মুখে শুনেছি।"

"বিজয়েশ বাবু তাঁদের বাড়িতেও একটা ঘর দেখাবার জন্যে অনীতাকে নিয়ে গেছেন। এখন সে ঘরটা যদি অনীতাকে পছন্দ ক'রে আসতেই হয়, তা হ'লে আমার দেওয়া সংবাদটা ত' অনাবশ্যক সংবাদই হবে বাণীকণ্ঠ বাবু।"

ব্যগ্র কণ্ঠে বাণীকণ্ঠ বললে, "তা নিশ্চয়ই হবে,—কিন্তু সে রকম অবস্থায় আপনাকে ত' বিষম লজ্জায় পড়তে হবে জীবন বাবু?"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "শুধু সেই লজ্জাতেই নয়,—আরও একটা গুরুতর লজ্জাতেও পড়তে হবে। বিজয়েশ বাবুরা যদি সাধারণ পরিবার হতেন তা হ'লে একটা লজ্জার ওপর দিয়েই রেহাই পাওয়া যেত, কিন্তু তাঁরা তিন পুরুষে কংগ্রেসপন্থী। সীতেশ বাবুর বাপ কংগ্রেসে ঢুকে বাঙলা দেশের কংগ্রেস কমিটিকে যে-পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে আরম্ভ করেছিলেন, তার ধাক্কা সামলাতে হ'তো গভর্মেণ্ট রেভিনিউ দেবার সময়ে। আমি যে বাড়িতে সীর সঙ্ঘের ঘর ঠিক করেছি, তারা পুরোদস্তুর কমিউনিষ্টধর্মী ; আর সেই জন্যেই তারা এত সহজে আর উৎসাহের সঙ্গে ঘর দিতে রাজি হয়েছে। এখন, আমাকে যদি তাদের বলতে হয়, তোমাদের ঘর আর দরকার হচ্ছে না, যেহেতু আমরা একজন কংগ্রেসীর আশ্রয় লাভ করেছি, তা হলে আমাকে কি শুধু একটা লজ্জাই পেতে হয় বাণীকণ্ঠ বাবু ?—আবহাওয়ার কি কোনো মূল্যই নেই ?—সে কি এত অবহেলারই বস্তু ?"

ব্যস্ত হ'য়ে উঠল বাণীকণ্ঠ ; ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "না, না, সে কি কথা ! নিশ্চয়ই মূল্য আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জীবনবাবু, এ বিষয়ে আমি অনীতাকে অতি-অবশ্য সৎপরামর্শ দেবো। এ সঙ্কট থেকে আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে।"

এবার কথা কইলে কমলা ; বললে, "কিন্তু বাবা, সঙ্কট ত এখনো সত্যি সত্যিই দেখা দেয়নি। বিজয়েশ বাবু দিদিকে ঘর দেখাতে নিয়ে গেছেন, এর বেশী আমরা আর কিছুই জানিনে।" তারপর জীবনকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললে, "আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন মাস্টার মশায়, এখনি ওঁরা এসে পড়বেন। বিজয়েশ বাবু ব'লে গেছেন এইখানে এসে চা খাবেন।"

কমলার কথা শুনে জীবনকৃষ্ণর মুখে নিঃশব্দ হাস্য দেখা দিলে ; বললে, "তুমি ছেলেমানুষ কমলা, তাই এমন কথা বলছ। এখানে এসে চা খাবেন বলে গেছেন বলে বিজয়েশ বাবু যদি রাত সাড়ে দশটায় এসে চা খান তা হলে কেউ তাঁকে আটকাতে পারবে কি ? চা ত আজকাল সব সময়েই খাওয়া চলে। তা ছাড়া, রাত সাড়ে দশটায় চা খাওয়া অনুচিত মনে ক'রে তিনি যদি সে সময়ে এসে এক পেয়ালা দুধ খেতে চান তা হলেই বা তুমি

কি করতে পার বল? আসল কথা, একখানা ঘর পছন্দ অথবা অপছন্দ করতে দু ঘণ্টা সময় লাগে না, দেরি হবার অন্য কারণ আছে। সুতরাং এখনি ওঁরা এসে পড়বেন মনে ক'রে আমার আর দেরি করা উচিত নয়।" তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাণীকণ্ঠকে নমস্কার করে বললে, "আচ্ছা, চলি এখন বাণীকণ্ঠ বাবু।"

কিন্তু যাওয়ায় বাধা পড়ল। ঠিক এই সময়ে দূরে রাজপথের দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্নের ভেঁা ভেঁা আওয়াজ।

"ওই! ওঁরা এসে পড়েছেন!" বলে দরজা খুলে দেবার জন্যে কমলা দ্রুত পদে প্রস্থান করলে।

১২

দরজা খুলে কমলা দেখ্‌লে অনীতা ও বিজয়েশ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে। প্রথমেই সে প্রশ্ন করলে, "এত দেরি?" কিন্তু পরক্ষণেই সে প্রশ্ন পরিত্যাগ ক'রে বিস্ময়চকিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "একি দিদি!"

বিজয়েশের সহিত ভিতরে প্রবেশ ক'রে দরজার হুড়কাটা তুলে দিয়ে হাসি মুখে অনীতা বললে, "কি বল্ তো?"

বর্ষাকালের রাত্রি, বৃষ্টি তখন পড়ছিল না; কিন্তু আকাশ-ছাওয়া ঘন মেঘের অন্ধকারে পথের দূরবর্তী গ্যাসের অনুজ্জ্বল আলোকেও অনীতার শাড়ির পরিবর্তন কমলার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারেনি। সে বললে, "এ শাড়ি কোথায় বদলালে?"

গতি মন্থর করে মৃদুকণ্ঠে অনীতা বল্‌লে, "সীর সজ্যের বাথরুমে। স্নান ক'রে নতুন শাড়ি প'রে মিষ্টিমুখ ক'রে কক্ষ-প্রবেশের অনুষ্ঠান একেবারে সেরে এলাম কমল।"

কণ্ঠস্বর একেবারে নামিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কমলা বললে, "একেবারে সেরে এলে দিদি! এদিকে মাস্টার মশায়ও যে ঘরের ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলেছেন!"

ততোধিক ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে বিজয়েশ বললে, "কমরেড জীবন তোমাদের বাড়িতে এখনো আছেন না-কি কমল ?"

তেমনি মৃদুস্বরে কমল বললে, "আছেন বই কি। আপনাদের অপেক্ষায় ব'সে আছেন।"

সহসা দাঁড়িয়ে প'ড়ে বিজয়েশ বললে, "আচ্ছা অনীতা, আজ তা হ'লে এখান থেকে বিদেয় হই, পরে কোনো সময়ে দেখা করব।"

অল্প হেসে অনীতা বল্‌লে, "রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালে চলবে না বিজুদা, বীরের মত অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে।"

কমলা বললে, "তা ছাড়া আপনার এখানে চা খাবার কথা আছে। চা না খেয়ে যাওয়া হবে না।"

বিজয়েশ বললে, "আজ কিন্তু তোমাদের বাড়ির চা সহজে মিষ্টি লাগবে না, চায়ের পেয়ালায় চার চামচে চিনি দিয়ো কমল !"

মৃদুস্বরে হেসে কমলা বললে, "আচ্ছা, তা-ই দেবো।"

ঘরের ভিতর জীবনকৃষ্ণ এবং বাণীকণ্ঠ প্রত্যেকে নিজ নিজ বিভিন্ন ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠার সহিত বিজয়েশের জন্য অপেক্ষা করছিল। অনীতা এবং কমলার সহিত বিজয়েশ ঘরে প্রবেশ করতে বাণীকণ্ঠ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ; সঙ্গে সঙ্গে জীবনকৃষ্ণও চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে উঠে পড়ল,—সম্ভবতঃ বাণীকণ্ঠর উঠে দাঁড়ানোর জন্যই বাধ্য হ'য়ে।

বাণীকণ্ঠ এবং জীবনকৃষ্ণকে বিজয়েশ ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি, কিন্তু উভয়ের বয়স এবং পোষাক পরিচ্ছদের পার্থক্য দেখে কে কোন্‌ ব্যক্তি তা নির্ণয় করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। বাণীকণ্ঠকে নত হ'য়ে প্রণাম ক'রে ব্যস্ত হ'য়ে সে বললে, "বসুন, বসুন মেসোমশায়, আপনি উঠবেন না।" তারপর জীবনকৃষ্ণকে নমস্কার ক'রে বললে, "জীবন বাবু নিশ্চয়ই ?"

প্রতি-নমস্কার ক'রে জীবনকৃষ্ণ বললে, "অস্বীকার করতে পারিনে। আপনিও নিশ্চয়ই বিজয়েশ বাবু ?"

"নির্ঘাৎ!" ব'লে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিজয়েশ ব'সে পড়ল।

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হাসিমুখে অনীতা বললে, "পরিচয়

করিয়ে দেওয়ার কাজটা আমারই করা উচিত ছিল বিজুদা, কিন্তু তোমরা আমাকে তার সময় দিলে না, নিজেরাই সে কাজ সেরে নিলে।"

বিজয়েশ বললে, "উপস্থিত ক্ষেত্রে সে কাজটা এত সহজ মনে হয়েছিল যে, তার জন্যে তোমার সাহায্য নেওয়ার দরকার বোধ করিনি। আমাকে চিনে নেওয়ার বিষয়ে জীবন বাবুও যথেষ্ট অবলীলার পরিচয় দিয়েছেন।"

জীবনকৃষ্ণর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বল্‌লে, "অবলীলার সেটুকু পরিচয় না দিলে বুদ্ধির লাঘবতারই পরিচয় দেওয়া হত। অনীতাকে নিয়ে আপনি আসবেন এই জ্ঞান নিয়ে অপেক্ষা করছি,—এমন সময়ে অনীতার সঙ্গে আপনি প্রবেশ করলে আপনাকে নিখিলেশ মনে না করে বিজয়েশ মনে করলে বোধকরি অনুমান শক্তির নিম্নতম অবলীলারই পরিচয় দেওয়া হয়।"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "বিজয়েশকে নিখিলেশ মনে না করলে যে-অবলীলারই পরিচয় দেওয়া হোক না কেন, বিজয়েশকে কৃতজ্ঞ করা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, রাত হয়েছে, এখন চলি। আজ পরিচয় হ'ল, ভবিষ্যতে কোনো দিন আলাপ হ'তে পারবে।"

হাঁ-হাঁ করে উঠ্‌ল বাণীকণ্ঠ; বললে, "তা হবে না বিজয়েশ বাবু, এত দিন আপনার নামই শুনে এসেছি, আজ যখন দয়া ক'রে দেখা দিয়েছেন, একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে।"

অনীতা বললে, "তা ছাড়া, চা খেয়ে যাবে ব'লে তুমি কমলের কাছে প্রতিশ্রুত আছ। সে নিশ্চয় চা করবার জন্যেই ভেতরে ঢুকেছে। যাই, একটু তাড়া দিয়ে আসি। চা না খেয়ে যেয়োনা বিজুদা।" বলে প্রস্থান করলে।

চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বিজয়েশ বললে, "তা হ'লে খেয়েই যাই। আলাপের প্রথম দিনেই চুক্তি ভঙ্গ করলে আমার ওপর কমলের ধারণা ভাল হবেনা।"

তখন বাণীকণ্ঠ, বিজয়েশ ও জীবনকৃষ্ণর মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হল। মিনিট দুই পরে ফিরে এসে অনীতাও কথোপকথনে যোগ দিলে।

যে কথা জানবার আগ্রহে জীবনকৃষ্ণ মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল,

বিজয়েশের অনুপস্থিতিতে সে প্রসঙ্গ উত্থিত হ'লেই সে খুসি হ'ত। কিন্তু যখন সে দেখলে বিজয়েশের বিদায় গ্রহণের কাল অনির্দ্দিষ্ট ভাবে স্থগিত হ'ল, তখন আর তার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়াল। কথোপকথনের নিশ্ছিদ্রতার কোনো এক ফাঁকে কথাটা তোলবার চেষ্টায় সে ছিল এমন সময়ে অকস্মাৎ অনীতাই সে কথার অবতারণা ক'রে বসল। বললে, "সীর সজ্যের ঘর স্থির হ'য়ে গেছে জীবনবাবু।"

নিমেষের মধ্যে জীবনকৃষ্ণর মুখ কালচে হ'য়ে উঠল। ঈষৎ গভীর স্বরে সে বল্‌লে, "কোথা'য? বিজয়েশ বাবুর বাড়ি?"

সহজ সুরে অনীতা বললে, "হ্যাঁ।"

"বেশ কথা। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুদের এখন আমি কি বলি, তা বলতে পার? তাঁরা আনন্দের সঙ্গে একটা ঘব সীর সজ্যের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছেন। চিঠি চাও, কাল সকালেই এনে দিতে পারি।"

"সেখানে এ কথা বলতে আপনি কি কুণ্ঠিত হবেন জীবনবাবু?"

"যদি বলি হব, তা হ'লে কি তুমি খুব বিস্মিত হবে?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনীতা বললে, "তা হলে আপনার কিছু ব'লে কাজ নেই; যা বলবার আমিই বলব।"

"তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে?"

"হ্যাঁ।"

"তাদের ঠিকানা জানো তুমি?"

"জানিনে। আপনার কাছ থেকে জেনে নোব।"

"তুমি একা সেখানে যাবে?"

"আপনার সঙ্গেও যেতে পারি।"

গভীর স্বরে জীবনকৃষ্ণ বললে, "না, সেখানে তোমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"তাঁরা তোমাকে এমন প্রশ্ন করতে পারেন, যার ঠিক সদুত্তর তুমি হয়ত খুঁজে পাবে না।"

সহাস্যমুখে অনীতা বললে, "কি সে এমন কঠিন প্রশ্ন বুঝতে পারছিনে ত'?"

এক মুহূর্ত জীবনকৃষ্ণ মনে মনে কি চিন্তা করলে, একবার অপাঙ্গে বিজয়েশকে চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, "তাঁরা হয় ত' প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের বাড়ি কমিউনিষ্ট বাড়ি, তাই কি তুমি আমাদের বাড়ি পছন্দ করলে না?"

মুহূর্তের জন্য অনীতার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; পরক্ষণেই কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ কণ্ঠে সে বললে, "এমন অসঙ্গত প্রশ্ন যদি একান্তই তাঁরা করেন, তা হ'লে তার উত্তরে স্রেফ বলব, না, সে জন্যে নয়। তারপরও, সে কথা যদি তাঁরা বিশ্বাস না করেন, অপরাধী হবেন তাঁরা।"

"কিসের অপরাধে অপরাধী হবেন?"

উত্তর দিলে বিজয়েশ; বললে, "ভদ্রমহিলার কথা অবিশ্বাস করার অপরাধে। কিন্তু সে কথা থাক্। ব্যক্তিগত আলোচনা মনে ক'রে এতক্ষণ আমি আপনাদের কথায় যোগ দিই নি। কিন্তু দেবেন বাবুদের কল্পিত প্রশ্নটির আপনার নিজের মুখ দিয়ে অবতারণা ক'রে পরোক্ষ ভাবে আপনি আমাকে আসরে নামিয়েছেন। সুতরাং আমি যদি—"

কথাটা শেষ করা হ'ল না, অট্টহাস্য ক'রে উঠে জীবনকৃষ্ণ বললে, "একটা প্রবাদ আছে বিজয়েশ বাবু, 'পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে',—আপনারও হয়েছে তাই!"

বিজয়েশ বল্‌লে, "ঠিক সেই কথাই ত' আমি বলছি ব্রাদার! যে কথা আপনি সভার মাঝে ফেললেন, সে আমারই কথা। দেবেন বাবুদের বাড়ি কমিউনিস্ট বাড়ি, সেই কারণেই অনীতা সে বাড়ি পছন্দ করলেন না,—এ কথার যথার্থ তাৎপর্য কি,—তা, আমি ত আমি, বোধকরি আমাদের সাদাসিধে ভোলানাথ মেসোমশায়ও বুঝতে পেরেছেন।"

বিবাদ-বিতর্কের মধ্যে অকস্মাৎ 'মেসোমশায়ের' উল্লেখে বাণীকণ্ঠ শশব্যস্ত হ'য়ে উঠল; স্খলিত কণ্ঠে বিমূঢ় ভাবে বললে, "না, না, জীবনবাবু, ও কথাটা অমন ক'রে···ও যেন যাকে বলে ঝিকে মেরে বউকে শেখানো—"

বাণীকণ্ঠকে আর কিছু বলতে না দিয়ে জীবনকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বল্‌লে, "দেখলে ত ব্রাদার? মেসোমশায় তোমার কথার মর্মটি

ঠিক ধরতে পেরেছেন।" তারপর বাণীকণ্ঠর প্রতি চেয়ে দেখে বললে, "আপনাকে বিচারক ক'রে একটা প্রস্তাব করছি মেসোমশায়।"

শুনে ত্রস্ত হ'য়ে উঠে বাণীকণ্ঠ বললে, "না, না, আমাকে করবেন না বিজয়েশবাবু, আর কাউকে করুন।"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "আর কাকে করব বলুন। আর সকলেই ত ইণ্টারেস্টেড্ পার্টি!"

অদূরে দেখা গেল দরজার পর্দা সরিয়ে দুখানা বড় কাঠের ট্রেতে দুই প্রস্ত খাদ্য দ্রব্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে কমলা এবং তার পশ্চাতে বাদল।

অনীতা বললে, "আর তর্ক নয়, এখন কমলার পরিশ্রমের প্রতি আপনাদের সুবিচার করতে হবে। খাওয়া শেষ হ'লে, যদি তখনো দরকার থাকে, তোমার প্রস্তাব পেশ করো বিজুদা।"

খাবারের ট্রে নিয়ে টেবিলের কাছে উপস্থিত হ'লে ট্রে থেকে ডিশ নিয়ে নিয়ে অনীতা টেবিলের উপর বিজয়েশ ও জীবনকৃষ্ণর সামনে স্থাপন করলে।

বাদলের ট্রে খালি হ'লে হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এসে বিজয়েশ বললে, "এখানেও তুমি কম্রেড বাদল?"

কমলা বললে, "কমরেড বাদল খাবারের অর্ধেক পদ তৈরী করেছে। চপ কাটলেট্ অমলেট সব ওর তৈরী।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বিজয়েশ বল্‌লে, "অনেক গুণ ত' তোমার কমরেড! তুমি কিন্তু এখন যেতে পাবে না। কতক্ষণ তোমাকে এখানে থাকতে হবে জানো?"

হাসিমুখে বাদল বললে, "কতক্ষণ?"

"যতক্ষণ না সমস্ত খাবার খেয়ে খুসি হ'য়ে আমরা বলছি, ও কে (O. K.)।"

পূর্ব প্রসঙ্গের কথা স্মরণ ক'রে অনীতা হেসে উঠল। সে প্রসঙ্গ যারা অবগত নয়, তারাও সাধারণ অর্থে হাসিতে যোগ দিলে।

কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বল্‌লে, "তোমার চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধ হয়েছে কমলা।"

সহাস্যমুখে কমলা বললে, "কেন বলুন ত?"

"চা খাওয়াবার চুক্তি ছিল।"

"চায়ের জল চড়িয়েছি বিজয়েশ দাদা।"

খাবারের ডিসগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বিজয়েশ বল্‌লে, "তবে এগুলি কেন ?"

"এগুলি চায়ের উপক্রমণিকা।" ব'লে সহাস্যমুখে কমলা প্রস্থান করলে।

খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে জীবনকৃষ্ণ গোঁজ হ'য়ে ব'সে ছিল। তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বল্‌লে, "চুপ ক'রে নিঃশব্দে ভাবছ কি ভায়া ?— নাও, হাত লাগাও।"

মাথা নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে জীবনকৃষ্ণ বললে, "আমি খাব না।"

"কেন ? রাগ ক'রে না-কি ?"

মুখ বিকৃত ক'রে জীবনকৃষ্ণ বললে, "রাগ আবার কিসের ? বাড়ি গিয়ে এখনি খেতে হবে ত !"

বিজয়েশ বললে, "ও কার্য ত' যা হোক আমাকেও করতে হবে ভায়া। ...দেখ, আমাদের কংগ্রেসাইটদের সাধারণ ব্যাধি হচ্ছে ডিসপেপসিয়া। —কূট তর্ক আর ডিমের অমলেট এক সঙ্গে হজম করি এমন পরিপাকশক্তি আমার নেই ; তোমাদের কমিউনিস্টদের সাধারণ ব্যাধি হচ্ছে ব্লাড-প্রেশার ; তাও ভাল জিনিস নয়। খাওয়ার সময়ে তর্ক কোরো না ; নরম হ'য়ে খেয়ে নিয়ে, পরে না-হয় আবার গরম হ'য়ে তর্ক চালিয়ো।"

বাণীকণ্ঠ এবং অনীতাও জীবনকৃষ্ণকে আহার করবার জন্য বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

অগত্যা কাঁটা ও চামচ হাতে তুলে নিয়ে আরক্তরুষ্ট মুখে জীবনকৃষ্ণ বললে, "এ কিন্তু সত্যিই জুলুম !"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "এই যদি জুলুমের একমাত্র রূপ হয়, তা হ'লে স্বর্গ থেকে দেবতারা নেমে এসে আমাদের পৃথিবীতে বাস করেন জীবনকৃষ্ণ।"

ততক্ষণে জীবনকৃষ্ণ কাঁটা ও ছুরির সাহায্যে কাটলেটের একটা বৃহৎ অংশ মুখে পুরেছিল, কোনও উত্তর দিলে না।

১৩

গল্প এবং অনুরোধ-উপরোধ ক'রে ক'রে অনীতা যখন জীবনকৃষ্ণ ও বিজয়েশকে চা-খাবার খাওয়াচ্ছিল, বাণীকণ্ঠ ও জীবনকৃষ্ণ উভয়েই বারবার তার অবয়বের মধ্যে একটা যেন নূতন আমদানির দীপ্তি অনুভব করছিল ; অথচ সে দীপ্তির হেতু দেহের কোন্ অঞ্চলে অবস্থান করছিল তা কিছুই ঠাহর ক'রে উঠতে পারছিল না। কমলার নারীচক্ষে অনীতার শাড়িব যে-পরিবর্তন ধরা পড়তে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হয়নি, দুজন পুরুষমানুষের অসতর্ক দৃষ্টিকে তা বহুক্ষণ পর্যন্ত এড়িয়ে চলেছিল।

চওড়া পাড়ের মূল্যবান সৌখিন শাড়ি ব্যবহার করা অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছে অনীতা। অল্প কালের ব্যবধানে পিতা, মাতা ও পিতামহকে হারিয়ে বছর পাঁচেক পূর্বে বসত বাড়ি ভাড়া দিয়ে ও ব্যাঙ্কে পিতামহর পরিত্যক্ত কয়েক সহস্র টাকা সম্বল ক'রে যখন সে স্নেহময়ী মাসিমার আশ্রয়ে বাস করতে আসে, তখন থেকেই সে তার জীবনকে করতে আরম্ভ করে সরল ও বাহুল্যবর্জিত। তারপর কিছুদিন পরে যখন তার জীবন কমিউনিজমের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে, তখন তার প্রতিদিনকার জীবন থেকে আর এক দফা বস্তু, মায় পরিধানের শাড়ি থেকে পাড়ের অনাবশ্যক বাহুল্য, বিদায় গ্রহণ করে। তাই নিতান্ত সাধাসিধে ধরণের সুলভ মূল্যের বস্ত্রে অনীতাকে দেখতে অভ্যস্ত বাণীকণ্ঠ ও জীবনকৃষ্ণর চক্ষে বিজয়েশ-প্রদত্ত শাড়ি ধরা পড়বার পূর্বে তাদের দৃষ্টি সেই শাড়িরই দ্বারা পরিবর্ধিত অনীতার দেহ-সৌষ্ঠবের মধ্যে আটক পড়েছিল। অর্থাৎ, প্রতিফলিত প্রভা মোহ সঞ্চারের দ্বারা দৃষ্টিকে মূল আধার থেকে ভুলিয়ে রেখেছিল।

বাণীকণ্ঠ মনে মনে খুসি হ'য়ে ভাবছিল, পড়াশুনা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অত্যধিক চাপে কিছুকাল ধ'রে অনীতার যে-দেহের উপর গুরুতর জুলুম চলেছে, সহসা সৌভাগ্যক্রমে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে তার মধ্যে স্বাস্থ্যের একটু লাবণ্য দেখা দিয়েছে। আর, জীবনকৃষ্ণ আশঙ্কা করছিল,

বিজয়েশের সংস্পর্শে এসে, আর তার দ্বারা আপ্যায়িত হ'য়ে যে-আনন্দ অনীতা মনের মধ্যে বহন করছে, এই অদৃষ্টপূর্ব অতিরিক্ত লাবণ্য তারই বহিঃপ্রকাশ।

জীবনকৃষ্ণ এবং বাণীকণ্ঠর মধ্যে বাণীকণ্ঠই অধিকতর ক্ষীণদৃষ্টি অন্যমনস্ক মানুষ; কিন্তু অনীতার দেহমধ্যে স্বাস্থ্য সঞ্চারের যথার্থ হেতু জীবনকৃষ্ণর পূর্বে সে-ই আবিষ্কার করলে। বিস্মিত-আনন্দিত কণ্ঠে সে অকস্মাৎ এক সময়ে ব'লে উঠ্‌ল, "বাঃ! এ শাড়ি প'রে তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে অনু! তাই বলি, তখন থেকে তোমাকে কেমন যেন বেশ-একটু-বেশ-একটু মনে হচ্ছিল!"

হাসতে হাসতে বিজয়েশ বল্‌লে, "কিন্তু কেন মনে হচ্ছিল, তা বুঝি এতক্ষণ ধরতে পারছিলেন না মেসোমশায়?"

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সজোরে মাথা নেড়ে সহাস্যমুখে বাণীকণ্ঠ বললে, "না!" তারপর পুনরায় অনীতাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে আরম্ভ করলে, "তোমার মাসী বেঁচে থাকৃতে তবু এক আধদিন জোর ক'রে তিনি তোমাকে এ সব শাড়ি পরাতেন; কিন্তু তিনি গত হওয়ার পর এ পর্যন্ত কেউ তোমাকে একদিনও পরাতে পারেনি।"

অতিরিক্ত লাবণ্যের হেতু, অর্থাৎ অনীতার পরিধানের শাড়ি, আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই জীবনকৃষ্ণর মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, বাণীকণ্ঠর শেষোক্ত বাক্য শোনার পর সে উদ্বেগ অপরিমিত মাত্রায় বেড়ে গেল।

মাসীর মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত যে-শ্রেণীর শাড়ি অনীতাকে কেউ পরাতে পারেনি, আজ সে-শাড়ি সে নিজেই পরলে, অথবা আর কেউ পরালে, সে কথা চিন্তা ক'রে জীবনকৃষ্ণর মনের মধ্যে ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠার অবধি রইল না। কথাটা পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্যে নিজেই সে কি-ভাবে প্রশ্ন করতে পারে, মনে মনে বিবেচনা করছিল, এমন সময়ে বাণীকণ্ঠ পুনরায় বলতে আরম্ভ করলে, "দেশের দারিদ্র্যের কথা মনে ক'রে জীবনকে অনাড়ম্বর কর, তাতে আপত্তি করিনে অনু,—কিন্তু তাই ব'লে যে-সব কাপড় আগে থেকে কেনা আছে,

সেগুলো বাক্সবন্দী হ'য়ে নষ্ট হবে, সেটাও ঠিক নয়। আগেকার শাড়ি থেকে একখানি বার ক'রে প'রে আজ তুমি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছ।"

বাণীকণ্ঠর কথা শুনে অনীতার মুখে একটা নিঃশব্দ সুমিষ্ট হাস্য দেখা দিলে; সে বললে, "এ শাড়ি কিন্তু আগেকার পুরোনো শাড়ি নয় মেসোমশায়।" আঁচলের পালিশ-করা মুখপাতটা এগিয়ে ধ'রে বললে, "দেখুন না, একেবারে টাটকা-কেনা নতুন।"

একথা শুনে বাণীকণ্ঠর বিস্ময়ের অন্ত রইল না; বল্‌লে, "টাটকা কেনা? —তুমি কিনেছ?"

হেসে ফেলে অনীতা বল্‌লে, "আমার সাধ্য কোথায় এত ভাল কাপড় কেনবার।"

"তবে?"

ও-দিকে যে বজ্রপাতের আশঙ্কায় জীবনকৃষ্ণর নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসবার উপক্রম করেছিল সেই বজ্রপাতই শেষ পর্যন্ত ঘটল। অনীতা বললে, "এ কাপড় আমাকে বিজুদা দিয়েছেন।"

নিমেষের মধ্যে জীবনকৃষ্ণর মুখ ঝটিকাক্লিষ্ট পশ্চিমাকাশের মতো কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। সে উচ্চশিক্ষিত মার্জিত রুচির মানুষ, অভদ্র নিশ্চয়ই নয়, শিক্ষিত মনের সাধারণ ধৈর্য এবং সংযমের অভাবও তার এমন-কিছু নেই, তা ছাড়া বিজয়েশ ও অনীতার মধ্যে উপহার দেওয়া-নেওয়ার অধিকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করবার যৌক্তিকতা তার নেই সে জ্ঞানও তার নিশ্চয়ই খানিকটা আছে; তথাপি শাড়ির বিষয়ে অনীতার শেষ উক্তি তার মনের মধ্যে কেমন ক'রে একটা যেন অতি হীন পরাজয়ের অপমান-বহ্নি জ্বালিয়ে দিলে। মুহূর্তের মধ্যে মানসিক সমতা হারিয়ে অনীতার প্রতি প্রদীপ্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে গভীর স্বরে সে বললে, "তোমার এই শাড়ির প্রসঙ্গে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করবার বোধহয় অধিকার আছে অনীতা। আর-কোনও দাবিতে না-ই যদি-বা থাকে, দেবেনবাবুদের কাছে আমার যে-অবস্থা দাঁড়াবার উপক্রম করেছে, সে কথা ভুলে না গেলে থাকা বোধ হয় উচিত। অবশ্য কোনো প্রশ্ন যদি অবৈধ ব'লে তোমার মনে হয় তা হলে উত্তর দিয়ো না।"

সহজ স্বাভাবিক ভাবে অনীতা বললে, "কি আপনার প্রশ্ন বলুন।" পর মুহূর্তেই ঈষৎ ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "কিন্তু আমি বলি জীবনবাবু, তার আগে আপনাদের খাওয়াটা শেষ হয়ে যাক্।"

হাতের ছুরি ও কাঁটা প্লেটে স্থাপিত ক'রে রুষ্টস্মিত মুখে জীবনকৃষ্ণ বললে, "খাওয়াটা কি এত বড় ব্যাপার ব'লে মনে কর যে, এর পরও ব'সে ব'সে কাটলেট চিবোনো যেতে পারে?"

আশ্চর্য হ'য়ে অনীতা বললে, "বিশ্বাস করুন জীবনবাবু, কেন যেতে পারে না তা আমি একটুও বুঝতে পারছিনে।"

জীবনকৃষ্ণ বল্‌লে, "ব্যস্ত হয়ো না, একটু পরেই বুঝতে পারবে। আপাতত তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ শাড়ি তোমাকে বিজয়েশবাবু কবে দিয়েছেন? —আজ?"

শান্ত কণ্ঠে অনীতা বল্‌লে, "হ্যাঁ, আজ।"

"এখানে আসবার আগে?—ওঁর নিজের বাড়িতে?"

"হ্যাঁ, এখানে আসবার আগে, ওঁর নিজের বাড়িতে।"

"একটু আগে বাণীকণ্ঠবাবু বলছিলেন, তোমার মাসিমার মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত কেউ তোমাকে একদিনের জন্যেও এ ধরণের শাড়ি পরাতে পারেনি। আজ পরানো কি ক'রে সম্ভব হ'ল, বলবে?"

"না।"

"কেন? আমার এ প্রশ্ন অবৈধ ব'লে?"

অনীতা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"কেন?...অবৈধ কেন বলছ?"

নিঃশব্দ সুমিষ্ট হাস্যের সহিত অনীতা বললে, "আপনার এ প্রশ্নও অবৈধ জীবনবাবু।"

বাণীকণ্ঠর প্রতি দৃষ্টি চালিত ক'রে জীবনকৃষ্ণ দেখলে কাঁচুমাচু মুখের উপর একরাশ বিহ্বলতা জমাট ক'রে এমন কাতর ভাবে বাণীকণ্ঠ চেয়ে আছে যে, দেখলে সত্যই মায়া হয়,—কোনোরূপ প্রশ্নাদির দ্বারা তার বিহ্বলতাকে বাড়িয়ে তুলতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তথাপি জীবনকৃষ্ণ বললে, "শুনলেন ত

বাণীকণ্ঠবাবু? বলি, আবহাওয়া যে প্রখর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি আপনার?”

চকিত হ'য়ে উঠে বাণীকণ্ঠ অস্পষ্টভাবে যা বল্‌লে তার অর্থ নির্ণয় করা কঠিন; শুধু কতকগুলো অসংলগ্ন 'কিন্তু', 'তা বটে' আর 'তবুও'র সমষ্টি।

“জীবনকৃষ্ণ!”

সম্বোধনকর্তা বিজয়েশের প্রতি জীবনকৃষ্ণ অপ্রসন্ন নেত্রে চেয়ে দেখলে।

“ভালমানুষ মেসোমশায়কে অনর্থক খোঁচাখুঁচি ক'রে কি লাভ হবে ভায়া?—আমি বলি, তার চেয়ে ওঁকে বাদ দিয়েই কথাটা আমাদের মধ্যে নিষ্পত্তি হবার পথে চলুক। অনীতাকে ও-কয়েকটা প্রশ্ন ক'রে কি তুমি লাভ করলে তা তুমিই বলতে পার। তোমার প্রধান প্রশ্নই ত অবৈধ ব'লে ও উড়িয়ে দিলে,—সদুত্তর পেলে না। পক্ষান্তরে, তুমি যদি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তা হ'লে, আমার বিশ্বাস, সে উত্তরের মধ্যে তোমার প্রশ্নের উত্তরও খানিকটা পাওয়া যেতে পারে।...প্রশ্ন করব?”

বিরক্তিবিরস মুখে জীবনকৃষ্ণ চুপ ক'রে রইল,—কোনো উত্তর দিলে না।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বিজয়েশ বল্‌লে, “শাস্ত্র বলে, মৌনং সম্মতিলক্ষণং; —সুতরাং, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অনীতাকে যদি আমি একখানা শাড়ি দিয়েই থাকি, তাতে তোমার আপত্তি হচ্ছে কোথায়?”

প্রথমে জীবনকৃষ্ণ নিরুত্তরে রইল, তারপর তার মুখে একটা কঠিন হাসি দেখা দিলে; বললে, “আমার আপত্তি পাড়ে।”

কপট বিস্ময়ের সুরে বিজয়েশ বল্‌লে, “আপত্তি তোমার পাড়ে? কেন হে, লালে-কালোয় তৈরি,—এ ত' খাসা পাড়। লাল হচ্ছে টাটকা, আর কালো হচ্ছে শুকনো; এ পাড় ত' তোমার পছন্দ হবারই কথা।”

জীবনকৃষ্ণ বললে, “ঠিক সেই কারণেই হচ্ছেনা। দিলেনই যখন আমার পছন্দর পাড়ের শাড়ি দিলেন কেন? কেনবার সময়ে একেবারে ত্রিবর্ণ পাড়ের কিনে ফেললেই ত' চুকে যেত। খলিফা মানুষ হ'য়ে এমন ভুলটা করলেন বিজুদা!” ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। হাসির ফলকের ধারে ধারে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ইস্পাত।

এ দিকে, খলিফা মানুষ কিন্তু সত্যই খলিফা। উচ্ছল জলস্রোতের তলায় অনড় উপলখণ্ডের মতো সম্পূর্ণ নির্বিকার থেকে সহজ সুরে বিজয়েশ বললে, "ত্রিবর্ণ পাড় বাজারে আর পাওয়া যায় না ব্রাদার। স্বাধীনতা লাভের জন্যে দেশ যখন জীবনপণ করছিল, তখন মেয়েদের আগ্রহ ত্রিবর্ণ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের শাড়ির পাড়ে, মাথার ফিতেয়, আলপনার পিঁড়িতে। স্বাধীনতা লাভের পর কিন্তু মেয়েদের সব ত্রিবর্ণ আত্মবিসর্জন করেছে জাতীয় পতাকার ত্রিবর্ণে।......কিন্তু পাড়টা ত্রিবর্ণের হ'লে বিশেষ কি এমন লাভ হ'ত জীবনকৃষ্ণ ?"

"অনুষ্ঠানটা আরও খানিকটা নিখুঁত হ'তে পারত।"

"কিসের অনুষ্ঠান হে ?"

মনে মনে একটু কি ভেবে জীবনকৃষ্ণ বল্‌লে, "নতুন মন্ত্রে দীক্ষার।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে জীবনকৃষ্ণের দিকে চেয়ে থেকে বিজয়েশ বললে, "কি সর্বনাশ! অনীতাকে আমি আমার মন্ত্রে দীক্ষিত করব, সেই দুঃস্বপ্ন দেখছ না-কি তুমি ? এ দিকে আসল অবস্থাটা এমন যে, আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, অনীতা তার মন্ত্রে আমাকে না দীক্ষিত ক'রে নেয়।"

এ কথায় জীবনকৃষ্ণ মনে মনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। তিক্তকণ্ঠে সে বললে, "স্বপ্ন দেখেন আপনি ? দুঃস্বপ্ন দেখেন না ?"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বল্‌লে, "দুঃস্বপ্ন দেখব কেন ভাই ? মন্ত্র ত' অনীতার মন্দ নয়। মন্ত্র আমাদের উভয়েরই এক, পুজা-পদ্ধতি শুধু আলাদা। আমাদের মন্ত্র অহিংস মন্ত্র ব'লে তোমাদের ত' আর হিংসার মন্ত্র নয়। বলি, শেষ পর্যন্ত তোমরাও ত' দেশের কল্যাণই কামনা কর।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "অনীতা মনে করে তার গোলাপ রক্ত গোলাপ, আমি মনে করি আমার গোলাপ সাদা। কিন্তু আসলে এই দুই রাজনৈতিক গোলাপের একই বৃন্ত। সেদিনের বিষয় আমি নিঃসন্দেহ জীবনকৃষ্ণ, যেদিন এই রাজনৈতিক গোলাপকে অনীতাও দেখবেনা লাল, আমরাও দেখবনা সাদা; সেদিন আমরা উভয় দলই এই রাজনৈতিক গোলাপকে একই গোলাপি রঙে রঙিন দেখব।"

বিজয়েশের কথা শুনতে শুনতে বাণীকণ্ঠ ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিল। বিজয়েশ থামা মাত্র উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে ব'লে উঠল, "সাধু! বিজয়েশ বাবু সাধু! আমরা সকলেই আনন্দের সঙ্গে আপনার গোলাপি গোলাপের দিন দেখতে পাচ্ছি!"

কঠোর কণ্ঠে জীবনকৃষ্ণ বল্‌লে, "সকলেই নিশ্চয়ই নয়। অনীতার কথা বলতে পারিনে, আমি কিন্তু দেখছি শুধু রক্ত গোলাপের দিন!"

বিজয়েশ বল্‌লে "আচ্ছা, তাই দেখো, কিন্তু দোহাই তোমার, দুঃস্বপ্ন দেখোনা। অনীতা সম্বন্ধে দুঃস্বপ্ন দেখবার কোনো কারণ নেই তোমার। অনীতাকে তুমি এখনো চিন্‌তে পারনি।"

ক্রুদ্ধ হ'য়ে তিক্তকণ্ঠে জীবনকৃষ্ণ বল্‌লে, "দু বছরে আমি চিনলামনা অনীতাকে, আর দুদিনেই আপনি চিনে নিলেন!"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বল্‌লে, "খলিফা মানুষদের দুদিনও লাগেনা জীবনকৃষ্ণ, এক লহমাতেই তারা চিনে নেয়।"

কোনো তর্কে কোনো বিতর্কে বিজয়েশের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে না পেরে জীবনকৃষ্ণর অন্তর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। সেই ক্রোধাগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ গিয়ে পড়ল অনীতার উপর।

"তুমি হয়ত' বিশ্বাস করনা অনীতা, আমি কিন্তু আবহাওয়ার পরিবেশে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস, তোমাদের সীরসঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বিজয়েশবাবুদের বাড়ির পরিবেশ পছন্দ করবে না।"

অনীতা বল্‌লে, "ওখানে কথা পাড়বার আগে আমি সকল সদস্যের মতামত জেনেছিলাম। আপত্তি ত কেউ করেইনি, সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবু, আপনার সন্তুষ্টির জন্যে বিজুদাদাদের বাড়িতে অধিবেশন আরম্ভ করবার আগে, আর একবার আমি সভা আহ্বান করব। যদি অনুমতি দেন, আপনারই বাড়িতে আহ্বান ক'রে সেই সভায় বিজুদাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার বিরুদ্ধে আলোচনা করতে আপনাকে সম্পূর্ণ সুবিধে দিই। আলোচনার পর একজন সদস্যও যদি অমত প্রকাশ করে, তৎক্ষণাৎ সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে সীরসঙ্ঘ থেকে আমি বেরিয়ে আস্‌ব।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে জীবনকৃষ্ণ বললে, "বেরিয়ে এসে কি করবে?—গোলাপি গোলাপের স্বপ্ন দেখবে?—না, একেবারে সাদা গোলাপের?"

জীবনকৃষ্ণর কথা শুনে অনীতা হেসে ফেললে, "স্বপ্ন দেখার আগে কেমন ক'রে বলি, কোন্ গোলাপের স্বপ্ন দেখব। তবে কোনো দিন যদি স্বপ্ন দেখি, তখন আপনাকে নিশ্চয় সে কথা জানাব।...কিন্তু সে পরের কথা পরে হবে। আপাতত আপনাদের দুজনের কাছে আমার বিশেষ-একটা অনুরোধ আছে।"

জীবনকৃষ্ণ চুপ ক'রে রইল; বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "কি অনুরোধ?"

"খাওয়া আপনাদের ভাল ক'রে কিছুই হয়নি; বাড়ি গিয়ে কি খাবেন না-খাবেন জানিনে; অনেকগুলো কাটলেট গড়া আছে। যদি দয়া ক'রে অনুমতি দেন, কতকগুলো ভাজিয়ে আনাই।"

মাথা নেড়ে গভীর স্বরে জীবনকৃষ্ণ বললে, "আমি রাজি নই।"

বিজয়েশ মাথা নেড়ে বললে, "আমি কিন্তু রাজি। তুমি ভাজিয়ে আনাও অনীতা, পরাজয়ের গ্লানি একটু ক'মে এলে আমি নিশ্চয়ই ওকে খাওয়াতে পারব।"

রক্তনেত্রে জীবনকৃষ্ণ গর্জন ক'রে উঠল, "কে পরাজিত হয়েছে?"

বিজয়েশ বললে, "হয় তুমি, না-হয় আমি। তর্ক ক'রে কাজ নেই ব্রাদার, এ বিষয়ে মেসোমশায়ের মত নেওয়া যাক্।"

হাত জোড় ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বাণীকণ্ঠ বললে, "দোহাই বিজয়েশবাবু, আপনি সব পারেন! আর বখেড়া বাধাবেন না। কে পরাজিত হয়েছে, তা আমি কিছুতেই বলব না!"

তেমনি রক্তবর্ণ চক্ষু ক'রে জীবনকৃষ্ণ বললে, "এত দম্ভ সইবে না আপনাদের বিজয়েশবাবু! অর্ধেক ভারতবর্ষ বিলিয়ে দিয়ে ইংরেজের হাত থেকে কৃপাভিক্ষা নিয়ে গদিতে ব'সে প'ড়ে মনে করছেন আপনারাই ভারতবর্ষের মালিক, হর্তাকর্তাবিধাতা! পরাজয়ের কথা তুলেছেন, কিন্তু বেশি আর দেরি নেই, মহাপরাজয় আপনাদের দিকে এগিয়ে আসছে একেবারে চূর্ণ ক'রে দেবার জন্যে। তখন আর কোনো বিদেশী প্রভু আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "একটা হিসেব কিন্তু ভুল কোরো না ভায়া। বিদেশী প্রভুর হাত থেকে কৃপাভিক্ষা পেতে আমাদের যদি দু শ' বৎসর লেগে থাকে, তোমাদের বিদেশী প্রভুর হাত থেকে পেতে লাগবে চার শ' বৎসর। বিদেশী প্রভুর প্রসঙ্গ তুলেছ, কিন্তু বিদেশী প্রভুর বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তোমাদের একটা ফাণ্ডামেণ্টাল পার্থক্য আছে। আমাদের বিদেশী প্রভুকে আমরা বিদেশে চালান দিয়েছি ; কিন্তু তোমাদের নির্বুদ্ধিতার কাটা খাল ধ'রে তোমাদের বিদেশী প্রভু একদিন না আমাদের দেশে এসে হাজির হন।"

কাটলেটের খোলায় কাটলেট বোধহয় তখনো তেমন তপ্ত হয়নি,—এদিকে তর্ক হয়ে উঠল উত্তপ্ত।

১৪

চার শ বৎসরের বিদেশী প্রভুত্বের হিসাবের বিরুদ্ধে কোন্ দিক দিয়ে প্রতিবাদ উত্থাপিত করবে উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে জীবনকৃষ্ণ বোধহয় তারই সূত্র অন্বেষণ করছিল, ইত্যবসরে অনীতা দু শ বৎসর প্রভুত্বের হিসাব নিয়ে বিজয়েশকে আক্রমণ করলে। সহাস্যমুখে সে বললে, "কিছু মনে কোরোনা বিজুদা, তোমার দু শ বৎসরের হিসেব নির্ভুল নয়।"

অনীতার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "কেন বল ত?"

অনীতা উত্তর দিলে, "দু শ বৎসরের প্রভুত্ব যদিই বা শেষ হয়ে থাকে, দু শ বৎসরের দাসত্ব এখনো শেষ হয়নি। জমিদারকে যদি তাড়িয়ে থাক, জমিদারের তশিলদারকে তোমরা সমানে স্বীকার ক'রে চলেছ।"

বিজয়েশ বললে, "বিদেশী ব্যবসাদারদের কথা বলছ? ইংরেজ আর আমেরিকান ব্যবসাদারদের কথা?"

অনীতা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, তাদের কথাই বলছি। তুমি ভয় করছ, যে-খাল আমরা কাটছি সে-খাল দিয়ে কোনো দিন বিদেশী কুমীর এসে না হাজির হয়। 'এসে না হাজির হয়' যখন বলছ তখন না আসতেও পারে ; অর্থাৎ ব্যাপারটা আমাদের দিকে এখনও অনিশ্চিত। নিশ্চিত কিন্তু তোমাদের দিকে। কুমীরদের

তোমরা তাড়িয়েছ বটে, ঘড়িয়ালদের কিন্তু জীইয়ে রেখেছ। আজ অবশ্য ঘড়িয়ালরা নিরীহ হয়ে ব্যবসা-বানিজ্য করছে, কিন্তু নিঃসাড়ে পণ্যের কারবার বাড়িয়ে বাড়িয়ে যেদিন তারা রাজনীতির কারবারেও প্রবল হয়ে উঠবে, সেদিন দেখবে ইংলণ্ডের কুমীরেরা আবার ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। ভুলে যেয়ো না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে ব্যবসাদার হ'য়েই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। এবারও তোমাদের নাবালক নালায়েকদের ভার নিতে অ্যাঙ্গলো-আমেরিকান অছির খুব বেশী বেগ পেতে হবে না।"

অনীতার দীর্ঘ বাক্য শুনে বিজয়েশের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল; শান্তকণ্ঠে সে বল্‌লে, "দূরদর্শিতা ভাল জিনিষ অনীতা, কিন্তু তাই ব'লে অণুদর্শিতাও অবহেলার বস্তু নয়! বিশ শ সাতচল্লিশ সালের কথা ভেবে উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে সতর্ক হওয়া নিশ্চয় অন্যায় নয়; কিন্তু এক শ বৎসর এগিয়ে দৃষ্টি চালিত করার ফলে উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের সমস্যার বিষয়ে অন্ধ হওয়া অন্যায়। ভবিষ্যতে কোনো দিন আগুন লাগতে পারে ভয় ক'রে আজ খড়ের চাল খুলে নামিয়ে রাখলে রৌদ্রে জলে প্রতিদিন কষ্ট পেতে হবে। তা ছাড়া, কুমীরদের দেশ ছাড়া করার আমাদের যে পদ্ধতি ছিল, তাতে ঘড়িয়ালদের বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ছিল না। ইংরাজ রাজার সঙ্গেই আমাদের ছিল বিবাদ, ইংরাজ প্রজার সঙ্গে ছিল না। তাই ইংরাজ রাজকেই আমরা উৎপাটিত করেছি।"

অনীতা ও বিজয়েশের মধ্যে তর্কের অবসরে জীবনকৃষ্ণ নিজের বিচলিত বুদ্ধিকে খানিকটা সংহত ক'রে এনেছিল,—অনীতাকে বিজয়েশের কথার উত্তর দেবার সময় না দিয়ে সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "উৎপাটিত একান্তই যদি ক'রে থাকেন, উৎপাটিত করবার মূল নীতি আপনারা অনুসরণ করেন নি।"

জীবনকৃষ্ণর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "কি মূল নীতি?"

"উৎপাটিত করবার মূল নীতি হচ্ছে সমূলে উৎপাটন করা,—জড় না রাখা। দেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে একান্ত দুর্মূল্য স্বাধীনতা যদি পাওয়া গেল, কমনওয়েলথের মধ্যে অবস্থান ক'রে পরাধীনতার জড় রেখেছেন

কেন? কমনওয়েলথ ছাড়া অন্য গণতান্ত্রিক দেশের ত' অভাব নেই; তাদের নীতি আর পদ্ধতি থেকেও ত' অনেক কিছু শেখা যেতে পারে?"

বিজয়েশ বললে, "পারে নিশ্চয়ই; কিন্তু শেখবার প্রধান উপায় হচ্ছে ভাষা। দু শ বছর ধ'রে ইংরেজি ভাষাটা তবুও আমরা কতকটা আয়ত্ত করেছি; দোহাই জীবনকৃষ্ণ, তা ছেড়ে আবার রাশিয়ান ভাষা শিখতে গেলে সত্যিই প্রাণান্ত হবে।"

সহাস্যমুখে অনীতা বললে, "কমনওয়েলথ ছাড়বার পক্ষে এইটেই কি তোমার প্রধান আপত্তি বিজুদা?"

বিজয়েশ বললে, "আপাতত। এ ছাড়া আর যদি কিছু আপত্তি থাকে তার বিচার পরে করব।"

ইতিমধ্যে টেবিলের উপর দু ডিস সদ্যভাজা কাটলেট এসে প'ড়েছিল; তাদের দেহে তখনো ঘৃতের উত্তপ্ততার চিহ্ন। কাটলেটগুলির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে সে বললে, "তর্ক আমাদের সহজে জুড়িয়ে যাবেনা, কিন্তু বর্ষার দিনে তাড়াতাড়ি সুবিচার না করলে এগুলি জুড়িয়ে যাবে।" তারপর ছুরি কাঁটা তুলে নিয়ে সুবিচার করতে উদ্যত হ'য়ে জীবনকৃষ্ণর প্রতি চেয়ে দেখে বললে, "চুপ ক'রে ব'সে রয়েছ কেন ভায়া?—নাও, আরম্ভ কর।"

মৃদুভাবে মাথা নেড়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "আমার দরকার নেই,—আপনি খান।"

কিন্তু অনতিবিলম্বেই দেখা গেল জীবনকৃষ্ণরও দরকার একেবারে যে ছিলনা, তা নয়। বিজয়েশের পরিহাসবাণে জর্জরিত হবার আশঙ্কা বশতঃই হোক, অথবা অনীতার অনুরোধের দ্বারা বশীভূত হয়েই হোক, অথবা সদ্যভর্জিত কাটলেটের সুমিষ্ট গন্ধে লুব্ধ হ'য়েই হোক, সে কাঁটার দ্বারা একটা কাটলেটের অংশ বিদ্ধ ক'রে ধ'রে ছুরি বসালে।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনও চলতে লাগল মন্থর গতিতে, আর তারই আড়ালে-অন্তরালে অলক্ষিতে জীবনকৃষ্ণর ক্ষুৎপ্রবৃত্তি উৎসাহিত হ'য়ে উঠে যখন চারখানা কাটলেটই উদরপ্রদেশে চালান দিয়ে বসল, তখনও বিজয়েশের ডিশে একখানা প'ড়ে রয়েছে।

নিকটেই কমলা দাঁড়িয়ে ছিল, অনীতা বললে, "তাই কমল, আরও কয়েকখানা কাটলেট্ ভেজে নিয়ে আয়।"

বিজয়েশ বললে, "আমার আর চাইনে; নিষেধের বাণী হ'য়ে এখানাই ডিশে প'ড়ে থাকবে। তবে দরকারের কিছু সন্ধান হয়ত' পাওয়া যেতে পারে জীবনকৃষ্ণর ডিশে।" ব'লে অপাঙ্গে জীবনকৃষ্ণর ডিশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

কিছু পূর্বে জীবনকৃষ্ণর 'দরকার' শব্দের ব্যবহারের সহিত বিজয়েশের বিশেষ বাচনভঙ্গি সহ জীবনকৃষ্ণর নিঃশেষিত ডিশের প্রতি ইঙ্গিতময় দৃষ্টিপাত যুক্ত হ'য়ে একটা সমবেত হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল। এমন কি, সেই হাস্যধ্বনির সহিত মিলিত হয়ে জীবনকৃষ্ণর মুখমণ্ডলেও একটা নিঃশব্দ মৃদু হাস্য-প্রভা ফুটে উঠল। সে বললে, "আপনি দরকারে খেয়েছেন, তাই দরকার শেষ হওয়ার পর আপনার ডিশে একটা কাটলেট্ প'ড়ে থাকতে পেরেছে; কিন্তু চারখানা কাট্‌লেট শেষ ক'রে আমি প্রমাণ করেছি যে, আমি দরকারে খাইনি।"

বিজয়েশ বললে, "আর দুখানা খেলে সেই প্রমাণটা আর একটু জোরালো হয় না?"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল; এবার কিন্তু আর-একটু জোরালো।

কথায় কথায় রাজনৈতিক বিতর্ক পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে দেখা দিলে। অনীতা বললে, "স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি করা; সুতরাং সেই উন্নতি বিধানের পথে সকল বাধার অপসারণ ঘটানো। চীন যা দু বৎসরে পারে, চার বৎসরে ভারত তার সামান্য অংশও পারে না কেন, তার সদুত্তর তোমাদের দেওয়া উচিত।"

বিজয়েশ বললে, "পারে না, তার অনেক কারণ আছে অনীতা। সেই অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ তোমরা নিজে। তোমাদের সামলাতে আমাদের যে-শক্তির অপচয় হয়, তা যদি দেশের উপকারে লাগানো যেত, তোমরা যদি বৈরী না হ'য়ে মিত্র হ'তে, তোমাদের মতো মনীষাদীপ্ত দলের সহযোগিতা যদি আমাদের দুর্লভ না হোত, তা হলে হয় ত'চার বৎসরে আরও খানিকটা কৃতকার্যতা দেখানো যেতে পারত। কিন্তু তোমরা ত' আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে না।"

অনীতা বললে, "তোমরা যদি তোমাদের আদর্শের রূপ না বদলাও তা হ'লে কি ক'রে আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি? তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে একেবারে মৌলিক বিভেদ।"

"কি মৌলিক বিভেদ শুনি?"

"তোমাদের দৃষ্টি ওপর দিকে, আমাদের দৃষ্টি তলার দিকে। অবশ্য ইংরেজ আমলে তোমরা জনসাধারণের মুখের দিকেই চেয়ে থাকতে, তাই দেশের সহানুভূতি লাভ করতেও পেরেছিলে। গদি পাওয়ার পর কিন্তু তোমাদের এমন দৃষ্টি-পরিবর্তন ঘটেছে যে, জনসাধারণকে আর চিন্‌তেই পারো না; এখন তোমাদের ঊর্দ্ধদৃষ্টি চেয়ে থাকে দেশী আর বিদেশী পুঁজি-পতিদের স্বার্থের দিকে।"

অনীতার কথা শুনে বিজয়েশের মুখে নিঃশব্দ হাস্য দেখা দিলে; বললে, "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকেই শুধু তাকাইনে অনীতা, তাদের অর্থের দিকেও তাকাই। গোরুকে দানা খাওয়াই জনসাধারণকে দুধ খাওয়াবার জন্যে।"

এবার কথা কইলে জীবনকৃষ্ণ; বললে, "দুধ কিন্তু জনসাধারণের কাছে বিশেষ কিছু পৌঁছয় না বিজয়েশবাবু,—অসাধারণ জনগণই তার অধিকাংশ মেরে দেয়। কি ক'রে পৌঁছবে বলুন? অবহেলিত জনসাধারণ ত' আপনাদের পেছনে প'ড়ে থাকে; আপনারা কি কখনো তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ান? তাদের সঙ্গে আপনাদের যোগ কোথায়?"

বিজয়েশ বললে, "জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই—এই প্রচার-উক্তিটি তোমাদের একটি ভাঁওতা জীবনকৃষ্ণ। যোগের তত্ত্ব অত সরল তত্ত্ব নয়। মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেই সব সময়ে শ্রেষ্ঠ যোগ হয় না। ইণ্ডিয়ান্ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট্, প্রধান মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে বিভাগীয় সেক্রেটারিদের পর্যন্ত নিয়ে একটি বৃহৎ দল তৈরী ক'রে ভারতবর্ষের অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে গিয়ে যদি সে-সব জায়গার দুঃখ-দুর্দশার জন্য যারা দায়ী সেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের দিকে ঘুঁসি ছোঁড়া যায়, তা হ'লে খুব একটা চমক দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে একটা বিপুল অর্থ আর

সময় নষ্ট করা ছাড়া এর দ্বারা আর কোনও সৎকার্য করা হয় না। একটা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যে এ হয়ত করা যায়, কিন্তু চালু রাখবার জন্যে করবার দরকার হয় না। তার চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যদি পল্লীগ্রামের দুঃখ-দুর্দশা দেখে এসে রিপোর্ট দেয়, আর সেই রিপোর্ট অনুযায়ী সেক্রেটারিয়েটের কর্তারা প্রতিবিধান নির্ণয় করে, তা হ'লেই জনসাধারণের সঙ্গে যথার্থ কার্যকর যোগ রাখা হয়।···রেলগাড়ি দেখেছ জীবন ?"

জীবনকৃষ্ণর মুখে হাসি দেখা দিলে ; বললে, "উপমার ভাঁওতা মারবেন ত ?···আচ্ছা, মারুন। ধরা যাক্, দেখেছি।"

বিজয়েশ বললে, "উপমার ভাঁওতা নয় ব্রাদার, উপমার চাবিকাঠি। উপমার চাবিকাঠি না দিলে অনেকের বুদ্ধির তালা খোলে না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তালাই খুলুক,—দেখা যাক কি আপনার উপমার চাবিকাঠি।"

বিজয়েশ বললে, "রেলগাড়িতে এক থাকে সামনের দিকে এঞ্জিন, আর থাকে পিছনের দিকে সাধারণ গাড়ির শ্রেণী। এখন, এঞ্জিন কেন সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কেন আমাদের ভেতরে অবস্থান করবেনা ব'লে যদি সাধারণ গাড়ির শ্রেণী আন্দোলন আরম্ভ করে, আর তার ফলে যদি এঞ্জিনকে ট্রেনের মাঝখানে গিয়ে যোগস্থাপন করতে হয়, তা হ'লে দাঁড়িয়ে থাকাই চলবে, এগোতে গেলে নিষেধের রক্তপতাকা দেখতে না পেয়ে বিপদের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে পড়তে হবে।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "এবার কিন্তু রেলগাড়ি আপনাদের চল্‌বেনা বিজুদা !"

'বিজুদা' কথার মধ্যে সেই পূর্বের ন্যায় শ্লেষের তীক্ষ্ণতা।

বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "চলবেনা কেন ?"

"এঞ্জিনের সঙ্গে পিছনের গাড়ির ছেকল ছিঁড়ে গেছে।"

"কি ক'রে জানলে ?"

"সে আমরা দেখতে পেয়েছি।"

"দিব্যদৃষ্টিতে ?"

"হ্যাঁ, দিব্যদৃষ্টিতে। আর মাস চার পাঁচ। পরে আপনারাও চর্মচক্ষে দেখতে পাবেন।"

হেসে উঠে বিজয়েশ বললে, "সাধারণ নির্বাচনের কথা বলছ? সাধারণ নির্বাচনের পর আমাদের রেলগাড়ি যদি না চলে তা হ'লে দুঃখিত হব নিশ্চয়ই, কিন্তু খুসিও হব এই দৃশ্য দেখে যে, তোমাদের এঞ্জিন রেলগাড়িতে লাগিয়ে হড় হড় ক'রে তোমরা টানছ,—আর পিছনদিকে সাধারণ গাড়ির শ্রেণী তোমাদের অনুসরণ করতে করতে গান ধরেছে,—'মনে পড়েনা কি হে? বলি, সে সব মনে পড়েনা কি হে? যখন হয়ে নত অবিরত সাধতে চরণ ধ'রে, আর রাই রাখ রাই রাখ ব'লে ভাসতে নয়ন লোরে',—কারণ তখন রাই নির্ঘাৎ বুঝেছেন, মথুরায় গিয়ে জীবনকৃষ্ণ রাবণ বনেছেন।"

একটা সমবেত তুমুল হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

জীবনকৃষ্ণ বললে, "জীবনকৃষ্ণ যখন রাবণ বনবে, তখন আপনারা কি করবেন?"

"আমরা! আমরা আর যাই করিনা কেন, ট্রাম আর স্টেট্ বাস পুড়িয়ে নিজেদের শক্তি আর বুদ্ধির পরিচয় দোবনা, সে কথা নিশ্চয়।"

ঠিক এই সময়ে ক্লক ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারটা বাজল। বিজয়েশের কথার উত্তরে অনীতা কি বলতে যাচ্ছিল, হড় হড ক'রে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বিজয়েশ বললে, "আজ আর নয় অনীতা, যথেষ্ট হয়েছে। সব তর্ক একদিনে শেষ করলে পরে মুখ বুজে মারা যেতে হবে। আজ চলি।" তারপর জীবনকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চল।"

"কোথায়?"

"এত রাত্রে অবশ্য বাড়ি-ই।"

"সে বিষয়ে আপনার কি করবার আছে!"

"গাড়ি ক'রে তোমাকে পৌঁছে দেবার আছে।"

"ধন্যবাদ!"

"সেটা বাড়িতে পৌঁছে তারপর দিয়ো।"

দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'য়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "বাড়িতে প্রতিদিন যে উপায়ে পৌঁছই সেই উপায়েই আজও পৌঁছব।"

"একদিন ব্যতিক্রম কর।"

"না।"

"করলে ভাল করতে ব্রাদার, গাড়িতে যেতে যেতে একটা কথা বলতে পারতাম।"

"কি কথা?"

"সেটা এখানে যদি বলি, তোমার নিশ্চয় মনে হবে গাড়িতে বললেই ভাল ছিল।"

কথা কইতে কইতে সকলে গলির দরজার কাছে এসে পড়েছিল। হুড়কা তুলে দরজা খুলতেই দেখা গেল বিজয়েশের বৃহৎ মোটর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভুকে দেখা মাত্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল।

জীবনকৃষ্ণর পিঠে হাত দিয়ে একটু ঠেলে বিজয়েশ বললে, "নাও, ওঠ।"

দৃঢ়কণ্ঠে মাথা নেড়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "না।"

বিজয়েশ বললে, "দেখ, রাগিওনা বলছি! আবার কতকগুলো দুর্বাক্য শুনবে। আচ্ছা, মেয়ে হ'য়ে অনীতা সবল, আর পুরুষ হ'য়ে তুমি এত দুর্বল কেন? সে অনায়াসে কংগ্রেসীর দেওয়া শাড়ি পরতে পারলে আর কংগ্রেসীর গাড়ি চড়তেই তোমার এত ভয়?···নাও, ওঠ, ওঠ! মিছিমিছি পথের উপর একটা সীন্ করোনা,—লোক জ'মে যাবে।"

"উঃ! কি মুস্কিলেই পড়া গেছে আজ!" ব'লে জীবনকৃষ্ণ হুড়মুড় করে প্রসারিত দ্বার দিয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।

"আচ্ছা, আসি মেসোমশায়, আসি অনীতা।" ব'লে যুক্ত করে অভিবাদন ক'রে বিজয়েশ গাড়ির মধ্যে প্রবেশ ক'রে দরজা লাগিয়ে দিলে।

সামান্য একটা হর্ণ দিয়ে গাড়ি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। তার পিছন দিকের দুটো উজ্জ্বল লাল আলো ছোট হ'তে হ'তে অকস্মাৎ মোড় নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বাড়ির দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাণীকণ্ঠ বললে, "অদ্ভুত মানুষ তোমার বিজয়েশ চৌধুরী, অনু!"

অনীতা সহসা একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিল, বাণীকণ্ঠর কথায় সচেতন হ'য়ে বললে, "সত্যিই অদ্ভুত।"

১৫

রাত্রি এগারটা বেজে গিয়েছিল। সচরাচর এর বহু পূর্বেই বাণীকণ্ঠদেব রাত্রের আহার শেষ হ'য়ে যায়। বিজয়েশ ও জীবনকৃষ্ণ প্রস্থান করতেই তাড়াতাড়ি আহার কার্য সমাপন ক'রে যে যার নিজ নিজ কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

প্রত্যহ নিয়মিত রাত্রি একটা দেডটা পর্যন্ত অনীতা পড়া-শোনা করে। দিনমান তার কাটে কলেজ এবং সীর সঙ্ঘের ধান্দায়, রাত্রে আহারের পর প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে মগ্ন হয় পড়াশুনার ব্যাপারে। এ পড়াশুনা আবদ্ধ থাকে শুধু তার এম-এ ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকে, এমন কথা মনে করলে ভুল হবে।

আহারের পর ঘরে প্রবেশ ক'রে অভ্যাসমতো আজও সে একখানা বই নিয়ে ইজি-চেয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করলে; কিন্তু আধখানা পাতার উপর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলে মন বই পড়ছেনা, পড়ছে শুধু চোখ। মনটাকে বেশ একটু নাড়া দিয়ে সচেতন ক'রে নিয়ে আবার সে নিবিষ্ট চিত্তে পড়তে আরম্ভ করলে; ক্ষণকাল পর্যন্ত দেখা এবং বোঝার কাজ এক তালেই চলল, কিন্তু হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে সে আবিষ্কার করলে, তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কখন্ তার মন বইয়ের পাতার এলাকা থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। আজ আর কিছুতেই পড়া হবেনা বুঝতে পেরে বিরক্ত হ'য়ে বই রেখে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে সে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু তাতেই কি নিষ্কৃতি আছে? চোখ বুজল ত' মন বোজে না! নানা প্রকার এলোমেলো চিন্তাসূত্রের জাল বুনতে বুনতে খাড়া হ'য়ে মন জেগে থাকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অনীতা ভাবে পাশ বদল ক'রে শুলে অবস্থাও হয়ত খানিকটা বদলাতে পারে। ডান পাশ থেকে সে ফিরে শোয় একেবারে বাম

পাশে। তার দ্বারা অবস্থা খানিকটা বদলায় বটে,—কিন্তু অবনতির দিকেই বদলায়। ডান পাশের চিন্তা ছিল প্রধানতঃ বিজয়েশের কথা অবলম্বন ক'রে; বাম পাশের দুশ্চিন্তা হ'ল জীবনকৃষ্ণর কথা ভাবতে গিয়ে। বিজয়েশের রহস্যালাপ বিশ্লেষণ হয়ত' মনের মধ্যে খানিকটা ইঙ্গিতের কুজ্ঝটিকা রচনা করে; কিন্তু জীবনকৃষ্ণের ক্রোধাগ্নির ইন্ধন যেন সুস্পষ্ট হ'য়ে ভয় দেখাতে থাকে। মনে হয় সে ইন্ধনের বেশ-খানিকটা অংশ হয়ত' কোনো অরাজনৈতিক বৃক্ষ হ'তেই আহৃত হয়েছে।

অনীতা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাই যদি হয় তা হ'লে ত জীবনকৃষ্ণ হ'য়ে উঠবে তার জীবনের সমস্যা! সপ্তাহের মধ্যে ছ দিন সে আসে কমলাকে পড়াতে, তার মধ্যে ক দিনই বা তাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হ'তে পারবে।

অনীতা পার্শ্ব পরিবর্তন করবার প্রয়োজন বোধ করলে। বামপার্শ্বও তাকে বহুবাঞ্ছিত সুষুপ্তির শান্তিময় পুরীর পথ দেখাতে সমর্থ হ'ল না। এবার সে বালিশের উপর দুই বাহু একত্র ক'রে তার মধ্যে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে মনকে অবিরত অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টায় রত হ'ল। এ উপায়ে খানিকটা সুবিধা দেখা দিলে। মাঝে মাঝে চিন্তার সূত্র শেষ হবার পূর্বেই ছিন্ন হ'য়ে যায়; সময়ে সময়ে একটা কথার উপর আর-একটা কথা এসে প'ড়ে অসংসর্গযোগে তাল পাকাতে থাকে।

এ সকলই তন্দ্রাবেশের লক্ষণ। আর দু-চার মিনিট এইভাবে অতিবাহিত হ'তে পারলে হয়ত' অনীতা নিদ্রার নিশ্চিন্ত সলিলে নিমজ্জিত হ'তে পারত। কিন্তু সহসা একটা কথা মনে প'ড়ে যেটুকু তন্দ্রাচ্ছন্নতা তার নিমীলিত চক্ষের অপর দিকে ঘনিয়ে এসেছিল, উগ্র কৌতূহলের প্রভাবে, সূর্যোদয়ে হালকা কুয়াশার ন্যায়, নিমেষের মধ্যে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেল। একটা কোনো কথা বলবার লোভ দেখিয়ে বিজয়েশ তার গাড়িতে জীবনকৃষ্ণকে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছিল, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেই লোভ দেখানোর কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন নূতন ঔৎসুক্যের তাড়নায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠল।

—আচ্ছা, কি সম্ভবতঃ হ'তে পারে সেই অদ্ভুত কথা, যা এ বাড়িতে শুনলে জীবনকৃষ্ণর মনে হ'ত বিজয়েশের গাড়িতে যেতে যেতে শুনলেই ছিল ভাল?

কি-এমন হ'তে পারে বিজয়েশের কোনো একতরফা বক্তব্য, যা বাড়িতে বলার চেয়ে গাড়িতে বলাই শোভনতর হয়? বাড়ি অর্থে ত' এখানে ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকির ইমারত নয়, বাড়ি অর্থে বাণীকণ্ঠ, কমলা আর সে। বর্তমান প্রসঙ্গে বাণীকণ্ঠ ও কমলা ত' অবান্তর ব্যক্তি। তা হ'লে বাড়ি অর্থে একমাত্র সে-ই নিজে। তা হ'লে, কি-সে এমন বিশেষ কথা, যা শুধু তার অনুপস্থিতিতেই বলা চলে? সে কথা কি তা হ'লে তাকে জড়িত ক'রে জীবনকৃষ্ণকে কোনো আশ্বাস প্রদান, অথবা উপায় নির্দেশ? তা যদি হয়, তা হ'লে ত বিজয়েশের পক্ষে তেমন আচরণ গভীর অবিবেচনার কথা হবে!

একটা নিরঙ্গ নিরবয়ব সূক্ষ্ম অভিমানে অনীতার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। কি-এমন জানে তাকে বিজয়েশ, কি-এমন বোঝে তাকে যে, এরূপ অনধিকার চর্চায় প্রবৃত্ত হ'তে সঙ্কোচ বোধ করে না? একটা দুর্নির্ণেয় অপমান বোধের মনস্তাপে সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু এই সহসাজাত আপাত-অকারণ চিত্তদৌর্বল্য থেকে মুক্তিলাভ করতেও তার বিলম্ব হ'ল না। স্বভাবতঃ সে সবলস্নায়ুর মানুষ, ঘটনার প্রতিকূলতাকে জড়িয়ে ধ'রে আপসা-আপসি করতে সে নিজের কাছেই অপমানিত বোধ করে। উত্তেজনার বশীভূত হ'য়ে ক্ষণকালের জন্য চিত্তের ভারসাম্য হারিয়েছিল ব'লে কিছুতে নিজেকে ক্ষমা না ক'রে মনে মনে সে বারংবার আপনাকে তিরস্কৃত করলে।

ক্ষণকাল নিশ্চল ভাবে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থেকে মনের মধ্যে সে এই আত্মচেতনা জাগিয়ে তুললে যে, এখন যখন কিছুদিন বিজয়েশ ও জীবনকৃষ্ণর মধ্যবর্তিনী হ'য়ে তাকে চলতেই হবে, তখন একান্ত নিরপেক্ষ এবং নিরাসক্ত মন নিয়ে যদি চলতে পারে তবেই মঙ্গল, অন্যথা বিজয়েশ এবং জীবনকৃষ্ণ উভয়েই হ'য়ে উঠবে তার সমস্যা।

বাণীকণ্ঠর ঘরে ক্লক-ঘড়িতে ঢং ক'রে একবার শব্দ হ'ল। একটা শব্দ হলেও সময়ের আন্দাজে অনীতা বুঝলে সেটা একটা বাজার শব্দ নয়, সাড়ে বারোটা বাজার। শয্যা ত্যাগ ক'রে আলো জ্বেলে প্রথমে সে মুখে চোখে জল দিলে, তারপর খানিকটা জল পান ক'রে টেবিলের সামনে বস্‌ল, বুই

পড়তে নয়, চিঠি লিখ্‌তে। দিল্লীপ্রবাসিনী তার এক্‌ সদ্যবিবাহিতা বান্ধবীর উপর্যুপরি দুখানা চিঠি এসে প'ড়ে রয়েছে উত্তরের প্রত্যাশায়। নিরবসর কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিই-দিই ক'রেও এ পর্যন্ত সেগুলির উত্তর দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

প্রথমে চিঠি দুখানি বার ক'রে অনীতা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করলে। দুখানি চিঠিই নবোঢ়া নারীর নূতন অভিজ্ঞতার হর্ষে ও রসে আপ্লুত। পাঠ শেষ হ'লে চিঠির কাগজের প্যাড বার ক'রে সে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে। রসভাষের উত্তর দিতে গিয়ে রসের অবতারণা করতেই হ'ল, পরিহাসের উত্তরে পাঠাতে হল পাল্টা পরিহাস।

অবশেষে রসরহস্যস্নিগ্ধ দীর্ঘ পত্র যখন শেষ হ'ল তখন প্রবাসিনী বান্ধবীর কল্যাণে অনীতার মনও স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। আলো নিভিয়ে সে শয্যাগ্রহণ করলে এবং প্রতিদিনের মতই শুতে-না-শুতে তার দুই চক্ষু গভীর নিদ্রায় নিমীলিত হ'য়ে গেল।

১৬

সকাল বেলা অনীতার ঘুম ভাঙল কমলার কণ্ঠস্বরে।

ধড়মড়িয়ে শয্যার উপর উঠে ব'সে চতুর্দিকে দিবালোকের সমারোহ দেখে মনে-মনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হ'য়ে সে বল্‌লে, "ঈশ্‌! অনেক বেলা হ'য়ে গেছে দেখছি! ছটা বাজে না-কি কমল?"

হাসিমুখে কমলা বললে, "ছটা আবার ও-বেলা বাজবে। পিছনে তাকিয়ে দেখ,—টেবিলের ওপর ছটা বেজে দশ মিনিট।" তারপর ঈষৎ অধীরোদ্যত কণ্ঠে বললে, "নাও,—দোর খোল দিদি।"

ভিতর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে কমলা কথা কচ্ছিল। অনীতা দোর খুলে দিতে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললে, "আজ দেড় ঘণ্টা দেরি ক'রে উঠেছ। আচ্ছা, কি করছিলে এতক্ষণ বল ত? বিজয়েশ দাদা আর মাস্টার মশায়ের স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?"

সহাস্যমুখে মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না রে, না। ওদের দুজনের স্বপ্ন দেখা জেগে জেগেই শেষ করেছি।" তারপর ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মেসোমশায় চা খেয়েছেন কমল ?"

কমলা বল্‌লে, "বাবা চা খেয়ে বাজারে গেছেন।"

অনীতা চকিত হয়ে উঠল, "বাজারে গেছেন ? ছি, ছি, কি লজ্জার কথা ! আমাকে ঠিক সময়ে ডাকিস নি কেন কমল ?"

হাসিমুখে কমলা বললে, "ডাকবার কি উপায় ছিল ? একবার ডাকতে গিয়েছিলাম, বাবা মানা ক'রে বললেন, ডাকিস নে ওকে। ওকে কাল রাত্রে যে রকম হ্যাঁপা পোয়াতে হয়েছে, যতক্ষণ ঘুমোয় ঘুমোক। বাবা বাজার যেতে তবে ত' তোমাকে ডাকলাম।"

"খেলার মা এসেছে ?"

"হ্যাঁ, সে এসে ডাল চড়িয়ে দিয়েছে।"

খেলার মা একাধারে অনীতাদের পরিচারিকা, পাচিকা আর অভিভাবিকা। সংসারের সকল কাজ শেষ ক'রে রাত দশটার সময়ে সে বাসায় ফেরে। পুনরায় সকালে এসে হাজিরা দেয়।

"তুই চা খেয়েছিস ত কমল ?"

মৃদু হেসে কমলা বললে, "আমি কি সকালে দু বার চা খাই দিদি ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে, তোমার সঙ্গে না খেলে কি তেষ্টা মেটে ? তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধোয়া সেরে নাও, চায়ের জন্যে প্রাণটা টা-টা করছে।"

দুঃখিত স্বরে অনীতা বল্‌লে, "ছি, ছি, কি অন্যায় ! আমি দু মিনিটের মধ্যে আসছি ভাই, তুই গিয়ে গুছিয়ে বোস।" তারপর বাথরুমের দিকে যেতে যেতে পিছন ফিরে জিজ্ঞেসা করলে, "কালকের কাটলেট কি রকম আছে কমল ?"

কমলা বললে, "যথেষ্ট আছে। বাবাকে দুখানা দিয়েছি, বাদলাকে চারখানা পাঠিয়েছি, খেলার মাকে দিয়েছি দুখানা, তবুও এখনো পাঁচ ছখানা আছে।"

স্মিত মুখে অনীতা বললে, "চায়ের জন্যে ত' তোর প্রাণ টা-টা করছে, কাটলেটের জন্যে কি টা-টা করছে শুনি?"

হাসি মুখে কমল বললে, "টা-টা করছে না দিদি, চোঁ-চোঁ করছে।"

একথায় উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

চা খেতে খেতে এক সময়ে অনীতা ডাক দিলে, "ভাই কমা!"

অনীতার আদরের এই বিশেষ ডাকটিতে তার মনের প্রফুল্ল অবস্থার সন্ধান পেয়ে খুসী হ'য়ে কমলা বললে, "কি আদেশ কোলানদি?"

কমলাকে অনীতা কমা ব'লে ডাকলে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কমলা অনীতাকে কোলান দিদি ব'লে ডাকে।

অনীতা বললে, "আজ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতে আমার একটু দেরি হ'তে পারে। তোর মাস্টার মশায়ের পড়া শেষ করবার আগে পৌঁছতে খুব চেষ্টা করব। যদিই একটু দেরি হ'য়ে যায়, গল্পটল্প ক'রে দশ-পনের মিনিট তাঁকে আটকে রাখিস।"

কমলা বললে, "দশ পনের মিনিট কেন, ঘণ্টা—দেড় ঘণ্টা আটকে রাখতেও অসুবিধে হবে না। কিন্তু আজ আবার তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে না-কি তুমি?"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "না, না, আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করব কেন? বিজুদার ইস্পাতখণ্ড না থাকলে তোর গুরুর পাথরখণ্ড থেকে তর্কের স্ফুলিঙ্গ বেরোবে কেমন ক'রে?"

কপট অভিমানের সুরে কমলা বললে, "আমার গুরুকে তুমি পাথর বানালে দিদি?"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "পাথরই ত' গুরু হয় কমল। তাছাড়া, কাল কে আঘাত করছিল, আর কার দেহ থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছিল তা বিচার করতে গেলে তোর গুরুই ত' পাথর সাব্যস্ত হন।"

কমলা বললে, "তা হবে। কিন্তু কাল তুমি ফরওয়ার্ডে খেলনি দিদি, ব্যাকে খেলেছিলে। ব্যাকে খেলে অবশ্য মাঝে মাঝে মাস্টার মশায়কে গোল থেকে বাঁচাচ্ছিলে। কিন্তু ফরওয়ার্ডে যদি খেলতে তা হ'লে তুমিও বিজয়েশ দাদাকে দু-চারটে গোল খাওয়াতে পারতে।"

কমলার কথা শুনে অনীতা হাসতে লাগল। বললে, "বিজুদার নেটে বল ঢোকানো ভারি কঠিন কাজ কমল। কাল আমি ত' কয়েকবার তাঁর বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ডেও খেলেছিলাম, কিন্তু গোল দিতে পারিনি। হয়ত বড় জোর এক আধটা কর্ণার করতে পেরেছিলাম।"

কমলা বললে, "জমিদারের তশিলদারদের কথা তুলে তুমি ত' একবার বিজয়েশদাদাকে বিষম কর্ণারে ঠেসে ধরেছিলে। আমি ভাবছিলাম গোল বুঝি হ'য়েই যায়! আমার বিশ্বাস, হয়েও গিয়েছিল।"

কমলার কথা শুনে অনীতা হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, কমল, সে বল বিজুদা ফেরৎই পাঠিয়েছিলেন। গোল হয় নি।"

১৭

সন্ধ্যা সাতটার সময়ে জীবনকৃষ্ণ কমলাকে পড়াতে এলে নিয়ম-মতো কমলা প্রথমে তাকে এক পেয়ালা চা ও রেকাবে কিছু বিস্কুট এনে দিলে।

চা পান করতে করতে জীবনকৃষ্ণ এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার দিদি বোধহয় বাড়ি নেই কমলা?"

মাথা নেড়ে কমলা বললে, "আজ্ঞে না, কলেজ থেকে দিদি এখনও বাড়ি ফেরেন নি, কি-এক দরকারি কাজ আছে। তবে আটটার মধ্যে এসে পড়বেন ব'লে গেছেন।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে জীবনকৃষ্ণ বললে, "ও! কলেজ থেকে বাড়ি ফেরেনইনি? তা হ'লে বেশ দরকারি কাজই বোধহয়?"

কমলা উত্তর দিলে, "বোধহয়।"

দু চুমুক চা খেয়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "নতুন অফিসের জন্যে অনেক ব্যবস্থা করবার আছে। হয়ত সীর সজ্বের কাজে বিজয়েশ বাবুদের বাড়িই গিয়ে থাকবেন।"

কমলা উত্তর দিলে, "বিজয়েশ বাবুদের বাড়ি যাবার কথা ব'লে যান নি কিন্তু।"

"না-যাবার কথাও ত' ব'লে যান নি ?"

কমলার অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হ'ল; বললে, "না, তাও ব'লে যান নি।"

ঠিক সাড়ে আটটার সময়ে অধ্যাপনা শেষ ক'রে জীবনকৃষ্ণ জুতায় পা গলাতে আরম্ভ করলে।

কমলা বললে, "আটটার মধ্যেই দিদির ফেরবার কথা; কিন্তু কোনো কারণে দেরি হ'য়ে পড়লে, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "তোমার দিদি কাজের মানুষ, কাজের জন্যে তিনি দেরি করতে পারেন; কিন্তু আমিও ত এমন অকেজো মানুষ নই যে, তাঁর অপেক্ষায় আমার দেরি করা অনায়াসে চলতে পারবে।"

ব্যগ্র কণ্ঠে কমলা বললে, "না, না, তা আপনি নিশ্চয়ই নন। অপেক্ষা করলে আপনার যদি কাজের ক্ষতি হয় তাহ'লে অপেক্ষা ক'রে কাজ নেই, আমি দিদিকে সে কথা বলব অখন।"

"তুমি ত বলবে, কিন্তু তোমার দিদি কি তোমার সে কথা বুঝবেন? তিনি যদি তোমার দিদি না হ'য়ে দাদা হতেন, তা হ'লে বুঝতেন; কিন্তু দৈবক্রমে তিনি তোমার দাদা নন।"

"তা হ'লে কি এক পেয়ালা চা দেবো? গল্প করতে করতে একটু অপেক্ষাই করবেন?"

"কার সঙ্গে গল্প করব? তোমার সঙ্গে?"

"তা করতে পারেন। ইচ্ছে করলে বাবার সঙ্গেও করতে পারেন। তিনি ত আপনার সঙ্গে গল্প করতে খুব ভালবাসেন।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "তা হয়ত বাসেন; কিন্তু, সে লোকের নাম করতে পার কমলা?"

হঠাৎ এরূপ খাপছাড়া প্রশ্নে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে কমলা বললে, "কার, বলুন ত?"

"যার সঙ্গে গল্প করতে তোমার বাবা ভালবাসেন না?"

কমলার মুখে কৌতুকের নিঃশব্দ মিষ্ট হাস্য ফুটে উঠল। সে কথা নিতান্ত মিথ্যে নয়। কারো সঙ্গে গল্প করতে ভাল না বাসার রূঢ়তার পরিচয় তার ভালমানুষ বাবার মধ্যে খুঁজে বার করা সত্যই কঠিন। বললে, "তা হ'লেও, কম-বেশি ত আছে।"

"কিন্তু তোমার যদু পিসেমশায়ের সঙ্গে যখন তোমার বাবা গল্প করেন তখন ত কমের খানিকটা পরিচয় পাওয়া উচিত? কিন্তু পাওয়া যায় কি?"

এবার কমলা হেসে ফেলে বললে, "হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। তেমন কিছু পাওয়া যায় না।"

"তবে?"

অনীতার প্রসঙ্গ ওঠায় অর্দ্ধপথেই জীবনকৃষ্ণের জুতা পরা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। এখন সে প্রসঙ্গের শেষ হওয়ায় জুতার মধ্যে দুই পা সম্পূর্ণ গলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, "তোমার বাবার কাছেই না হয় একটু অপেক্ষা করিগে।"

দিনের সমস্ত কেনা-কাটা শেষ হয়েছে মনে ক'রে বাণীকণ্ঠ মনিব্যাগ থেকে টেবিলের উপর টাকা পয়সা ঢেলে হিসাবের খাতার জমাখরচের উদ্বৃত্তের সহিত মজুদ অর্থ মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। হিসাবের উদ্বৃত্তের অঙ্ক অপেক্ষা তবিলে বেশি দাঁড়াচ্ছে দশ পয়সা। ভুলের কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য পথে উপস্থিত হ'য়ে এই দুর্বৃত্ত দশ পয়সা উৎপাত বাধিয়েছে তা আবিষ্কার করবার জন্য বাণীকণ্ঠ নিবিড় মনোযোগের সহিত সেদিনের খরচের প্রত্যেকটি বাব পরীক্ষা ক'রে দেখছে, এ হেন বিব্রত অবস্থার মধ্যে কক্ষে প্রবেশ ক'রে জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করলে, "ব্যস্ত আছেন না-কি বাণীকণ্ঠ বাবু?"

টাকা-পয়সা সামনে ছড়িয়ে হিসাবের খাতার উপর ঝুঁকে প'ড়ে কেউ যদি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকিয়ে থাকে, বলতেই হবে সেটা ব্যস্ত থাকার লক্ষণ; কিন্তু সে কথা স্বীকার করলে পাছে কোনো প্রকারে জীবনকৃষ্ণের মনে আঘাত দেওয়া হয়, সেই ভয়ে বাণীকণ্ঠ টাকা-পয়সাগুলো তাড়াতাড়ি মনিব্যাগের মধ্যে ফেলতে ফেলতে ব্যগ্রস্বরে বললে, "আজ্ঞে না, না, ব্যস্ত নেই—আসুন, বসুন।" তারপর খরচের খাতাখানা দেরাজের ভিতর পুরে রেখে প্রশ্ন করলে, "পড়ানো হোল?"

একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে ঔদাস্য সহকারে জীবনকৃষ্ণ বললে, "তা হোল, কিন্তু ছুটি হ'ল না।"

"কেন ?'

"অনীতার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কলেজের পর কোন্ কাজে বেরিয়েছেন ; কমলাকে ব'লে গেছেন আসতে দেরী হ'লে আমি যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি।"

ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বাণীকণ্ঠ বললে, "অনীতা কি এখনো কলেজ থেকে ফেরে নি ?"

এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "ব'লে গেছেন আটটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবেন।" হাতের রিস্ট্ ওয়াচের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এখন আটটা চল্লিশ।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিন্তিত মুখে বাণীকণ্ঠ বললে, "তাই ত! আপনাকে অসুবিধেয় ফেললে দেখছি। কিন্তু অপেক্ষাই না-হয় একটু করুন। নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কোনো জরুরি কথা আছে !"

"বোধ হয় তার চেয়েও জরুরি কথায় আর কোথাও আটকে পড়েছেন।"

মাথা নেড়ে উৎসাহ ভরে বাণীকণ্ঠ বল্‌লে, "খুবই সম্ভব।"

এ কথার পর জীবনকৃষ্ণকে অন্য কথা পাড়তেই হল। কিন্তু মোটের উপর কথোপকথন অনীতা এবং তার সীর সন্ধকে অবলম্বন ক'রেই এগিয়ে চলল। এক সময়ে একটু কুণ্ঠিতস্বরে জীবনকৃষ্ণ বললে, "কিছু যদি মনে না করেন বাণীকণ্ঠ বাবু, তা হ'লে একটা কথা বলি। কিন্তু অনধিকার চর্চ্চা হবে কি-না আমার পক্ষে, তাই ভাবছি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বাণীকণ্ঠ বল্‌লে, "কি-আশ্চর্য! আপনার ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চ্চার কথা উঠতেই পারে না। আপনি কমলের শিক্ষাগুরু, আমাদের আত্মীয়ের বাড়া। কি বলতে চান, অসঙ্কোচে বলুন।"

বলবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে কথাটা সোজাসুজি বলতে গিয়ে জীবনকৃষ্ণ কিন্তু প্রথমে একটু অসুবিধা বোধ করলে। যেভাবে প্রসঙ্গটার অবতারণা করলে তেমন অশোভন হবে না, এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মনে মনে তাই বোধহয়

ভেবে নিয়ে বললে, "দেখুন, এমন কিছু-কিছু ব্যাপার আছে, মেয়েরা যা ঠিক সময়-মতো ভাবতে জানে, কিন্তু আমরা, অর্থাৎ পুরুষরা, ভাবতে দেরী ক'রে ফেলি।"

উৎসাহ ভরে বাণীকণ্ঠ বল্‌লে, "কিছু-কিছু নয় জীবনবাবু, এমন অনেক কিছুই আছে। মেয়েরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সময়ত্বরুস্ত।"

"সেই জন্যে আমার মনে হয়, অনীতার মা অথবা মাসীমা বেঁচে থাকলে যে কথাটা তাঁরা যথাসময়ে নিশ্চয়ই ভাবতেন, সেটা ভাবতে আপনি দেরি না ক'রে ফেলেন।"

বাণীকণ্ঠর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এল ; গভীর স্বরে বল্‌লে, "সে ভয় যে একেবারে নেই, তা কিছুতেই বলা যায় না ! কিন্তু কথাটা কি, বলুন ত জীবন বাবু ?"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "অনীতার যে রকম ভাবপ্রবণ আর গতিপ্রবণ মন,—আর সেই সঙ্গে তার বয়েসের ধর্মের যা যোগ, তা'তে তার মনের ওপর মোটরকারের স্টিয়ারিং আর ব্রেকের মতো একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই তার গতি ঠিক পথে চালিত হ'তে পারবে।"

কথাটার খানিকটা হদিস পেয়ে বাণীকণ্ঠ মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল মুখে বললে, "ঠিক কথা। কিন্তু অনীতার মনের ওপর স্টিয়ারিং আর ব্রেকের সে কাজ আপনি যথেষ্ট করছেন ব'লেই ত আমার ধারণা ?"

"কিন্তু শুধু বাইরে থেকে মনের ওপর সে কাজ করলেই চলবে না বাণীকণ্ঠ বাবু।"

"তবে ?"

"জীবনের মধ্যে থেকেও করতে হবে।"

"জীবনের মধ্যে থেকেও ?" বাণীকণ্ঠর ললাটে পুনরায় চিন্তার রেখা দেখা দিলে।

"আপনি কি তা হ'লে অনীতার বিয়ের কথা বলছেন জীবনবাবু ?"

"বলছি।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে বাণীকণ্ঠ বললে, "সে কথা আমি যে একেবারে ভুলে থাকি তা নয়, কিন্তু কথাটা কাজে খাটাবার কেমন বাগ পাইনে।"

"কেন ?"

"প্রথমতঃ, যে পথে অনু তার জীবন চালিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গের সহজ যোগ ঠিক যেন খুঁজে পাইনে। তা ছাড়া, একটি উপযুক্ত পাত্রও ত ওর সামনে ধরতে হবে,—তাই বা কোথায় বলুন ?"

বিবাহের পক্ষে বাধাহীন এবং নিঃসংশয়ে উপযুক্ত একজন পাত্রের প্রতি এরূপ প্রশ্ন একজন সতর্ক মানুষ সহজে করে না। ঈষৎ রুষ্ট স্বরে জীবনকৃষ্ণ বললে, "বাঙলা দেশের পাত্র-সমাজ কি এতই দেউলে হয়ে গেছে বাণীকণ্ঠবাবু ?"

জিভ কেটে মাথা নেড়ে শশব্যস্তভাবে বাণীকণ্ঠ বললে, "না, না, ছি-ছি ! তা-ই কি কখনো বলতে পারি ? আমার বলবার উদ্দেশ্য, শুধু আমার জানা-শুনোর মধ্যেই অনীতার উপযুক্ত পাত্র নজরে পড়ে না। আপনার পরিচয়ের গণ্ডি অনেক বড়। তেমন কোনো পাত্র আপনার নজরে পড়ে কি জীবন বাবু ?"

আয়নার সামনে দাঁড়ালে তেমন পাত্র জীবনকৃষ্ণর নজরে পড়ে ; কিন্তু বার বার দুবার বাণীকণ্ঠর ওরূপ মন্তব্যের পর সে কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রথম বারের কতকটা সাধারণ মন্তব্যের পর যদিও বা বলা চল্‌ত, দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের দ্বারা সেই মন্তব্যকে নির্দিষ্টতর করার পর ও কথাই ওঠে না। কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে লিপ্সা, বিশেষ ক'রে গত রাত্রি থেকে, ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, জীবনকৃষ্ণর কানে কানে সে বললে, 'তা হোক্‌,—বল, নজরে পড়ে।' ওষ্ঠাধর কিন্তু দৃঢ়ভাবে বন্ধ হ'য়ে রইল। লোভ যে কথা চিন্তা করতে পারলে, তারা কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে পারলে না। লোভ অন্ধ ; কিন্তু ওষ্ঠাধরের অতি সন্নিকটে একজোড়া চোখের চক্ষুলজ্জার বালাই আছে।

বাণীকণ্ঠর প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তাই হয়ত জীবনকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করছিল, এমন সময়ে উৎফুল্ল স্বরে বাণীকণ্ঠ ব'লে উঠল, "একটি পাত্র কিন্তু নজরে পড়ল জীবন বাবু !"

কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, "কে?"

"বিজয়েশ চৌধুরী। আমাদের পক্ষে হয়ত বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর মতো হবে, কিন্তু কথায় বলে জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে,—চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলে না জীবনকৃষ্ণ। একটা হীনতাগর্ভ অপমানের তাড়নায় তার মুখখানা, বিদ্রোহের অগ্ন্যুদ্গারের পূর্বে, কালো হ'য়ে উঠল। বাণীকণ্ঠ তা একটুও লক্ষ্য না ক'রে ব'লে চলল, "কাল রাত্রে বিজয়েশ বাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পর আজই যখন আপনি এ প্রসঙ্গ তুলছেন, তখন আমার বিশ্বাস আপনিও বিজয়েশ বাবুর কথা ভেবেই তুলছেন। বলুন, ঠিক বলেছি কি-না?" জীবনকৃষ্ণর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কিন্তু নিমেষের মধ্যে বাণীকণ্ঠর উৎসাহ স্তিমিত হ'য়ে গেল।

বিদ্রূপদিগ্ধ কঠোর স্বরে জীবনকৃষ্ণ বললে, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,—বিজয়েশ বাবুর কথা ভেবেই আমি এ প্রসঙ্গ তুলেছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে আমার অহংকার ক্ষমা করবেন। বিজয়েশ বাবু না-হয় আকাশের চাঁদই হলেন, কিন্তু আমি কি আপনাদের পক্ষে এই মাটির পৃথিবীর একটা জোনাক পোকাও নই?"

এই অপ্রত্যাশিত বিতণ্ডায় বাণীকণ্ঠর দুই চক্ষু বিস্ময়ে গোল হয়ে উঠল। "কেন বলুন ত জীবনকৃষ্ণ বাবু, বিজয়েশ বাবু আকাশের চাঁদ হ'লে আপনার জোনাক পোকা হবারই বা কি কারণ আছে?—আমি ত এ কথার কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছিনে।" পরমুহূর্তেই কিন্তু অর্থ খুঁজে পেয়ে উচ্ছলিত হয়ে উঠে বললে, "ওহো, হো-হো! তাও ত বটে! এই দেখুন, দূরে দেখতে গিয়ে কাছের জিনিসের বিষয়ে আমরা কত সময়ে দৃষ্টি হারাই! আপনি জোনাক পোকা হবেন কেন জীবন বাবু! অনীতার পক্ষে আপনি ত উত্তম পাত্র! এমন কি, কোনো কোনো বিষয়ে বিজয়েশ বাবুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ!"

দরজার অব্যবহিত বাইরে দাঁড়িয়ে অনীতা কথাটা শুনলে। তার আগমনের প্রত্যাশায় কমলা সদর দরজা খুলে রেখেছিল। একবার ভাবলে গোপন কথোপকথনের একেবারে সঙ্গীন মুহূর্তে গিয়ে প'ড়ে উভয়কে বিব্রত না

ক'রে সদর দরজায় ফিরে গিয়ে কড়া নেড়ে কমলাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জানান্ দিয়ে আসাই ভাল। পরমুহূর্তে কিন্তু এই ছলনার আশ্রয় গ্রহণের কোনও কারণ খুঁজে না পেয়ে সে কক্ষের দিকেই অগ্রসর হ'ল। এ প্রসঙ্গ বাণীকণ্ঠ এবং জীবনকৃষ্ণর পক্ষে খুব জরুরি এবং গোপনীয় হ'তে পারে, কিন্তু তার পক্ষে নয়। বিবাহের প্রসঙ্গে তার কাছে বিজয়েশই বা কি, আর জীবনকৃষ্ণই বা কি! চন্দ্রই বা কি আর খদ্যোতই বা কি!

জীবনকৃষ্ণর আহত অভিমানে আর একটু সান্ত্বনার প্রলেপ লাগবার অভিপ্রায়ে বাণীকণ্ঠ বলছিল, "আপনি যদি বলেন জীবনবাবু, আমি না-হয় আজই অনীতাকে"—এমন সময়ে অনীতাকেই কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বাক্যের বাকি অংশটুকু সে নিঃশব্দে গলাধঃকরণ ক'রে নিলে।

হাসিমুখে জীবনকৃষ্ণর নিকট উপস্থিত হ'য়ে অনীতা বল্‌লে, "অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি,—না?"

জীবনকৃষ্ণ বল্‌লে, "তা খানিকক্ষণ রেখেছ।"

বাণীকণ্ঠ বল্‌লে, "না, না, খুব বেশিক্ষণ নয়।"

অনীতা বল্‌লে, "আসুন, আমার ঘরে।"

"মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে চা-টা খাও, তারপর আমি যাচ্ছি।"

"চা-টা খাওয়া আমার হ'য়ে গিয়েছে।"

"কোথায়? সীর সঙ্গে?"

সুমিষ্ট হাসি হেসে অনীতা বল্‌লে, "না, দেবেন বাবুদের বাড়ি।"

এক সঙ্গে একই মাত্রায় খুসি এবং বিস্মিত হ'য়ে জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে "তাঁদের ঠিকানা কেমন ক'রে পেলে?"

"ঘরে চলুন, বলছি।"

১৮

ঘরে প্রবেশ ক'রে বাতি জ্বেলে দিয়ে অনীতা বললে, "ইজিচেয়ারে ভাল ক'রে বসুন জীবন বাবু।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "আর তুমি? তুমি কিসে বসবে?"

টেবিলের সম্মুখ থেকে হাতলবিহীন অপ্রশস্ত কাঠের চেয়ারটা ইজিচেয়ারের দিকে একটু টেনে নিয়ে অনীতা বললে, "আমি বস্‌ব এই চেয়ারে।"

মাথা নেড়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "না, না অনীতা, তুমি ঘুরে-ঘারে ক্লান্ত হ'য়ে এসেছ, তুমি আরাম ক'রে ইজিচেয়ারে বোসো; আমি বসি এই চেয়ারটায়।" ব'লে টান দিয়ে কাঠের চেয়ারটা নিজের দিকে একটু সরিয়ে নিলে।

ঠিক ততটুকুই নিজের দিকে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে হাসিমুখে অনীতা বললে, "না, না, ইজিচেয়ারে আপনি বসুন। নিজে ইজিচেয়ারে ব'সে আপনাকে এ চেয়ারে বসালে আমার মন ইজি হ'তে পারবে না।"

এ নিতান্তই সহজ ভদ্রতার সামান্য সরস কথা; তথাপি এই যৎসামান্যতেই জীবনকৃষ্ণর মুখ প্রসন্নতায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। বিজয়েশদের গৃহে অনীতা সম্ভবত অবস্থান করছে আশঙ্কা ক'রে যে-সময়টা তার যৎপরোনাস্তি অশান্তিতে কেটেছিল, বস্তুত সে সময়ে অনীতা দেবেন বাবুদের গৃহে অবস্থান করছিল অবগত হ'য়ে পর্যন্ত অনীতার প্রতি সে এমনিই খানিকটা কৃতজ্ঞ হ'য়েছিল, তার উপর অনীতার এইটুকু প্রিয়বাক্যে মনে মনে অতিশয় আপ্যায়িত হ'য়ে সে বললে, "কিন্তু আমারও একটা মন আছে অনীতা! আমার সে মনও ত আন-ইজি (un-easy) হ'তে জানে।"

উত্তরে হাসিমুখে অনীতা বললে, "এক পেয়ালা চা দিতে বলি জীবনবাবু?"

প্রশ্ন শুনে জীবনকৃষ্ণ দুঃখিত হ'ল। অনীতার প্রসঙ্গ-পরিবর্তনের পদ্ধতির সহিত সে পরিচিত। ইজিচেয়ারের প্রসঙ্গ অবলম্বন ক'রে যে ঈষৎ সরস কথোপকথন সচল হয়েছিল তদ্দ্বারা তার বক্তব্যের পথ হয়ত খানিকটা মসৃণ হবে আশা করছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দম ক'রে চা-পানের অবতারণার দ্বারা অনীতা যে ইজিচেয়ারের প্রসঙ্গে পাকাভাবে অর্গল লাগিয়ে দিলে, তা বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল না। বললে, "চা ত' যথানিয়ম এক পেয়ালা খেয়েছি; তবে তুমি যদি খাও ত' আর এক পেয়ালা খেতে পারি।"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "আমিও যথাসময়ে দেবেন বাবুর বাড়ি খেয়েছি; তবে আপনি যদি খান, আমিও না-হয় আর-এক পেয়ালা খাব।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "ধন্যবাদ! চেয়ারে না হ'লেও চায়ে অন্ততঃ আমাদের সন্ধি স্থাপিত হ'ল।"

"আপনি বসুন জীবন বাবু, খেলার মাকে চা দিতে ব'লে আসি।" ব'লে অনীতা ভিতরে প্রস্থান করলে।

মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে সে দেখলে ভাল ছেলের মতো ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে জীবনকৃষ্ণ একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। নিজের চেয়ারটা আর একটু জীবনকৃষ্ণর সামনের দিকে সরিয়ে নিয়ে উপবেশন ক'রে ক্ষণকাল সাধারণ দু-চারটে কথাবার্তার পর সে বললে, "পরশু সীর সঙ্ঘের একটা জরুরি মিটিং তলব করছি জীবন বাবু। আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনার বাড়িতেই তলব করি।"

"কিসের মিটিং? কাল যে মিটিংএর কথা বলছিলে সেই মিটিং? বিজয়েশ বাবুদের বাড়ি সীর সঙ্ঘের আস্তানা হওয়া সম্বন্ধে ভোট নেওয়ার মিটিং?"

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না, ভোট নেওয়ার মিটিং নয়। ভোট নেওয়ার মিটিং হ'লে ত' পনেরজন সদস্যর মধ্যে আটজন আমার সপক্ষে ভোট দিলেই আমার জিত হয়। এ আমাদের হবে মতামত নেওয়ার মিটিং; পনের জনের মধ্যে মাত্র একজন আমার বিপক্ষে মত দিয়ে চোদ্দ জন সপক্ষে দিলেও এ মিটিংয়ে আমার হবে হার।"

"আর, তা হ'লে তুমি সীরসঙ্ঘ থেকে নাম কাটিয়ে বেরিয়ে আসবে ত'?"

সহজ কণ্ঠে সহাস্যমুখে অনীতা বললে, "হ্যাঁ, তা ত' নিশ্চয়ই।"

"তোমাদের যদি অন্য কোথাও জায়গার অসুবিধে থাকে তা হ'লে না হয় আমাদের বাড়িতেই মিটিং কোরো,—কিন্তু নিজেরাই দেখে-শুনে ব্যবস্থা ক'রে নিয়ো। আমি তোমাদের সভায় উপস্থিত থাকব না।"

"কেন?'

"যে সভায় আমার পক্ষে হারলেও হার, জিতলেও হার, কোন্ বুদ্ধিতে সে সভায় উপস্থিত থাকব বল?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে অনীতা বললে, "হারলে হার, সে ত সহজ কথা ; কিন্তু জিতলেও হার কেন ?"

জীবনকৃষ্ণের মুখে অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে ; "এত বুদ্ধি ধর অনীতা, আর এই সামান্য কথাটুকু বুঝতে পারলে না ? জলের কাছিমকে ডাঙ্গায় তুলে স্থলচর ক'রে দিয়ে, তার পর তুমি যদি জলে ঝাঁপিয়ে পড় তা হ'লে কাছিমের হার হয়না কি ? পরশুর সভায় তোমার হার হওয়ার মানে ত' তোমাকে হারানো,—আর তোমাকে হারানো মানেই ত' আমার হার।"

অনীতার মুখমণ্ডল ঈষৎ কঠিন হ'য়ে উঠল ; বললে, "সভায় আমার হার হওয়ার মানে জলে আমার ঝাঁপিয়ে পড়া, একথা আপনাকে কে বললে ?"

"কেউ বলেনি,—এ আমার একান্ত নিজের ভয়-পাওয়া মন বলছে।"

"কিন্তু জলের কাছিমকে ডাঙ্গায় তুলে আমি স্থলচর করেছি, এ কথাই বা আপনি কেন বলছেন ?"

"বলছি, ও কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই ব'লে। তোমার কি জানতে এখনো বাকি আছে অনীতা, মনে-প্রাণে আমি একজন কংগ্রেসাইট ছিলাম,—আর, ধর্মান্তরিত হয়েছিলাম একমাত্র তোমারই দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ?"

বিস্ময়তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনীতা বললে, "একমাত্র আমার দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে ?—আমার মতের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে নয় ?"

সহজ শান্ত ভাবে জীবনকৃষ্ণ বললে, "হ্যাঁ, তোমার মতের দ্বারাও খানিকটা আকৃষ্ট হ'য়ে ; কিন্তু সে খানিকটা কতটুকু, তা জানো ? একজন সুন্দরী মেয়ের দেহের অলঙ্কার পুরুষের মনকে যতটুকু আকৃষ্ট করে ঠিক ততটুকু। তোমার রাজনৈতিক মত দেহের অলঙ্কারের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না অনীতা।"

দৃপ্তস্বরে অনীতা বললে, "আমার দেহ তা হ'লে আমার রাজনৈতিক মতের চেয়ে বড় ?"

"বড়। আমার চোখে ত' নিশ্চয়ই বড়।"

"এই রক্তমাংসের পিণ্ড বড় ?"

"দেহকে যদি রক্তমাংসের পিণ্ডই শুধু বলো, তা হ'লে রক্তমাংসের পিণ্ডই বড়।"

একটা অপরিমেয় বিরক্তি ও ঘৃণায় অনীতা মনে-মনে ব'লে উঠল, ছিঃ!— প্রকাশ্যে রুক্ষস্মিত মুখে বললে, "দুঃখিত হলাম জীবন বাবু!"

"কেন বল ত?"

"আপনার দুর্বলতার কথা জেনে। আপনি যে এত দুর্বল তা জানতাম না।"

অনীতার কথা শুনে জীবনকৃষ্ণ এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল; তারপর ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বললে, "আমি প্রতিবাদ করছি অনীতা, তোমার অন্যায় অভিযোগের। কিসে জানলে আমি দুর্বল, তা শুনি?"

এই প্রত্যভিযোগের ও অসুবিধাজনক প্রশ্নের অপ্রীতিকর উত্তর আদৌ দেবে কি না সেই দ্বিধায় অনীতা মুহূর্তের জন্য নির্বাক হ'য়ে গিয়েছে, এমন সময়ে একটা ট্রেতে দু পেয়ালা চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে খেলার মা ঘরে প্রবেশ করায় সে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে ঘরের এক কোণ থেকে একটা ছোট তেপাই নিয়ে জীবনকৃষ্ণের চেয়ারের পাশে রাখলে; তারপর খেলার মার ট্রে থেকে এক পেয়ালা চা নিজের জন্যে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বাকি চা ও বিস্কুট তেপাইয়ের উপর স্থাপন করলে।

বিস্কুটের রেকাব খেলার মাকে ফিরিয়ে দিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জীবনকৃষ্ণ বললে, "বল, কোথায় পেয়েছ আমার দুর্বলতার পরিচয়?"

যে উত্তেজনার বশবর্তিনী হ'য়ে অনীতা এ পর্যন্ত বিতর্ক চালিয়েছিল, চা নিয়ে খেলার মার আবির্ভাবের দরুণ ক্ষণকালীন বিরতির ফলে তা কতকটা প্রশমিত হ'য়ে গিয়েছিল। অপ্রিয় আলোচনাকে আর অধিক চালিত না করবার অভিপ্রায়ে অনীতা বললে, "ও কথা আর না-হয় থাক্ জীবন বাবু,— আপনি চা খান্।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "চা আমি খাচ্ছি, কিন্তু অভিযোগ ক'রে অভিযোগের প্রমাণ না দিলে অভিযুক্তের প্রতি অবিচার করা হয় অনীতা।"

এ কথার পর আর চুপ ক'রে থাকা গেল না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনীতা বললে, "আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন জীবন বাবু, একটা সামান্য মেয়ের দেহের দ্বারা

আকৃষ্ট হ'য়ে নিজের রাজনৈতিক মত পরিত্যাগ করলে দুর্বলতারই পরিচয় দেওয়া হয়।"

জীবনকৃষ্ণের অধরপ্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে; সংযত স্বরে সে বললে, "এই তোমার প্রমাণ অনীতা? এই তোমার যুক্তি?···কিন্তু তোমার এই যুক্তিরই উত্তরে যদি বলি, সামান্য মেয়ে তুমি নও, অসামান্য মেয়ে; যদি বলি আমি দুর্বল নই, আমি সাধারণ স্বাভাবিক, তুমিই প্রবল; যে দুর্বলতার নিন্দা আমার করছ, তার বিরুদ্ধে যদি বিশ্বামিত্র-মেনকার কাহিনীর নজির দেখাই, তা হ'লে তুমি কি বলবে বল? পুষ্কর হ্রদে অপ্সরা মেনকাকে স্নান করতে দেখে বিশ্বামিত্র ঋষি যে তার পদতলে সমস্ত সাধন-ভজন-তপস্যা বিসর্জন দিয়েছিলেন, সে কি মেনকার কোনো রাজনৈতিক মতের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে, না দেহের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে?"

শান্ত কণ্ঠে অনীতা বললে, "দেহের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে। সেই কারণে বিশ্বামিত্রত্ব থেকে স্খলিত হ'য়ে বিশ্বামিত্র ঋষির পতনও ঘটেছিল।"

জীবনকৃষ্ণ উত্তর দিলে, "বিশ্বামিত্র ঋষির পতন ঘটেছিল অপবিত্র পেতলের দেহের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব'লে; আমি আকৃষ্ট হয়েছি পবিত্র সোনার দেহের প্রতি। বিশ্বামিত্রর মেনকা বিশ্বামিত্রকে পথভ্রষ্ট করেছিল; আমার নিষ্পাপ মেনকা আমাকে পথ দেখিয়েছে অনীতা!"

যে দেবীকে প্রসন্ন করবার জন্য আজ জীবনকৃষ্ণ বদ্ধপরিকর, তার অর্চনায় পুষ্প-পত্র-চন্দনের কোনো অঞ্জলি কোনো অর্ঘ দান করতে সে বাকি রাখলে না। অবশেষে, বোধ হয় মনে মনে 'প্রসীদ প্রসীদ দেবি' মন্ত্রোচ্চারণ ক'রেই, দেবীর নিকট বর প্রার্থনাও করলে; বললে, "আজ আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়েছি অনীতা। একটু আগে তোমার মেসোমশায়ের ঘরে হঠাৎ ঢুকে প'ড়ে তার কিছুটা আভাস পেয়েছিলে কি তুমি?"

মৃদুস্বরে অনীতা বললে, "পেয়েছিলাম। কিন্তু—"

অনীতার কথায় বাধা দিয়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "দোহাই অনীতা! 'কিন্তু'টা একটু অপেক্ষা ক'রে থাক্। সে বৃষমনের সঙ্গে ত' একটা মারাত্মক হাতাহাতি আছেই, তার আগে আসল কথাটা শেষ করতে দাও।"

"কি কথা, বলুন ?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে জীবনকৃষ্ণ বললে, "কথা নয়, প্রার্থনা। আমি তোমার পাণি প্রার্থনা করছি অনীতা,—স্ত্রীরূপে তোমাকে পেতে চাচ্ছি আমি।"

কথাটা যে শেষ পর্যন্ত এ ধরণেরই কিছু হবে, তা অনুমান করতে অনীতার বিশেষ বাকি ছিল না। কিন্তু যে সূক্ষ্ম আবরণ অনুমানকে তবুও খানিকটা অস্পষ্ট ক'রে রেখেছিল, যখন ছিন্ন হ'য়ে গেল, তখন নগ্ন বাস্তবের সুস্পষ্টতায় অনীতা চকিত হ'য়ে উঠল। এতক্ষণ যার বিরুদ্ধে সে সমানে তর্ক চালিয়ে এসেছে, যখন প্রস্তাবের কাটাছাঁটা মূর্তি গ্রহণ ক'রে তা উপস্থিত হ'ল, তখন সহসা তার মুখে প্রতিবাদের কোনো বাণী জোগাল না।

জীবনকৃষ্ণ বললে, "এ কথাটা নিয়ে আজই ব্যস্ত না হলেও হয়ত চল্‌ত; কিন্তু আইন শাস্ত্রে একটা মূল্যবান উপদেশ আছে,—Delay is dangerous. পাছে ভবিষ্যতে কোন দিন তুমি ব'লে বসো, 'আপনি বিলম্বে এসেছেন, ইতিমধ্যে অপর একজনের আবেদন মঞ্জুর ক'রে নিয়েছি,' তাই ব্যস্ত হয়েছি আজই আমার দরখাস্ত পেশ করবার জন্যে। এর দ্বারা প্রত্যাখানের অন্তত একটা পথ বন্ধ করা গেল।······কিন্তু অনীতা ?"

ধীরে ধীরে অনীতা জিজ্ঞাসু নেত্রে জীবনকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

উৎকণ্ঠিতস্বরে জীবনকৃষ্ণ বললে, "তোমার মুখ দেখে ভয় পাচ্ছি!··· আজও আমি বিলম্ব ক'রেই আসিনি ত ?"

মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে অনীতা বললে, "না।"

"না ?···তা হ'লে আমার আবেদন গ্রহণ করলে কি অনীতা ? মঞ্জুর করলে, অতটা ভাববার সাহস পাচ্ছিনে ; বিবেচনাধীন রাখলে ত ?"

অনীতা বল্‌লে, "আপনার প্রস্তাব বিবেচনাধীন ক'রে ফেলে রাখবার মতো সামান্য নয় জীবন বাবু! আপনার প্রস্তাব এত বড় যে, হয় তা গ্রহণ করতে হয়, নয় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিতে হয়।"

পাংশু মুখে জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি করতে চাও তা হ'লে ?"

শান্ত কণ্ঠে অনীতা বললে, "আমি আপনার প্রস্তাব সসম্মানে মাথায় ঠেকিয়ে ফিরিয়ে দিতে চাই।"

নিমেষের মধ্যে জীবনকৃষ্ণর মুখ কালো হ'য়ে উঠল ; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, "ও ! সসম্মানে মাথায় ঠেকিয়ে ?……কেন ? আমি তোমার এতই অযোগ্য না-কি ?"

বেদনাহত আর্ত মুখে অনীতা বললে, "ছি ছি, জীবন বাবু, আমাকে দুঃখ দেবার জন্মেও এমন ভুল কথা উচ্চারিত করা আপনার উচিত নয়। আপনি উচ্চশিক্ষিত, ধনবান, চরিত্রবান। যোগ্যতার বিচার করলে আমি আপনার অনেক অযোগ্য। কিন্তু আমি শুধু অযোগ্যই নই, নিরুপায়ও। সহজ অবস্থা হ'লে আপনার এ সদয় প্রস্তাব আমি মাথা পেতে নিতে বিলম্ব করতাম না।"

এক মুহূর্ত অনীতার প্রতি তীক্ষ্ণনেত্রে তাকিয়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "অনীতা !"

স্নিগ্ধকণ্ঠে অনীতা বললে, "বলুন।"

"কাল রাত্রে গাড়িতে যেতে যেতে বিজয়েশ বাবু যে-কথা বলেছিলেন, শুনবে ?"

অল্প একটু মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না।"

"না কেন ? শুনতে কৌতূহল হয় না ?"

"কৌতূহল হয়ত হয়, কিন্তু কৌতূহল দমন করাও ত এমন কিছু কঠিন নয়।"

"না, তোমার পক্ষে দমন করা অনেক কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু এ ব্যাপারটা দমন না করলে হয়ত এমন কিছু অন্যায় হ'ত না।"

ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত অনীতা বললে, "না জীবন বাবু, যে কথা বিজুদা বাড়িতে আমাদের সামনে না ব'লে গাড়িতে বলবার জন্যে নিয়ে গেলেন, সে কথা আমার না শোনাই উচিত।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "শুনলে হয়ত কিছু সাহায্যে লাগতেও পারত।"

"কিসের সাহায্যে ?"

"যে আলোচনা আমাদের হচ্ছিল, তার নির্ভুল মীমাংসায় পৌঁছবার সাহায্যে।"

অনীতার অধরপ্রান্তে কতকটা যেন কৌতুকেরই একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে ; বললে, "এখনো আপনার সন্দেহ জীবন বাবু ? কোনো সাহায্যেই ও

কথা লাগ্‌ত না। তা যদি লাগবার হোত, তা হ'লে কি একটু আগে বলতে পারতাম, আপনি কারোর চেয়ে বিলম্বে আসেন নি ?"

অনীতার কথায় অতিশয় বিস্মিত হ'য়ে জীবনকৃষ্ণ বল্‌লে, "কোনো সাহায্যে লাগতনা, তা তুমি কি ক'রে বলছ অনীতা ?—ও কথা কি কথা, তা ত' এ পর্যন্ত তুমি শোননি। বিজয়েশ বাবুর কাছে কিছু শুনেছ না-কি ?"

মাথা নেড়ে অনীতা বল্‌লে, "না।"

"বিজয়েশ বাবুর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল তোমার ?"

তেমনি মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না।"

"তবে ?—তবে কি ক'রে বলছ ?"

শান্ত কণ্ঠে অনীতা বল্‌লে, "না শুনে বলতে হ'লে অনুমানের দ্বারাই বলতে হয়। যদি ভুল হ'য়ে থাকে অনুমানে, ক্ষমা চাচ্ছি।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললে, "এ সব কথা আর না-হয় থাক্। যে কথা বলবার জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি, সেই কথাটা শেষ করি। ও মিটিং আর আমি তলব করব না স্থির করলাম।"

"কোন্ মিটিং ? বিজয়েশ বাবুদের বাড়ি তোমাদের সঙ্ঘের আস্তানা স্থাপন সম্বন্ধে মতামত নেওয়ার মিটিং ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"প্রত্যেক সদস্যের মত নিয়ে তারপর আমি সীতেশ দাদামশায়ের কাছে প্রস্তাব করেছিলাম ; আবার নতুন ক'রে সভা ডেকে মতামত নেবার হাঙ্গাম বাধিয়ে কি লাভ হবে ?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে মনে-মনে কি চিন্তা ক'রে জীবনকৃষ্ণ বললে, "এ মীমাংসা তুমি যদি আমার কথা ভেবে আমাকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচাবার জন্যে ক'রে থাক, তা হ'লে এটুকু সহৃদয়তার জন্যেও ধন্যবাদ! তা হ'লে অগত্যা বুঝতেই হ'বে সামান্য কিছু দয়ামায়াও তুমি রাখ!" ব'লে একটা আল্‌গা ধরণের হাসি হাসলে। মনের অভ্যন্তরে ব্যর্থতার যে দাহ আগুন জ্বালিয়েছিল, এ হাসি যেন তারই একটা বেরিয়ে-আসা হল্‌কা।

"জীবন বাবু!"

"বল।"

"আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে আপনাকে নিমন্ত্রণ করব, অনুগ্রহ ক'রে আসবেন।"

"কোথায়? বিজয়েশ বাবুর বাড়ি?"

"না, সীতেশ বাবুর বাড়ি।"

"ওহো! তাও ত বটে! যুবরাজের প্রাসাদে নয়, মহারাজের প্রাসাদে। কিন্তু সে যার প্রাসাদেই হোক না কেন, তোমাদের সঙ্ঘে আর আমার প্রবেশ নিষেধ।"

চকিত স্বরে অনীতা বল্‌লে, "সে কি কথা! আপনার প্রবেশ নিষেধ করে কে?"

রুক্ষ হাসি হেসে জীবনকৃষ্ণ উত্তর দিলে, "আমার আত্মসম্মান। যেখানে এতদিন রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখে এসেছি আজ সেখানে প্রজা হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে ঢুকব কোন্ মুখে?···শুধু সঙ্ঘেই নয় অনীতা, তোমাদের বাড়িতেও আর আমার আসা চলবে না।"

উদ্বিগ্ন মুখে অনীতা প্রশ্ন করলে, "কেন? কমলকে পড়াতে আসবেন না?"

মাথা নেড়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "না। কালই আমি অক্ষমতা জানিয়ে তোমার মেসোমশায়কে চিঠি দেবো।"

উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতার সহিত অনীতা বললে, "না, না, জীবন বাবু, এ আপনি কিছুতেই করবেন না! এ কিন্তু ভারি বিশ্রী দেখাবে! মেসোমশায়ের কাছে আমার তা হ'লে লজ্জার পরিসীমা থাকবে না। আপনি কমলকে যেমন পড়াচ্ছিলেন অনুগ্রহ ক'রে তেমনি পড়াতে আসবেন।"

শুষ্ক হাসি হেসে জীবনকৃষ্ণ বললে, "কিন্তু কিসের আকর্ষণে আসব তা বল? পনেরো টাকা মাসিক বেতনের লোভে?"

অনীতা বললে, "সে পনেরো টাকাও ত' আপনি প্রায় প্রতি মাসেই পাকে-প্রকারে ছলে-ছুতোয় ফিরিয়ে দেন।"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "তা যদি দিই তা হ'লে এই কথাই বোঝা উচিত যে, টাকার লোভে এ বাড়িতে আমি আসিনে। আর, সে কথার সঙ্গে আর

একটা কথা এপর্যন্ত যদি না বুঝে থাক ত' আজ থেকে নিঃসন্দেহে জেনে রাখ, তুমি যদি এ বাড়িতে না থাকতে তা হ'লে কমলাকে পড়াতে আমি আসতাম না। দৈবক্রমে আমার জীবনে টাকা জিনিষটার খুব বেশী অভাব নেই অনীতা, —অভাব ছিল তোমার।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জীবনকৃষ্ণ বললে, "রাত অনেক হ'ল, এখন চলি।" একমুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে কি একটা ভেবে বললে, "আচ্ছা, কমলাকে পড়াতে না হয় আসাই যাবে। এতদিন আসতাম তোমার আকর্ষণে, এবার থেকে আসব তোমার অনুরোধে। আমি দুর্বল মানুষ, তোমার অনুরোধ অমান্য করবার শক্তি আমার নেই।" এক পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "It is better to have loved and lost. এতদিন কাব্যের মধ্যে এর রসাস্বাদ করেছিলাম, আজ জীবনের মধ্যে করলাম।"

অনীতার চরিত্রে দৃঢ়তার প্রাচুর্য আছে; সহজে সে নিজেকে হারাতে দেয় না। কিন্তু জীবনকৃষ্ণর এই করুণ এবং সুদৃঢ় প্রণয়-নিবেদন শুনতে শুনতে তার যত্নাবরুদ্ধ নারীত্ব খানিকটা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। তার প্রতি জীবনকৃষ্ণর কিছুটা মোহ যে আছে, সে কথা তার একেবারে অবিদিত ছিল না; কিন্তু সে মোহের বাস্তব আকৃতি এবং আকার দেখে তার মনে যে বস্তু উৎপন্ন হয়েছে, তা প্রেম না হ'লেও সমবেদনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাই সদর দরজা পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে পরিপূর্ণ আন্তরিকতারই সহিত বললে, "নিরুপায় না হ'লে আপনার এই বিপুল ভালবাসাকে আমি মাথা পেতে নিতাম; কিন্তু কমরেড, আমার একান্ত প্রার্থনা, এ ভালবাসা আমাকে ছেড়ে যেন দূরে স'রে না যায়,—রূপান্তরিত হ'য়ে যেন চিরদিন আমাকে ঘিরে থাকে।"

"রূপান্তরিত হ'য়ে!" জীবনকৃষ্ণর মুখে অল্প একটু হাসি শোনা গেল। "রূপান্তরিত হওয়ার যাতনা তুমি বোঝো? বস্তু বিদীর্ণ হ'য়ে যখন আণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন সে কি প্রচণ্ড বেগ অনুভব করে তা জানো? যদি না জানো, একই রকম অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কোনোদিন যেন তোমাকে সে যাতনা জানিয়ে না দেয়, যে-যাতনা তোমার কাছে আজ আমি পেয়ে গেলাম।"

দরজার চৌকাঠ থেকে পথে নেমে প'ড়ে জীবনকৃষ্ণ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কথাটা যেন কতকটা শুভেচ্ছার মধ্যে পোরা অভিশাপ দেওয়ার মতো শোনাল, —না? কচকে দেবযানী যেমন অভিশাপ দিয়েছিল? আমাদের জীবননাট্যে তুমি কচ অনীতা, আমি দেবযানী।"

গলির পথ ধ'রে জীবনকৃষ্ণ বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হ'ল।

দরজা লাগিয়ে ফিরে এসে বাণীকণ্ঠর ঘরে প্রবেশ ক'রে অনীতা বললে, "আজও আপনার খাওয়ার দেরি হ'য়ে গেল মেসোমশায়। আর দেরি ক'রে কাজ নেই চলুন। খাবার দেওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।"

পড়বার চশমাটা চোখ থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাণীকণ্ঠ বললে, "জীবন বাবু আজ তোমার সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব করছিলেন অনু। তোমার কাছে কিছু বলেছেন না কি?"

মৃদুস্বরে অনীতা বললে, "হ্যাঁ, বলছিলেন।"

"তুমি মত দিয়েছ ত?"

"না,—অমত জানিয়েছি।"

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে বাণীকণ্ঠ বললে, "কেন মা? জীবনবাবু ত বেশ সৎপাত্র, —বিদ্বান, ধনবান, রূপবান?"

অনীতা বললে, "কিন্তু আমাদের দিকের কথাটা ভুললেও ত চলবেনা মেসোমশায়। কমলের বিয়ের আগে ও কথা উঠতেই পারেনা,—ওকে ফেলে আমি কোথায় যাব? আর, তার পরই বা আপনাকে একা ফেলে রেখে যাব কেমন করে? সকলকে যে বিয়ে করতেই হবে, তার কি মানে আছে?"

বাণীকণ্ঠ হাসতে লাগল; বললে, "তোমার এ কথারও কোন মানে নেই মা। আমাকে নিয়ে তোমাদের আটকে থাকতে আমিই বা কেন দোবো?···জীবনবাবুর সঙ্গে না যদি হয়, না-ই বা হল। আর একটি পাত্র আমার মনে মনে আছে—"

মনের কথা কিন্তু মনেই রয়ে গেল, ঘরে কমলা প্রবেশ করে বলল, "বাবা, খাবার দেওয়া হয়েছে, খাবে চল।"

১৯

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি।

এই মাস দেড়েকের মধ্যে বিজয়েশদের গৃহে বার সাতেক সীর সঙ্ঘের অধিবেশন হ'য়ে গিয়েছে। সাধারণত, এত ঘন ঘন অধিবেশনের রেওয়াজ সীর সঙ্ঘের নয়ঃ কিন্তু বিজয়েশদের গৃহে পাকা আশ্রয় লাভের পর দুটি স্বতন্ত্র কারণে অধিবেশনের উৎসাহ গেছে বেড়ে। সে দুটি কারণের প্রথমটি হচ্ছে, নানা-প্রকারে আরামদায়ক সুরম্য আশ্রয়ের নূতনত্বের খানিকটা আকর্ষণ; আর দ্বিতীয় কারণ, সাধারণ নির্বাচনের কাল নিকটবর্তী হ'য়ে আসার দরুণ নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা-মন্ত্রণার জন্য সদস্যদের ত্বরান্বিত মিলনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা।

বিজয়েশদের গৃহে সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল কতকটা নব উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিক ধরণে। নূতন আশ্রয়ের নূতন পরিবেশের মধ্যে সঙ্ঘ যেন একটা নূতন উদ্দীপনার সন্ধান পেয়েছিল। সভার সূচনা এবং সমাপ্তি উভয়ই সেদিন হয়েছিল সঙ্ঘের সঙ্কল্প-পাঠের দ্বারা। অনীতার নেতৃত্বে সঙ্ঘের পনের জন সদস্য একত্রে সমস্বরে পাঠ করেছিল—

যে বিভেদ মানুষেরে করে অমানুষ,
যে বৈভব করে নিপীড়ন,
মানুষের সে রিপুর সাধিব বিনাশ
এক মনে করিলাম পণ।

সঙ্কল্প পাঠের পর অনীতা বলেছিল, "মিত্রগণ, কমরেডগণ, যে মন্ত্র এখনি আমরা পাঠ করলাম, তা আমাদের সঙ্ঘের মূলমন্ত্র। আমাদের যত-কিছু ক্রিয়াশীলতা, যত-কিছু কর্মতৎপরতা,—আমাদের যত-কিছু চিন্তা-জল্পনা, যত-কিছু পদ্ধতিপ্রবৃত্তি, সবই এই মন্ত্রের অনুবর্তী। এই মন্ত্রের চতুঃসীমার বাইরে আমাদের চিন্তার কোনো আকাশ নেই, কর্মের কোনো ক্ষেত্র নেই।... বিভেদকে আমরা অস্বীকার করিনে, বৈভবকে ঘৃণা করিনে। কিন্তু যে বিভেদ

মানুষকে অস্বীকার করে, যে বৈভব একশ্রেণীর মানুষকে গলা টিপে মারে, সে বিভেদ আর বৈভবের বিরুদ্ধে আমাদের বিরতিহীন সংগ্রাম।"

সেদিনের সভা কতকটা আনুষ্ঠানিক অধিবেশনের স্বরূপের ছিল ব'লে নারীসঙ্ঘ, সম্পাদিকা বিনতা মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত পত্রের দ্বারা, বিজয়েশ ও জীবনকৃষ্ণকে নিমন্ত্রিত করেছিল। জীবনকৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হ'য়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে গিয়েছিল; বিজয়েশ কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিল শুধু পত্রের দ্বারা। সে লিখেছিল, "আপনাদের আজকের অধিবেশনে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে যে নিমন্ত্রণ করেছেন, তা আমি সাদরে গ্রহণ করেছি,—এবং এই চিঠির দ্বারা সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করছি। আমাদের গৃহে আপনাদের এই প্রথম আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে আমি উপস্থিত হ'লে এমন কিছু ক্ষতি ছিল না; তথাপি উপস্থিত হলাম না এই কথাটি আপনাদের মনে সুস্পষ্ট করবার জন্য যে, আমাদের এই বাড়ির সামান্য একটু অংশ দৈবাৎ আপনাদের অধিকারে এসেছে বলেই যে আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে এমন একটু বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে আমাকে আজ নিমন্ত্রিত না করলে ভাল দেখাত না, এমন কথার একেবারেই কোনো অর্থ নেই। আপনাদের অংশটি আমাদের অংশ হ'তে এতই বিচ্ছিন্ন যে, আপনারা আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়েও চলতে পারেন; এমন কি আপনাদের অধিকৃত অংশের স্বতন্ত্র নম্বরের জন্য কর্পোরেশনের দরবারে দরখাস্ত করতেও পারেন। বস্তুতঃ, আমরা যদি ছলে-ছুতোয় অথবা আপনাদের চক্ষুলজ্জা-প্রসূত আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে আপনাদের ঘরে প্রবেশ করবার উৎসাহ রাখি, তা হ'লে ঘরের দখল আপনাদিগকে শুধু কাগজে কলমেই দেওয়া হবে, আসলে ঠিক দেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ নিজেদের অনন্যতন্ত্র ব্যবহারের জন্য ঘরখানি আপনারা অধিকার করেছেন, একথা অনুগ্রহ ক'রে সব সময়ে মনে রাখবেন। অন্যথা ওখানে সহজ চিত্তে কাজ করতে পারবেন না।"

চিঠির শেষাংশে বিজয়েশ লিখেছিল, "শুধু আপনাদের আজকের অধিবেশনেরই সাফল্য কামনা করছিনে, আপনাদের সমগ্র ক্রিয়াশীলতা দেশের পক্ষে শুভকর হোক, একান্ত মনে সেই কামনা করি। রথ কল্যাণের পথে

অগ্রসর হলেই হ'ল,—তা সে রথ সাদা ঘোড়াতেই টানুক অথবা লাল ঘোড়াতেই। মূলতঃ আপনাদের উদ্দেশ্য ও আমাদের উদ্দেশ্য যদি একই, অর্থাৎ দেশের মঙ্গল সাধন, না হোত, তা হ'লে আমাদের মধ্যে আপনাদের টেনে নিয়ে এসে শুধু উভয় পক্ষের বিমূঢ়তারই সৃষ্টি করতাম। আমাদের পুরাতন ও বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনকৃষ্ণবাবুকে কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলাম, আমাদের ফুলের রঙ সাদা আর আপনাদের ফুলের রঙ লাল হ'লেও বস্তুত দুই ফুলের বৃন্ত একই ; সুতরাং আমাদের মধ্যে যে-কোন পক্ষেরই ভুলে ফুলগাছের মূল যদি শুকোয়, তা হলে, সাদা আর লাল দুই ফুলই শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে একই বর্ণ ধারণ করবে।"

বিজয়েশের পত্র আদ্যন্ত পাঠ ক'রে অনীতা বলেছিল, "কমরেডগণ, বিজয়েশ বাবুর সহিত মৌখিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তা'তে নিশ্চিন্ত হাল্কা মন নিয়েই এখানকার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। আজ তাঁর চিঠির মধ্যে যে উদার উন্মুক্ত আচরণের প্রতিশ্রুতি নূতন করে পেলাম, তা'তে আমাদের মনে আর কোনো উৎকণ্ঠা, কোনো উদ্বেগ রইল না,—সম্পূর্ণ ভরসা হচ্ছে এখানে আমাদের অবস্থান সহজ হ'তে পারবে। দানে যে দাক্ষিণ্য থাকলে গ্রহণে গ্লানি থাকে না, বিজয়েশ বাবুদের দানে সেই দাক্ষিণ্য আছে। যদিও চিঠির দ্বারা আমরা সীতেশবাবুদের আনুকূল্যের জন্য যথা সময়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি, তবু পুনরায় আজ আমরা আমাদের প্রথম দিনের এই অধিবেশনে তাঁদের দুজনের প্রতি একটা ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রতিষ্ঠিত করব।"

তার সংক্ষিপ্ত ভাষণের শেষের দিকে অনীতা বলেছিল, "যে আশ্রয় আমরা পেয়েছি, তার বিধি-ব্যবস্থা, তার সাজ-সজ্জা উপকরণ আমাদের জীবন-প্রণালীর আদর্শের ঠিক অনুমত নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্যে আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। সোনার রেখায় ফুল-ফল-লতা-পাতার কারুকার্যখচিত খাপের মধ্যে অবস্থান করেও তরওয়ালের তীক্ষ্ণতার যেমন ব্যতিক্রম ঘটেনা, ঠিক সেইরূপে এই বিলাস-বৈভব-আরাম-আয়েসপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করেও আমাদের ধ্যান-ধারণা-তপস্যা-সঙ্কল্পের নিষ্ঠারও কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে না।"

এর পর জীবনকৃষ্ণকে উদ্দেশ ক'রে অনীতা বলেছিল, "যিনি আমাদের এই

সঙ্ঘের পরম আত্মীয়, দুর্দিনে-বিপদে যিনি আমাদের সবল সহায়, জটিল সমস্যার সমাধানে যিনি আমাদের প্রাজ্ঞ পরামর্শদাতা, সেই জীবনকৃষ্ণ রায় মহাশয় আমাদের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে আজকের সভায় অনুগ্রহ ক'রে উপস্থিত হওয়ায় আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সংশয়স্থলে আমাদের সিদ্ধান্ত পুরুষ-মনীষার দ্বারা যাচাই ক'রে নিতে আমরা একমাত্র তাঁরই কাছে উপস্থিত হই। তাঁর শুভেচ্ছা ও সৎপরামর্শ চিরদিন আমাদের সঙ্ঘের উপর বর্ষিত হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

উত্তরে জীবনকৃষ্ণ বলেছিল, "শ্রদ্ধেয়া সঙ্ঘনেত্রী এবং সঙ্ঘভগিনীগণ, আজকের অধিবেশনে আমাকে নিমন্ত্রিত ক'রে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের সুযোগ্যা সঙ্ঘনেত্রী আমার সম্পর্কে যে গুণাবলীর এখনি উল্লেখ করলেন, ভবিষ্যতে আমি সেগুলি অর্জন করতে চেষ্টা করব। আমি আপনাদের সঙ্ঘের একজন কল্যাণকামী এবং সাধ্য-মতো আপনাদের সঙ্ঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। আপনাদের সঙ্ঘের সহিত আমার চিত্ত কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ, কারণ আপনাদের সঙ্ঘ থেকে আমি সেই প্রেরণা লাভ করেছি যার ফলে আমার বৃন্তে লাল ফুল ফুটেছে। তার আগে সাদা ফুলই ফুটত। বিজয়েশবাবু তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, আমাদের কোনো পক্ষের ভুলে গাছের মূল যদি শুকিয়ে যায় তা হ'লে সাদা আর লাল উভয় ফুলই শুকিয়ে বিবর্ণ হবে। এটি স্রেফ্ তাঁদের প্রচার কার্যের আনুকূল্যে একটি ভাঁওতা, যার দ্বারা তাঁরা ভারতবর্ষের সরল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চান। এবার সাধারণ নির্বাচনের সুযোগে আমরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করব, মূল উৎপাটিত হওয়ার ফলে সাদা ফুল শুকিয়ে যাবার পর লাল ফুল আরও তাজা, আরও টকটকে হয়ে উঠেছে।...আমার অন্যত্র কাজ আছে, তাই এখনি আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে। যাবার আগে একটা সাবধান-বাণী দিয়ে যাই। আপনাদের সদ্য-পাওয়া আশ্রয়ের নিরাপত্তার বিষয়ে খুব বেশি নিশ্চিন্ত হবেন না। দেখতে সহজ শান্ত মনোরম হ'লেই সব সময়ে বস্তু নিরাপদ হয় না। নদী অথবা সাগরবক্ষে শান্ত অবস্থার কালেও সামান্য কিছু ঢেউয়ের লক্ষণ দেখা যায়, চোরাবালি কিন্তু সব সময়েই শান্ত আর নিস্তরঙ্গ। দেখে মনে হয় অবলীলাক্রমে

তার ওপর দিয়ে চলে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একটু অগ্রসর হ'লেই দেখা যায় সে নিস্তরঙ্গ শান্ত ভূমি নিচের দিকে টানছে। সাগরবক্ষে অথবা নদীতে তবু সাঁতার দিয়েও প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে, কিন্তু চোরাবালিতে সাঁতার নেই, আছে শুধু ধীরে ধীরে ডুবে যাওয়া। আপনাদের এই আশ্রম যে চোরাবালি তা নিশ্চয়ই বলছি নে ; কিন্তু চোরাবালি নয় সে কথাও বলছি নে।"

জীবনকৃষ্ণ চ'লে যাবার পর সভা শেষ হ'তে খুব বেশি দেরি হয়নি। সভার শেষে সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

তখন আষাঢ়ের অপরাহ্ন ঘনিয়ে এসেছিল। সঙ্ঘের সদস্যেরা একে-একে প্রস্থান করলে অনীতা একটি সুদৃশ্য ফুলের তোড়া নিয়ে দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হয়েছিল। সীতেশচন্দ্র তখন ইজিচেয়ারে ব'সে মুখে আলবোলার নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় নলটি ধ'রে আকাশের মেঘ-উপক্রমের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনীতাকে দেখতে পেয়ে সাগ্রহে নলটি চেয়ারের হাতলে স্থাপন ক'রে উৎসুক কণ্ঠে ব'লে উঠেছিল, "আরে, এসো এসো। হাতে ওটা কি পদার্থ?"

কাছে এসে হাসিমুখে অনীতা বলেছিল, "তোমার পায়ের জন্যে ফুলের তোড়া।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সীতেশ উত্তর দিয়েছিল, "সর্বনাশ! আমার পা কি-এমন অপরাধ করেছে যার জন্যে তাকে এতবড় দণ্ড দেবে? ও তোড়া আমার হাতে দাও, আমি মাথায় নিই।"

হাসিমুখে অনীতা বলেছিল, "মাথায় তো আমি নেবো ; তার আগে তোমার পায়ে দিই—" ব'লে কতকটা জোর ক'রেই তোড়াটা সীতেশের দুই পায়ের মাঝখানে স্থাপন করেছিল, তারপর তোড়াটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে পাশের টেবিলে রেখে দিয়েছিল।

"তোমার আশীর্বাদ নিতে এলাম দাদা।"

"আজকে এই বাড়িতে তোমাদের প্রথম অধিবেশন হল?"

"হ্যাঁ।"

"আশীর্বাদ করলাম। কিন্তু আসল আশীর্বাদ তোলা রইল যেদিন তোড়া না এনে মালা নিয়ে আসবে সেদিনের জন্যে।"

অনীতা সাগ্রহ কণ্ঠে হাসিমুখে বলেছিল, "আমার মালা তোমার গলায় নেবে দাদা? তাহ'লে ত কালই নিয়ে আসি।"

সীতেশ বলেছিল, "অত তাড়াতাড়ি হবে না ভাই, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে খবর দেবো।"

তোড়া এবং মালা অবলম্বন ক'রে যে কথাটা ইঙ্গিতের অস্পষ্টতায় আরম্ভ হ'য়েছিল, সেটা আরও খানিকটা এগিয়ে চলেছিল সেই ইঙ্গিতের অস্পষ্টতারই পথ ধ'রে।...ঘণ্টাখানেক পরে অনীতা যখন বাড়ী ফিরছিল তখন তার মন আষাঢ়ের মেঘভারাক্রান্ত আকাশের মতই গভীর এবং গম্ভীর।

সে আজ মাস দেড়েকের কথা। আজ ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হ'লেও আজ সকাল থেকে সদ্যবিতাড়িত বর্ষাঋতু পরিপূর্ণ সমারোহের দাপটে তরুণ শরৎকে যেন খানিকটা পিছু হটিয়ে দিয়ে আর-একবার নূতন ক'রে তার অপহৃত আধিপত্য উদ্ধার করেছে। আকাশ জুড়ে ছিন্ন লঘু মেঘের আসা-যাওয়ার যে চপল লীলা কয়েক দিন ধ'রে আরম্ভ হয়েছিল, আজ আর তার কোনো চিহ্ন নেই; সমস্ত নভাঙ্গন সীসার মতো উদাস রঙের এক-নেপচা মেঘের দ্বারা অবলিপ্ত; তা থেকে সারাদিন ক্ষরিত হয়েছে বিরামহীন বৃষ্টিধারা কখনো ঝরঝর শব্দে, কখনো ঝিরঝির স্বরে। বৈকালের দিকে কিছুক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে ঝরঝর শব্দ একেবারেই তার পালা সাঙ্গ করেছে, এমন কি, ঝিরঝির স্বরও যেন অনেকটা মোলায়েম মেরে এসেছে শান্ত লঘু টিপ্‌টিপিনির সুরে। সারা দিনের বাদল বোধহয় শেষ হ'য়ে এল।

পুরাতন বালিগঞ্জের একটা নিভৃত অঞ্চলে বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে পরিতোষের গৃহ। পরিতোষের পিতা গৌরীনাথের বৃহৎ ঠিকাদারি ব্যবসায় ছিল। শিক্ষালাভের জন্য পরিতোষের বিলাতে অবস্থান কালে গৌরীনাথের সন্ন্যাস রোগের একটা মৃদু আক্রমণ হয়। মৃদু হ'লেও বুদ্ধিমান গৌরীনাথ

বুঝেছিল সতর্কীকরণের প্রথম ঘণ্টাকে উপেক্ষা ক'রে সে যদি দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রামের আশ্রয় না নিয়ে অর্থের মোহে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, তা হ'লে ব্যবসায় এবং জীবনকে এক সঙ্গেই বিপন্ন ক'রে রাখা হবে। গৌরীনাথের ব্যবসায় তখন উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে অবস্থিত হ'য়ে কামধেনুর ধর্ম গ্রহণ ক'রে মুনাফার গাঢ় দুগ্ধে ভাণ্ড পরিপূর্ণ ক'রে দিচ্ছে। যে মন নিয়ে আর যে বিদ্যা অর্জন করবার অভিপ্রায়ে পরিতোষ বিদেশে গমন করেছিল তার দ্বারা এ কামধেনু দোহন করা চলবেনা তদ্বিষয়ে গৌরীনাথের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সুতরাং বিদেশ থেকে পুত্রকে তলব না ক'রে সে তার ব্যবসায় দিলে বেচে। অপরের ঘরে যাবার কালে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কামধেনু গৌরীনাথের চার-পাঁচটা ব্যাঙ্কের বড় বড় ভাণ্ড দুগ্ধে পূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল।

সে সময়ে কলিকাতায় গৌরীনাথের চারখানা বাড়ি। একখানাতে সে পত্নী অপর্ণার সহিত বাস করে, বাকি তিনখানা ভাড়া খাটে। চারখানা বাড়িই সহরের জনাকীর্ণ অংশে অবস্থিত। জীবনের উত্তেজনা এবং সহরের উপদ্রব উভয় থেকে দূরে নিরালায় শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে বাস করবার অভিপ্রায়ে গৌরীনাথ সাঁওতাল পরগণায় জমি কিনে গৃহ নির্মাণের মতলব করছিল, এমন সময়ে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে সন্ধান পেয়ে বহু অর্থব্যয়ে সে বালিগঞ্জের এই বাড়ি ক্রয় ক'রে বাস করতে আরম্ভ করে। বোধকরি সেই সুবুদ্ধিরই পুণ্যে সন্ন্যাস রোগের দ্বিতীয়, অর্থাৎ শেষ সাঙ্ঘাতিক আক্রমণ পাঁচ বৎসর কাল নিবর্তিত হ'তে পেরেছিল। বিদ্যার্জন এবং ইয়োরোপ ভ্রমণ শেষ ক'রে তখন পরিতোষ সবে মাত্র দেশে ফিরে এসেছে।

গৌরীনাথের আদ্যকৃত্যাদি শেষ হবার কয়েকদিন পরে অপর্ণা ও পরিতোষের মধ্যে একবার কথা উঠেছিল, বালিগঞ্জের অত বৃহৎ বাড়িতেই তারা বাস করবে, অথবা ওবাড়ি ভাড়া দিয়ে তাদের অপর কোনও ক্ষুদ্রতর গৃহে উঠে যাবে। এ প্রসঙ্গের আলোচনা কিন্তু অতি সংক্ষেপেই শেষ হয়েছিল। পছন্দ ক'রে কিনে মনের মত সাজিয়ে-গুছিয়ে যে বাড়িতে গৌরীনাথ চারবৎসর কাল পরম আনন্দে বাস করেছিল এবং যে গৃহের বায়ুমণ্ডলীতে তার শেষ নিঃশ্বাস আশ্রয় নিয়েছিল, ভাড়াটে এসে সে বাড়িতে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে

দাপাদাপি ক'রে বাস করবে, অপর্ণা এবং পরিতোষ উভয়ের মধ্যে এ চিন্তা কারোই ভাল লাগেনি।

গৌরীনাথের মৃত্যুর কিছুকাল পরে পরিতোষের বিবাহের জন্যে অপর্ণা এক সময়ে আগ্রহান্বিত হয়েছিল। হাসিমুখে পরিতোষ বলেছিল, "তুমি যদি হুকুম কর, বিয়ে করতে আপত্তি করব না মা। কিন্তু প্রথমত, কি দরকার এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবার? আর, তার চেয়েও বড় কথা, বিয়ে করবই বা কাকে?"

পরিতোষের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপর্ণা দরকার মনে করেনি; দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, "সে কি কথা খোকা? এম-এ বি-এ পাশ করা উচ্চশিক্ষিত সুন্দরী মেয়ের কত বাপ মা তোকে জামাই করবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে, আর তুই কিনা বলছিস্ বিয়ে করবই বা কাকে?"

হেসে পরিতোষ উত্তর দিয়েছিল, "শুধু উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের বাপ মাই বা কেন মা, দু-চারটি উচ্চশিক্ষিত মেয়েও, ঠিক ঝুলোঝুলি না করুক, মাঝে মাঝে এ বিষয়ে কিছু তৎপরতা দেখাচ্ছে। কিন্তু তাদের বিয়ে করতে আগ্রহ যতটা হয়, ভয় হয় তার চতুর্গুণ।"

বিস্মিত কণ্ঠে অপর্ণা বলেছিল, "কেন রে, ভয় আবার কিসের?"

পরিতোষ বলেছিল, "একটা কারণই আপাতত বলি। কোনো উচ্চশিক্ষিত মেয়ে আমাদের সংসারে এসে তোমার কথার প্রসঙ্গে আমার কাছে তোমাকে যদি 'ভদ্রমহিলা' বলে উল্লেখ করে, তা হ'লে সে আঘাত সহ্য করা আমার পক্ষে সত্যিই শক্ত হবে। একটি উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে তার শাশুড়ির প্রসঙ্গে 'ভদ্রমহিলা' ব'লে উল্লেখ করতে শুনে কি-যে খারাপ লেগেছিল মা, তা কি বলব!"

পরিতোষের ভয়ের কারণ শুনে হেসে ফেলে অপর্ণা বলেছিল, "কেন রে, ভদ্রমহিলা ত বেশ সভ্য কথা? একজন অশিক্ষিত মেয়ে এসে বিদ্বেষ ক'রে কখনো আমাকে ডাইনি ব'লেও ত উল্লেখ করতে পারে?"

হাসিমুখে পরিতোষ বলেছিল, "সে তবু ভাল মা, কিন্তু ভদ্রমহিলা শব্দ যে কতখানি অনাত্মীয়তার ভব্যতাদুরস্ত ইঙ্গিত, তার ধারণা নেই তোমার।"

অপর্ণা বলেছিল, "একটি কিন্তু মেয়ে আছে খোকা। সে আমাকে ডাইনি হয়ত' বলবে, কিন্তু ভদ্রমহিলা কথনো বলবেনা। তার মা ভারি চেপে ধরেছে আমাকে।"

ঔৎসুক্য ভরে পরিতোষ জিজ্ঞাসা করেছিল, "কে বল ত' মা?"

"লিলি রুদ্রের মেয়ে আইভি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে পরিতোষ বলেছিল, "আইভি রুডার? সে নিজেও আমাকে কতকটা চেপেই ধরেছে। রক্ষে করো মা! আইভি রুডার এলে তার মেজাজ মাফিক তোমাকে সে ডাইনিও বলবে, ভদ্রমহিলাও বলবে।"

এ মন্তব্যের পর আইভি রুডারের প্রসঙ্গ আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

আইভি রুডারের মতো বলিষ্ঠ কোনো-না-কোনো ব্রততীকে অবলম্বন ক'রে এই ধরণের আলোচনা মাঝে মাঝে প্রায়ই উপস্থিত হচ্ছিল, আর পরিতোষও অবলীলাক্রমে সে-সকল বলিষ্ঠ ব্রততীর বন্ধনপ্রয়াস অতিক্রম ক'রে চলেছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন চোখের সামনে দেখা দিলে শান্ত দুর্বল এক গ্রাম্য মাধবীলতা, যার তন্তুজালের পাক দেখে ভয় হয়না, পরন্তু উৎসাহ হয়। এমন কি, মাস দেড়েকের মধ্যে বার কয়েকের স্বল্পকালিক দেখাশোনার ফলে সেই তন্তুজালের পাকে জড়িত হবার জন্যে হৃদয়-সহকার লুব্ধ হ'য়ে উঠল। বলিষ্ঠ ব্রততীগণকে পরাজিত করে পিছে হটিয়ে দিয়ে দুর্বল মাধবীলতা পরিতোষের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করলে। আজ বৈকাল চারটার সময়ে বাঙলাদেশের লুসি গ্রেকে পরিতোষ চায়ে নিমন্ত্রণ করেছে। সঙ্গে আসবে লুসির মাতা সৌদামিনী এবং বিজয়েশ। আজ সুস্পষ্ট ভাষায় উত্থাপিত করা হবে বিবাহের প্রস্তাব।

রয়াল রীডার বুক ফোর-অধ্যয়নশীলা একটি সরল বালিকার নিকট পরিতোষের ন্যায় দিগ্‌গজ পণ্ডিতের আত্মসমর্পণ হয়ত' বিস্ময়কর ব্যাপার; কিন্তু মানুষের মনও এমন এক বিস্ময়কর বস্তু, যার অঙ্ক শুভঙ্করীর বাঁধা নিয়মে সব সময়ে কষা যায় না। পর্বত আর এক স্তর কঠিন পাষাণের প্রলেপ তত পছন্দ করে না, যত করে দ্রবময়ী নির্ঝরিণীর প্রবাহ। গোলাপ গাছের

সাধনা আর এক ঝাঁক তীক্ষ্ণতর কণ্টকের জন্যে নয়, পরন্তু একটি স্নিগ্ধ পেলব পুষ্পের জন্যে। সমান সব সময়ে সমানকে কামনা করে না।

কয়েক দিন আগের কথা।

পরিতোষের শয়নকক্ষে টেবিলের উপর সুদৃশ্য রূপার ফ্রেমে বাঁধানো একটি সুশ্রী কিশোরীর ফটোগ্রাফ দেখে অপর্ণা বিস্মিত হ'ল ; খুসিও হ'ল খানিকটা। পরিতোষ তখন তার পাঠাগারে অধ্যয়নে রত।

একজন পরিচারিকাকে ডেকে অপর্ণা বললে, "পড়ার ঘর থেকে দাদাবাবুকে ডেকে আন্‌ত সাবি।"

ক্ষণকাল পরে ঘরে প্রবেশ ক'রে অর্পণার হাতে ফটোগ্রাফ দেখে হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "কেমন লাগছে মা তোমার, মেয়েটিকে ?"

অপর্ণা বললে, "বেশ ভাল লাগছে,—ভারি মিষ্টি চেহারা। মেয়েটি কে রে খোকা ?"

পরিতোষ বললে, "মেয়েটির নাম মন্দাকিনী মিত্র। পিতৃহীন মেয়ে, মার সঙ্গে বিজয়েশদের বাড়ি থাকে, কতকটা আশ্রিতের মতো। বিজয়েশদের সঙ্গে আসলে সম্পর্ক কিছু নেই, তবে অনেক দিন থেকে খুব বেশী আত্মীয়তা। সেই আত্মীয়তার হিসেবে বিজয়েশ মন্দাকিনীর দাদা।"

"এ ফটো তুই তুলেছিস ?"

"হ্যাঁ মা।"

"বাঁধালি কবে ?"

"পরশু পেয়েছি।"

"আমাকে দেখাসনি ত ?"

পরিতোষ নিঃশব্দে হাসতে লাগল ; বললে, "ইচ্ছে করেই দেখাইনি। হঠাৎ তোমার চোখে প'ড়ে কেমন লাগে তাই জানবার জন্যে দেখাইনি। তোমার ভাল লাগছে মা ?"

ফটোখানা টেবিলে স্থাপন করতে করতে অপর্ণা বললে, "খুব ভাল লাগছে। এ মেয়েটিকে বিয়ে করতে তোর ইচ্ছে হয় খোকা ?"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "কিন্তু মেয়েটির বিদ্যে কতদূর, তা জানো মা? ইংরিজিতে পড়ে রয়াল রীডার বুক ফোর।"

অপর্ণা বললে, "তা পড়ুক। বাঙালীর মেয়ে ইংরিজি খুব বেশি পড়েনি, সেটা তো একটা অপরাধ নয়। মেয়েটিকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় কি-না, তাই বল্?"

পরিতোষ বল্লে, "আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ত' তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মা। ইংরিজিতে এম্-এ হ'য়ে রয়াল রীডার বুক ফোরে তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আমার আপত্তিরই বা কি-এমন মূল্য থাকে বল? তবে, ইচ্ছে-অনিচ্ছের আগে আর একটা কথা আছে।"

ঔৎসুক্যের সহিত অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

হাসিমুখে পরিতোষ বল্লে, "ভয়-অভয়ের কথা। তুমি ত' জান মা, বিয়ের রণক্ষেত্রে আমি একটি কাপুরুষ, অতি-আধুনিক মেয়েদের দেখে ভয় পাই। তবে মন্দাকিনীর সপক্ষে এটুকু তোমাকে বলতে পারি, ওকে দেখে ভয় পাইনে।"

এই ভয় না পাওয়াই যে 'ইচ্ছে হওয়ার' কথার-ফের, তা বুঝতে বুদ্ধিমতী অপর্ণার এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। সেই দিনই সন্ধ্যার পর অপর্ণা বিজয়েশকে ফোন ক'রে সমস্ত কথা জানায়। উত্তরে বিজয়েশ বলে, "হ্যাঁ মাসিমা, কথাটা আমিও কিছুদিন থেকে সন্দেহ করছি। কিন্তু আপনি আর পরিতোষ দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত হ'য়ে একটি প্রায়-লেখাপড়া-না-জানা মেয়েকে পছন্দ করতে পারবেন ত'?"

অপর্ণা উত্তর দেয়, "পছন্দ করবার আর বাকি নেই ত বাবা, পছন্দ ক'রেই তোমাকে বলছি। রাধিকা এম-এ পাশও করেননি, অস্ত্র-শস্ত্র চালাতেও জানতেন না, তবুও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় জয় করেছিলেন। পৌরাণিক নজির আছে।"

মৃদু হেসে বিজয়েশ বলে, "তা আছে মাসিমা। মন্দাকিনীরও বিদ্যে নেই, আধুনিকতা নেই,—এমন কি বুদ্ধিও খুব বেশি নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটি শান্ত মিষ্ট অকপট নির্ভেজাল মন, আর তাই দিয়েই সে পরিতোষকে এতটা আকৃষ্ট করেছে। পরিতোষ বলে, মন্দাকিনী বাঙলা দেশের লুসি গ্রে।

মন্দাকিনীকে মাঝে মাঝে লুসি ব'লে সম্বোধনও করে সে।" টেলিফোনের রিসিভারে একটা মৃদু হাসি শোনা যায়।

খুসি হ'য়ে অপর্ণা বলে, "তা হ'লে লুসির ব্যবস্থা করো বাবা।"

বিজয়েশ উত্তর দেয়, "লুসির যে এমন অপূর্ব সৌভাগ্যের ব্যবস্থা করতে পারব, তা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

এই ঘটনার দিন পাঁচেক পরে চায়ের বৈঠকের আয়োজন।

দক্ষিণ দিকের বারান্দার এক প্রান্তে একটা গোল টেবিলের চতুর্দিক ঘিরে কয়েকটা চেয়ার, তারই একটা অধিকার ক'রে পরিতোষ বর্ষণক্লান্ত আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে। মনের মধ্যে তার একটা সুমিষ্ট উদার প্রশান্তি। যে বার্তা মন্দাকিনীর কাছে প্রকাশ পাবার জন্যে এ পর্যন্ত ইঙ্গিতে ইসারায় বারংবার উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে, আজ তা প্রকট হবে। নিজেকে একটা খুব মূল্যবান বস্তু ব'লে পরিতোষের মনের মধ্যে একেবারেই কোন অভিমান ছিল না, তথাপি এ বিশ্বাসটুকু তার মনে মনে ছিল যে, সব দিক মিলে মন্দাকিনীর পক্ষে সে একেবারে অযোগ্য পাত্রও নয়। সাফল্যের সম্ভাবনার একটা সুমিষ্ট রসে তার চিত্ত সিক্ত হচ্ছিল, এমন সময় পাশের ঘরের ক্লক ঘড়িতে চারটে বাজল, এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পাউণ্ডের দূরপ্রান্তে গেটের নিকট বিজয়েশের মোটরের পরিচিত হর্ণ শোনা গেল।

ইমারতের পূর্বদিকে গাড়িবারান্দা। তথায় বিজয়েশের মোটর পৌঁছবার পূর্বমুহূর্তেই দুই বিভিন্ন দিক থেকে পরিতোষ ও অপর্ণা এসে উপস্থিত হ'ল।

২১

কাছের দিকের জানালার ধারে বসেছিল মন্দাকিনী, অপর দিকে তার মা সৌদামিনী; সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বিজয়েশ। চক্‌চকে কালো রঙের গাড়ির মধ্যে মন্দাকিনীর সলজ্জস্মিত কমনীয় মুখ দেখে অপর্ণার শুধু দু চোখই নয়, মনও যেন বেশ খানিকটা জুড়িয়ে গেল।

গাড়ি স্থির হ'তেই ড্রাইভার দরজা খুলে নেমে প'ড়ে অপর্ণা ও পরিতোষকে অভিবাদন করলে, তার পর আরোহিণী দুজনের অবতরণের জন্যে তাড়াতাড়ি প্রধান দোর খুলে দিয়ে পাশের দিকে স'রে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে অবতরণ ক'রে মন্দাকিনী নত হ'য়ে অপর্ণার পদধূলি নিতে উদ্যত হলে দু হাত দিয়ে তাকে ধ'রে ফেলে নিরস্ত ক'রে ব্যগ্র কণ্ঠে অপর্ণা বললে, "ঐ হয়েছে মা, ঐ হয়েছে। পায়ে হাত দিতে হবে না তোমার।" তারপর হাসিমুখে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমু খেয়ে সাদর আহ্বান জানালে, "এস, মা-লক্ষ্মী এস!" একবার ইচ্ছে হল, এই লক্ষ্মীহীন নিরানন্দ গৃহের পরিত্রাত্রী আসন্না পুরলক্ষ্মীকে দু হাত দিয়ে বুকের মধ্যে একটু জড়িয়ে ধরে; কিন্তু পারলে না, কুণ্ঠা হ'ল।

ইত্যবসরে সৌদামিনী গাড়ি থেকে অবতরণ ক'রে পিছনে দাঁড়িয়ে কন্যার অভ্যর্থনার সাদর অনুষ্ঠান দেখে পুলকিত হ'য়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। দেখতে পেয়ে অপর্ণা তাড়াতাড়ি এগিয়ে তার দু হাত চেপে ধ'রে স্বাগত-সম্ভাষণ জানালে; তারপর বিজয়েশকে পরিতোষের জিম্মায় সমর্পণ ক'রে মন্দাকিনী ও সৌদামিনীকে নিয়ে অন্দরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

পিছন থেকে বিজয়েশ বল্‌লে, "মাসিমা, বিশেষ জরুরি কাজে এখনি আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে চা খেয়ে পিসিমা আর মন্দাকে নিয়ে যাব।"

ফিরে দাঁড়িয়ে অপর্ণা বললে, "না গেলে কি একেবারেই চলেনা বিজয়েশ?"

"না মাসিমা, চলেনা।"

"তা হলে উপস্থিত এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও।"

বিজয়েশ বললে, "কথাটা নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু ফিরে এসে একেবারে দু পেয়ালা খেলেই ত' ভাল হোত।"

হাসিমুখে অপর্ণা বললে, "বেশ ত' ফিরে এসেও দু' পেয়ালাই খেয়ো।"

ব্যগ্রকণ্ঠে পরিতোষ বললে, "তা হ'লে মা, আমারও ঐ একই ব্যবস্থা—এখন এক পেয়ালা, আর বিজয়েশ ফিরে এলে দু পেয়ালা।"

অপর্ণা বললে, "সে আর তোকে বলতে হবেনা,—সে আমি জানি।"

মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "মন্দা, আমাদের দুজনের চা তুই-ই নিয়ে আয়। খুব চট্‌পট্‌। বাদলা দিন, বেশ গরম গরম কিন্তু,—বুঝলি ?"

মন্দাকিনী পল্লীগ্রামের কাজের মেয়ে, বিজয়েশের প্রস্তাবে আপত্তি করলে না ; আরক্তস্মিত মুখে ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

কিছু পূর্বে যেখানে ব'সে পরিতোষ সোনালি স্বপ্নের চিন্তাবিলাসে মগ্ন ছিল, দক্ষিণ দিকের সেই বারান্দায় উপনীত হ'য়ে দুই বন্ধু দু'খানা চেয়ার অধিকার ক'রে বস্‌ল।

বিজয়েশ বললে, "যে কাজ মন্দাকে দুদিন পরে এম্‌নিই করতে হবে, আজ তার প্রথম মহলা দেওয়ালাম।"

পরিতোষ বললে, "কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় বিজয়েশ,—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "ভয় নেই ভাই, তোমার মতো আরব্য ঘোড়া বিঘ্নের যে-কোনো বেড়াই অবলীলাক্রমে টপ্‌কে যাবে।"

"ওঁদের বলেছ নাকি কিছু ?"

"ওঁদের বলিনি, তবে পিসিমাকে খানিকটা আভাস দিয়েছি ; আর মন্দার মুখে তার চিন্তাতীত সৌভাগ্যলাভের প্রথম প্রসন্ন হাসি দেখবার আনন্দ তোমার চোখের জন্যে স্থগিত রেখেছি। চা খেয়ে আমি চ'লে গেলেই কথাটা তুমি ওকে জানিয়ো।"

"তার আগেই ও হয়ত' কথাটা বাড়ির ভেতর থেকে শুনে আসবে।"

মাথা নেড়ে বিজয়েশ বললে, "তার সম্ভাবনা কম। প্রথম দশ-পনের মিনিট ত' মাসিমা-পিসিমার যাবে প্রথম পরিচয়ের সাধারণ আলাপ আলোচনায়। তার মধ্যে মন্দা চা নিয়ে বেরিয়ে আসবে। ঐ জন্যেই ত' চা নিয়ে আসবার তাড়া দিলাম ওকে।"

"কিন্তু চা নিয়ে সে না আসতেও ত' পারে।"

বিজয়েশের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "চা নিয়ে ত' আসবেই—বিষ নিয়ে আসতে বললেও আসত। আমি কোনো কাজ করতে বললে নির্বিচারে সে কাজ করবে না, এমন মেয়েই নয় মন্দাকিনী।" এক মুহূর্ত নিঃশব্দে মনে মনে কি-একটু ভেবে নিয়ে বললে, "শুধু মন্দাকিনীই সৌভাগ্যবতী নয় পরিতোষ, তুমি নিজেও সৌভাগ্যবান। জীবনসঙ্গিনী রূপে মন্দার মত একটি মেয়ে পাওয়া আজকালকার দিনে একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। আমাদের সমাজের রুজ-লিপস্টিক-প্রসাধিত রমলা-অমলা-অচলারা খুব চকচকে রঙিন ফুল বটে,—কিন্তু তারা বড় বড় কাগজের ফুল, তাদের চটক আছে, কিন্তু সে সৌরভ নেই, যা আছে মন্দা-মালতী ফুলের। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি পরিতোষ!" ব'লে সে হেসে উঠল।

সকৌতূহলে পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, "অভিনন্দন জানাচ্ছ, সে ত' ভাল কথা—কিন্তু হাসলে কেন?"

স্মিতমুখে বিজয়েশ বললে, "অভিনন্দন জানাবার আমার নাটকীয় ভাষার কথা মনে ক'রে।"

পরিতোষ বললে, "তোমার মতো সুবক্তা নাটকীয় পরিস্থিতিতে নাটকীয় ভাষা ব্যবহার করবে তা'তে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু, আমি কি ভাবছি জানো?"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, এ দুর্লভ সৌভাগ্য হাতে পেয়ে তুমি ছেড়ে দিলে কোনো সামাজিক অচলার মোহে প'ড়ে নয় ত'? আজ তুমি আমাকে অভিনন্দিত করছ, কিন্তু আজ ত' ছিল আমারই তোমাকে অভিনন্দিত করবার দিন। তুমি মন্দাকে বিয়ে করলে না কেন?"

এবার বিজয়েশ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল; বললে, "রামচন্দ্র! ও কথা উচ্চারণ করতে নেই। আমি যে মন্দাকিনীর দাদা!"

পরিতোষ বললে, "ও-রকম দাদা আমিও ত, ভাই। আমাকেও ত' সে আজকাল পরিতোষ দাদা ব'লেই ডাকে। এ 'দাদা' কিন্তু অলঙ্ঘনীয় বেড়া নয়। প্রণয়ের অথবা পরিণয়ের হার্ডল্-রেসে (hurdle-race) 'দাদা'

নিতান্তই নিচু বেড়া। সত্যি বিজয়েশ, আমি মাঝে মাঝে ভেবে আশ্চর্য হই, তোমাকে এড়িয়ে মন্দাকে লাভ করা কি ক'রে আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল! দু-চার দিন দেখে যার প্রতি আমি এতটা আকৃষ্ট হয়েছি, প্রতিদিন দেখে তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'লেনা কেন?"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "বোধহয় ঠিক ঐ কারণেই। দূর থেকে দু-চার দিন দেখে তুমি যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ, কাছে থেকে প্রতিদিন দেখার ফলে সে আমার চোখে সহজ হ'য়ে গেছে। কিন্তু চুপ!—তুমি যাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ, তিনি বারান্দায় দেখা দিয়েছেন।"

পিছন ফিরে পরিতোষ দেখলে একটা রেকাব হাতে নিয়ে মন্দাকিনী আসছে,—তার পশ্চাতে ট্রের উপর দু পেয়ালা চা নিয়ে পরিচারিকা সাবিত্রী। মন্দাকিনী নিকটে এলে দেখা গেল মন্দার ডিশে বিস্কুট, আর মুখে হাসি।

বিজয়েশ বললে, "বলেছিলাম, শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে যাব, বিস্কুট আনলি কেন রে?"

হাসিমুখে মন্দাকিনী বললে, "মাসিমা বললেন, শুধু-মুখে চা খেতে নেই।"

"আচ্ছা, ঠিক বলেছেন; তুই বোস্।"

একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে আড়চোখে একবার বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সলজ্জ মুখে মৃদু স্বরে মন্দাকিনী বললে, "কি করব?"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "শোনো কথা!—কি করব!—কি আবার করবি? আমরা চা খাব, আর তুই ব'সে ব'সে আমাদের সঙ্গে গল্প করবি।...তা ছাড়া আরো একটা কাজও করতে পারিস,—আমাদের সঙ্গে একটু চা-ও খেতে পারিস। আয়, তোতে আমাতে ভাগাভাগি ক'রে খাই।" ব'লে নিজের চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে রেকাবের ওপর চা ঢালতে উদ্যত হ'ল।

ব্যস্তভাবে বিজয়েশের হাত ধ'রে নিরস্ত ক'রে পরিতোষ বললে, "তুমি বেরুচ্ছ বিজয়েশ, তুমি এক পেয়ালাই খাও। আমরা ত' দরকার বোধ করলে এখনি আরও আনিয়ে নিতে পারি, মন্দা আর আমি ভাগাভাগি ক'রে খাই।"

যেটুকু চা বিজয়েশ রেকাবে ঢেলেছিল পুনরায় পেয়ালায় ঢেলে নিয়ে কুঞ্চিত চক্ষে পরিতোষের দিকে চেয়ে দেখে বললে, "ভাগাভাগি তাহলে চা দিয়েই আরম্ভ হবে ?—আচ্ছা, তাই হোক্।"

যে নিরাপদ সারল্য পাশে ব'সে হয়ত' একথাটুকু স্পষ্টভাবেই শুনলে, সে-কথার মধ্যে যে সহজ রহস্যটুকু বর্ত্তমান তা ভেদ করতে সে অসমর্থ, সে বিশ্বাস বিজয়েশের ছিল। ইত্যবসরে নিরাপদ সারল্য দুই বন্ধুর চা-ভাগাভাগির ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি বিব্রত হয়ে উঠেছিল, অথচ এ পর্যন্ত প্রতিবাদের সুযোগ পাচ্ছিল না। এবার ব্যগ্রকণ্ঠে সে বললে, "না পরিতোষদা, ও চা ভাগ করবেন না, সবটাই আপনি খান। আমার দরকার নেই।"

ততক্ষণে কিন্তু ভাগ করা হ'য়ে গেছে। পেয়ালাটা মন্দাকিনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে পরিতোষ বললে, "দরকার ছিল শুধু বিজয়েশেরই। তোমার আমার খাওয়া শুধু ওকে একটু সঙ্গ দেবার জন্যে।"

আরক্ত মুখে মন্দাকিনী বলতে আরম্ভ করলে, "কিন্তু—"

কথাটা কিন্তু বলা হ'ল না। বিজয়েশের কাছ থেকে তাড়না খেয়ে দুর্বল আপত্তি স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

"জেঠামি করতে হবে না! দিয়েছে খেয়ে নে। তোকেই ত' পেয়ালা ক'রে বেশির ভাগ দিয়েছে রে, তবে আর দুঃখ কিসের ?"

তবুও দুঃখ যে কিসের, সে কথা ব্যক্ত করবার ভাষা আয়ত্তে নেই মন্দার। চা-টুকু ত' খেতে হ'লই, পরিতোষের হাত থেকে একখানা বিস্কুট পাওয়ার বিপদও আটকানো গেল না!

তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ ক'রে বিজয়েশ উঠে পড়ল। মন্দার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চল্ মন্দা, পরিতোষে আর তোতে আমাকে গাড়িতে তুলে দিবি।"

ঘাড় নেড়ে সোৎসাহে সম্মতি জানিয়ে মন্দাকিনী বললে, "চলো।"

যেতে যেতে বিজয়েশ পরিতোষের কানে কানে বললে, "এই হ'ল দু নম্বরের মহলা। প্রথম নম্বর হয়েছিল, ওকে দিয়ে আমার চা আনানো, আর, দু'নম্বর হ'ল, তোমাদের দু'জনে মিলে আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে যাওয়া।"

এ কথার উত্তর পরিতোষ মুখে দিলে না, শুধু একটু হাসলে। সে হাসির ভাষ্য—তোমার সহৃদয়তার অন্ত নেই বিজয়েশ !

গাড়িতে প্রবেশ করবার পূর্বে বিজয়েশ বললে, "পরিতোষদের বাড়িটা কি রকম লাগছে রে মন্দা ?"

মন্দা বললে, "ভারি চমৎকার !"

"কত বড় কম্পাউণ্ড দেখছিস ?"

"মস্ত বড় !"

"কি করবি এখন ঘরের ভিতর ঢুকে ? বৃষ্টি ত' ধ'রে গেছে, পরিতোষের সঙ্গে একটু ফাঁকায় ঘুরে বেড়া। কম্পাউণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে একটা ভারি সুন্দর গ্রীন-হাউস আছে। গ্রীন-হাউস কাকে বলে জানিস্ ?—সব্জি-ঘর, কাব্যের ভাষায় নিকুঞ্জ-বিতান। তবে এ গ্রীন-হাউস কাঁচ দিয়ে তৈরী নয়, লতা-পাতা দিয়ে মোড়া।" পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "গ্রীন-হাউসের ভিতরে নিয়ে গিয়ে মন্দাকে ভাল ক'রে দেখিয়ো পরিতোষ।"

খুশি হ'য়ে ঘাড় নেড়ে পরিতোষ বললে, "দেখাব।"

২২

বিজয়েশের গাড়ি অদৃশ্য হ'লে পরিতোষ বললে, "কি করবে লুসি ?—একটু বেড়াবে না-কি ?"

ঔৎসুক্য ভরে মন্দা বললে, "হ্যাঁ, বেড়াব বই কি। দাদা অত ক'রে ব'লে গেলেন।"

"দাদা ত' ব'লে গেলেন,—তোমার নিজের ইচ্ছে হচ্ছে না ?"

"হ্যাঁ, তা-ও হচ্ছে।"

"তা'হলে চল, প্রথমে তোমাকে কদমতলায় নিয়ে যাই। আমাদের কম্পাউণ্ডের পূবদিকে একটা খুব বড় কদমগাছ আছে। তার ফুল-ফোটার আসল সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে ; তবু এখনো কিছু ফুল দেখতে পাবে। কয়েকটা টাটকা ফুল যোগাড় করতে পারলে কণ্ঠে তোমার দুলিয়ে দোব কদম

ফুলের মালা। আর সেই কদম ফুলের মালা লুসি গ্রেকে টেনে নিয়ে যাবে একেবারে নিপুণিকা-মালবিকার কালে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মন্দা জিজ্ঞাসা করলে, "সে কোন্ কাল ?"

"উজ্জয়িনী নগরের মহাকবি কালিদাসের কাল।" ব'লে পরিতোষ হাসতে লাগল।

এ উত্তরে প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া গেল না।

কদম গাছের তলায় পৌঁছে কিন্তু দেখা গেল নিপুণিকা-মালবিকার কালে উপনীত হবার সুযোগ দূর-উচ্চের বৃক্ষশাখায় ঝুলছে। গাছের তলায় যা-কিছু ফুল প'ড়ে আছে, তা নিষ্পিষ্ট মলিন। তা' দিয়ে মালা গাঁথা যেতে পারে, কিন্তু সে মালার দ্বারা নিপুণিকা-মালবিকার কালে পৌঁছনো যায় না।

মন্দাকিনী কিন্তু সেই অপ্রাপনীয় ফুলগুলির শোভা দেখেই মুগ্ধ হ'ল। বললে, "আমাদের গ্রামে রায়চৌধুরীদের আম-বাগানে ঠিক এই রকম একটা কদমগাছে গাছ ভ'রে ফুল ফোটে।"

পরিতোষ বললে, "ফুল যখন তোমার গলায় দেওয়া গেল না, তখন মাথার ওপরে দেওয়া যাক।"

বিস্মিত কণ্ঠে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করলে, "তা কেমন ক'রে দেবেন ?"

"দেখ না, কেমন ক'রে দিই।" ব'লে বৃক্ষকাণ্ডে মন্দাকিনীকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে পরিতোষ বললে, "তোমাদের গ্রামে সেই রায়চৌধুরীদের কদমগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ মনে ক'রে একটু খুসি হ'য়ে ওঠ ত' লুসি। আমি সেই সুযোগে পকেট থেকে একটা যন্তর বার করি।"

"ক্যামেরা বুঝি ?"—মন্দাকিনীর মুখে দেখতে দেখতে একটা সুমিষ্ট হাসি ফুটে উঠলো।

সেই অপরূপ হাসিকে ক্যামেরার ফিল্মে বন্দী ক'রে ফেলবার আগ্রহে ভিউ-ফাইণ্ডারের উপর একবার ত্বরিত দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে পরিতোষ শাটার টিপ্‌লে—ক্লিক্।

"হয়েছে ?"

"দাঁড়াও, আর একটা। এবার একটু বাঁ পাশ ফিরে দাঁড়াও।······আর একটু।" ভিউ-ফাইণ্ডারের উপর চোখ দিয়ে পরিতোষ ব'ললে, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"······ক্লিক্।

গ্রীন-হাউসে প্রবেশ ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হ'ল। ক্ষণকাল পূর্বে বৃষ্টি বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সিক্ত লতাপল্লব দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে বড় বড় ফোঁটার জল পড়ছিল, বেশিক্ষণ ভিতরে থাকা চল্‌ল না। নিকুঞ্জের দ্বারে মন্দাকিনীকে দাঁড় করিয়ে পরিতোষ একটা স্ন্যাপ্ নিলে; তারপর কম্পাউণ্ডের চতুর্দিকে একটু ঘুরে বেড়িয়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দার পূর্ব স্থানে এসে উভয়ে বস্‌ল।

"কি রকম লাগল মন্দা?"

হাসি মুখে উৎসাহ ভরে মন্দাকিনী বললে, "খুব ভাল!"

"কদমতলা?"

"চমৎকার!"

"গ্রীন-হাউস্?"

"ভারি সুন্দর!"

"এ বাড়িখানা?"

মৃদু হেসে মন্দাকিনী বললে, "খুব ভাল লাগছে।"

পরিতোষ বললে, "এই রকম একটা বাড়ি পেলে খুসি হও?"

হাসিমুখে মন্দাকিনী বললে, "ওমা! তা আবার হইনে? নিশ্চয় হই।"

"আচ্ছা, এই বাড়িটাই যদি পাও, খুসি হও লুসি?"

বিস্মিত কণ্ঠে মন্দাকিনী বললে, "এই বাড়িটাই?...এ বাড়ি কি ক'রে পাব?"

"ধর, মন্ত্র পড়ে?"

মন্দাকিনীর মুখে অপ্রত্যয়ের নিঃশব্দ হাসি দেখা দিলে; বললে, "আপনি ঠাট্টা করছেন পরিতোষদা! মন্ত্র পড়ে কখন বাড়ি পাওয়া যায়!"

সহাস্য মুখে পরিতোষ বললে, "যায়। এমন মন্ত্র আছে লুসি, তুমি যদি তা পাঠ কর, তা হ'লে শুধু এই বাড়িটাই কেন, যেখানে আমাদের যা-কিছু আছে, সবই তোমার হ'য়ে যায়।"

শুনে মন্দাকিনীর মন একটা অনিরূপেয় আতঙ্কে ধড়াস ধড়াস করতে লাগ্‌ল। যে মন্ত্র পাঠ করলে পরিতোষদের সব কিছু তার নিজের হ'য়ে যায়, রহস্য-কুজ্‌ঝটিকার অন্তরাল থেকে তার অর্থ কতকটা স্পষ্ট হ'য়ে এসেছিল; তথাপি অন্য কথার অজোগানে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কী সে মন্ত্র ?"

মন্দাকিনীর দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে কতকটা মৃদু কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "সে মন্ত্র আমার মুখস্ত নেই। পুরুতঠাকুরদের সে মন্ত্র মুখস্ত থাকে। আমার সঙ্গে তুমি সে মন্ত্র পড়তে রাজি আছ ?"

অবনত মুখে মন্দাকিনী জমাট পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

"আমার কথার উত্তর দাও।······লুসি ?"

"···মন্দা ?"

"···মন্দাকিনী ?"

এবার পাথর নড়ল ; মৃদু স্বরে মন্দাকিনী বললে, "না।"

"না ?···কেন বল দেখি ?"

মন্দা উত্তর দিলে না,—চুপ ক'রে রইল।

"ও !···আর কারো সঙ্গে মন্ত্র পড়বে স্থির ক'রে রেখেছ ব'লে বুঝি ?"

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিলেনা মন্দা। ক্ষণকাল উত্তরের জন্যে অপেক্ষা ক'রে পরিতোষ বললে, "আমি তোমাকে ভালবাসি মন্দা, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী,—আমাকে লজ্জা কোরোনা। বিজয়েশের সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করতে চাও বুঝি ?"

এবার মন্দাকিনী ঔৎসুক্য ভরে পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ; বললে, "কি ক'রে জান্‌লেন আপনি ?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে পরিতোষ বললে, "কিন্তু, তোমাকে কি বিজয়েশ বলেছে, সে তোমার সঙ্গে মন্ত্র পড়তে রাজি আছে ?"

"না, তা এখনো বলেন নি।"

"তবে ?"

"আমি বললেই রাজি হবেন। তিনি আমাকে ভালবাসেন ; আমার সব কথাই তিনি রাখেন, এ কথাও রাখবেন।"

"এ কথা এতদিন বলনি কেন তাকে ?"

"অনেক বার বলতে গেছি, পারিনি।"

"কেন ?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আরক্ত মুখে মন্দা বললে, "লজ্জা করে।"

"কিন্তু আর লজ্জা কোরোনা, এবার বোলো।"

"আচ্ছা।" 'তারপর পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কিন্তু আপনি ত' সব জানতে পারলেন, আমার হ'য়ে আপনিই বলুন না।"

এবার আর পরিতোষ সামলাতে পারলেনা, হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "আচ্ছা লুসি, আমিই বলব! আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, আমি ভিন্ন এ কথা আর কে বলবে।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে পুনরায় বললে, "রাজি বিজয়েশ হবেই।—রাজি তাকে হ'তেই হবে। কিন্তু কথার কথা বলছি, ধর শেষ পর্যন্ত সে রাজি না-ই যদি হয়, তখন ?"

"তখন ?......তখন মার সঙ্গে দেশে চ'লে যাব।"

"তবু আর কারও সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করবে না ?"

দৃঢ় স্বরে মন্দাকিনী বললে, "ছি ছি! তা কি কখনো করা যায় ? আপনিই বলুন না ?"

পরিতোষ উত্তর দিলে, "না করা যায় না। এই ধর না কেন, তোমাকে ভালবেসে আমিই কি এ জীবনে আর কারো সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করতে পারি ?"

উৎসাহের সহিত মন্দাকিনী বললে, "অসম্ভব!"

শুনে পরিতোষের দুই চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল; বললে, "লুসি ভাই, আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি, জীবনে তুমি সুখী হোয়ো।......কিন্তু চুপ! সাবি এসে পড়েছে।"

সাবিত্রী নিকটে এসে মুখে একটুখানি কাপড় চাপা দিয়ে দাঁড়াল। যে জিনিস সে কাপড় দিয়ে ঢাকা দিতে চায়, তার আভাস তার দুই চক্ষের দ্যুতিতে।

"দাদাবাবু, মা আর পিসিমা আপনাদের দুজনকে ভেতরে ডাকছেন।"

"আমাকেও ?"

"হ্যাঁ, আপনাদের দুজনকেই।"

পরিতোষ বললে, "আচ্ছা তুই চল্,—আমরা যাচ্ছি।" তারপর মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চলো।"

২৩

অন্দর মহলে পূর্বদিকের প্রশস্ত বারান্দার এক প্রান্তে একটা গোল টেবল্ ঘিরে পাঁচ-সাত খানা চেয়ার। বৈকালিক চায়ের পালা সাধারণত এইখানেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই টেবিলের পাশে দুখানা চেয়ার অধিকার ক'রে সৌদামিনী এবং অপর্ণা কথোপকথন করছিল।

মন্দাকিনীর সহিত তথায় উপস্থিত হ'য়ে পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, "মা, আমাদের ডেকেছ?"

অপর্ণা বললে, "হ্যাঁ ডেকেছি,—বোস্ তোরা। আমারও ত মন্দাকে দেখতে ইচ্ছে করে।" মুখে-চোখে একটু চাপা হাসির আমেজ।

সৌদামিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও অপর্ণার দ্বারা একথা উক্ত হ'লে তার মধ্যে যে বিশেষ অর্থটুকু থাকার কথা, তা বুঝতে পরিতোষের বিলম্ব হ'ল না। কিছু পূর্বে সেই অর্থের ইঙ্গিতই সাবিত্রীর মুখে-চক্ষে সে দেখতে পেয়েছিল; সৌদামিনী এবং অপর্ণার মুখে-চক্ষেও সেই অর্থেরই ইঙ্গিত; এমন কি, আদেশের প্রত্যাশায় অদূরে অপেক্ষারত মাধব খানসামার মুখে-চক্ষেও সে ইঙ্গিতের অভাব দেখা যাচ্ছেনা। পরিতোষ বুঝতে পারলে, কথাটা অন্দর মহলে ঈষৎ ব্যাপকভাবেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সে বিরক্ত হ'লনা; মনে মনে একটু হেসে ভাবলে, হয়ত সদরমহলে আর অন্দরমহলে একই সঙ্গে কথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে থাকবে। মেয়ে যে মুহূর্তে আপত্তি করছিল, মা হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তেই আপ্যায়িত হচ্ছিল। আশ্চর্য! এত কৌতুক সংসারে অহর্নিশ ভেসে বেড়াচ্ছে, তবুও সংসারকে মানুষ নীরস ব'লে নিন্দিত করতে ছাড়েনা!

অন্দরমহলে কথাটার রটনা দিয়েছিল সাবিত্রী। অপর্ণা ও সৌদামিনীর মধ্যে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অসতর্ক উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে অদূরে দাঁড়িয়ে

কথাটা সে শুনেছিল, মিনিট কুড়িক পূর্বেও যার কোনো নোটিস পাওয়া যায়নি। গৌরীনাথের সেই শোচনীয় আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে বৃহৎ পুরীখানা এ পর্য্যন্ত ঔদাস্যে কতকটা ধূসর হ'য়েই আছে; তার মধ্যে আজ নবকিরণ সম্পাতের সম্ভাবনাজাত আনন্দ সাবিত্রী শুধু নিজের মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে রাখেনি, আপন সহকর্মী-সহকর্মিণীদের মধ্যেও বিতরিত ক'রে দিয়েছে। বাইরের ফুলবাগানে যে উড়িয়া মালী মুখে এক মুখ পান ঠুসে ক্রোটন গাছের পাতা ছাঁটছে, তার সেই স্ফীত মুখের মধ্যেও সন্ধান করলে বোধ হয় এতক্ষণে সে আনন্দের খানিকটা আমেজ খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিতোষ ও মন্দাকিনী উপবেশন করলে মাধব এগিয়ে এসে বললে, "মা, দাদাবাবুকে আর দিদিমণিকে তা হ'লে চা দিই?"

পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অপর্ণা বললে, "মন্দার মা বল্ছেন, সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে বিজয়েশের আজ হঠাৎ একটা খুব জরুরি কাজ এসে পড়েছে, ফিরতে অনেক দেরি হ'তেও পারে। তা হ'লে তোরা দুজনে চা খেয়ে নে।"

সৌদামিনী বললে, "হ্যাঁ বাবা, আমাদের বেরোবার আধঘণ্টাটাক আগে ফোন এল। বিজয়েশ ত' প্রথমে ঠিক করছিল আমরাই ওকে নাবিয়ে দিয়ে আসব। তারপর কি ভেবে আমাদেরই নাবিয়ে দিয়ে গেল। আজকাল ওর আহার নিদ্রারই ঠিক নেই ত চা-খাওয়া! হয়ত' রাত নটার সময়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আধ পেয়ালা চা খেয়ে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েই আবার ছুটবে রাত বারোটার মতো। ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রে কাজ নেই, তোমরা দুজনে চা খেয়ে নাও।"

পরিতোষ বললে, "না মাসিমা, দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে চা খেতে খেতে আমারও একটা খুব জরুরি কথা বলবার আছে। অন্ততঃ ছটা পর্যন্ত ওর জন্যে অপেক্ষা করি;—ও ঠিক এসে পড়বে।" তারপর মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লে, "মন্দা, তুমি চা খেয়ে নাও।"

মন্দাকিনী বললে, "কেন, ছটা পর্যন্ত আমিও ত' অপেক্ষা করতে পারি।"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "কিন্তু আমাদের জরুরি কথার মধ্যে তোমার থাকা ত চলবেনা মন্দা।"

"কেন?"—এ প্রশ্নের কিন্তু উত্তর পাবার প্রয়োজন হ'ল না, চকিত নেত্রে মন্দাকিনী বললে, "ও!"

"কেন, বুঝতে পারছ?"

মন্দাকিনীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; মৃদুকণ্ঠে বললে, "পারছি।"

অপর্ণার দিকে চেয়ে হাসিমুখে পরিতোষ বল্‌লে, "তুমি বুঝতে পারছ মা?"

প্রসন্নস্মিতমুখে অপর্ণা বললে, "পারছি।"

"সাধে কি বলি লুসি গ্রে!"

এত বড় হাবা মেয়ে কেমন ক'রে পরিতোষের মত ঐ দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে এমন ক'রে বাগাতে পারলে মনে-মনে প্রশ্ন ক'রে সৌদামিনীর মুখেও হাসি দেখা দিয়েছিল। মনে-মনেই সে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলে, অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'লে এতখানিও হয়!

চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়ে পরিতোষ বল্‌লে "মাধব, আমি ঘরে চল্‌লাম,—আমাকে এক পেয়ালা চা দিয়ে আসিস,—খুব কড়া চা কিন্তু। বুঝলি?"

বিস্মিত কণ্ঠে অর্পণা বললে, "সে কি খোকা! কড়া চা ত' তুই কোন দিন খেতে পারিস নে।"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "আজ খেতে ইচ্ছে করছে।"

"কেন বল্ ত'?"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে পরিতোষ বললে, "বোধহয় বৃষ্টি-বাদলার জন্যে।"

"বৃষ্টি ত' ঘণ্টাখানেক ছেড়ে গেছে।"

একথার পরিতোষ আর উত্তর দিলেনা।

আধঘণ্টাটাক পরে পরিতোষের ঘরে প্রবেশ করলে মন্দাকিনী। চা পান শেষ ক'রে পরিতোষ তখন ডায়রি লিখছিল। মন্দাকিনীকে দেখে ডায়রি বন্ধ ক'রে বললে, "এস। চা-খাবার খেয়েছ?"

মন্দাকিনী বললে, "খেয়েছি।"

"মাসিমারা কোথায় আছেন ?"

"ওঁরা বাগান দেখতে গেলেন। আমার দেখা হয়ে গেছে শুনে আপনার কাছে আমাকে থাকতে বললেন।"

"ভাল কথা। ঐ চেয়ারটায় বেশ জুৎ ক'রে বোসো।" ব'লে পরিতোষ টেবিলের পাশের গদি-আঁটা চেয়ারটা মন্দাকিনীকে দেখিয়ে দিলে।

বসতে গিয়ে মন্দাকিনী কিন্তু চমকিত হ'য়ে ব'লে উঠল, "একি !"

হাসি মুখে পরিতোষ বললে, "কেন ? তোমার ছবি।"

"এত বড় ছবি আমার কবে তুললেন ?" পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধিত ক'রে নিয়ে বললে, "ও ! সেই ছোট ফটোকে বাড়িয়ে এত বড় করেছেন বুঝি ?"

পরিতোষ বললে, "হ্যাঁ। কেমন হয়েছে ?"

ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ঘাড নেড়ে প্রসন্ন কণ্ঠে মন্দাকিনী বললে, "বেশ হয়েছে ! চমৎকার হ'য়েছে !" তারপর এক মুহূর্তকাল নিবিষ্ট চিত্তে ব্রোমাইড্ এনলার্জমেণ্টখানা নিরীক্ষণ ক'রে বল্‌লে, "আচ্ছা, আমি কি দেখতে এ ছবির মতো এত ভাল ?"

স্মিতমুখে পরিতোষ বললে, "চেয়ারে বোসো, তারপর বলছি।"

মন্দাকিনী উপবেশন করলে পরিতোষ বললে, "তুমি দেখ্‌তে লুসি, এ ছবির চেয়েও অনেক ভাল।"

২৪

পরিতোষের মন্তব্য শুনে মৃদু মৃদু ঘাড় নেড়ে মন্দাকিনী বললে, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার মনে হয় এ ছবির চেয়ে আমি দেখতে খারাপ।"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "তা কি ক'রে বলতে পার ? নিজেকে ত' তুমি দেখতে পাও না।"

"আয়নার মধ্যে ত দেখতে পাই।"

"কিন্তু আয়নার মধ্যের চেয়ে আয়নার বাইরে তুমি অনেক ভাল। আয়নার মধ্যেও তুমি এ ছবির চেয়ে ভাল। বিশ্বাস না হয়, কাল সকালে বাঁ হাতে একখানা হাত-আয়না নিয়ে আর ডান হাতে এই ছবিটা ধ'রে ভাল ক'রে মিলিয়ে দেখো।"

বিস্মিতকণ্ঠে মন্দাকিনী বললে, "কাল সকালে?—কাল সকালে এ ছবি পাব কোথায়?"

সহাস্যমুখে পরিতোষ বললে, "এ ছবি তোমার সঙ্গে আজ তোমাদের বাড়ি যাবে।"

"কেন?"

"ছবিখানা তোমাকেই দিয়েছি।"

মাথা নেড়ে মন্দাকিনী বললে, "না পরিতোষদা, আমার ছবি আমি নিয়ে কি করব?—এ ছবি আপনার কাছেই থাক্।"

পরিতোষ বললে, "কিন্তু এ ছবি যে তোমার টেবিলের জন্যেই করিয়েছি।" ফটোখানা টেবিল হ'তে তুলে মন্দাকিনীর হাতে দিয়ে বললে, "পেছন দিকে প'ড়ে দেখ।"

ছবিখানা উল্টে ধ'রে মন্দাকিনী দেখলে লেখা আছে, 'মন্দা, এ ছবিখানা তোমার টেবিলের জন্যে করিয়েছি। পরিতোষ।'

পড়া শেষ ক'রে মন্দাকিনী পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "তবে?—তোমার টেবিল ত তোমাদের ও বাড়িতেই আছে।"

"তা হোক, এ ছবি আপনার কাছেই থাকবে।" ব'লে হাত বাড়িয়ে মন্দাকিনী বললে, "আপনার কলমটা খুলে দিন্ ত।"

কলম নিয়ে মন্দাকিনী পরিতোষের লেখার তলায় পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখলে, 'শ্রীচরণেষু, এ ছবিখানা আপনার টেবিলের জন্য আপনাকে দিলাম। 'স্নেহের মন্দা।' তারপর ছবিখানা পরিতোষের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "প'ড়ে দেখুন।"

ছবিখানা টেবিলের উপর যথাস্থানে স্থাপিত ক'রে পরিতোষ বললে, "পড়বার দরকার নেই, তোমার লেখবার সময়েই প'ড়ে নিয়েছি। কিন্তু তোমার টেবিলের জিনিস আমার টেবিলের জন্যে রেখে গিয়ে ভাল করলে না মন্দা।"

এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে মন্দাকিনী কি উত্তর দিত বলা কঠিন—হয়ত' কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ ক'রেই থাকৃত, কিন্তু বিজয়েশ তাকে সমস্যার দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করলে, বাইরে তার মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে পরিতোষ বললে, "বিজয়েশ এসে গেছে।" দেওয়ালে বিলম্বিত ক্লকটার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বলেছিলাম ছটার মধ্যে এসে পড়বে—এখনো ছটা বাজতে মিনিট আষ্টেক বাকি।"

দ্রুতপদে পরিতোষ বিজয়েশের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। মন্দাকিনী অনুসরণ করলে তাকে।

* * * *

আধঘণ্টার মধ্যে চা-পানের পালা শেষ ক'রে বিজয়েশ ও পরিতোষ দুই বন্ধু পরিতোষের কাজ করবার ঘরে এসে বসল। তখন পুনরায় অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে।

বিজয়েশ বল্‌লে, "মাসিমা পিসিমা দুজনকেই ত খুসি দেখলাম। তোমার লুসি কি বলে? তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে?"

স্মিতমুখে পরিতোষ বল্‌লে, "হ্যাঁ, খুব খোলাখুলি ভাবেই হয়েছে। লুসিকে খুসি দেখছ না?"

"হ্যাঁ, খুসিই দেখছি। তবে লুসি ত' একেবারে নিরাবরণ খুসি হ'তে পারে না—খানিকটা লজ্জা তাকে ঢেকে রাখবেই।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে স্মিতমুখে পরিতোষ বললে, "আজ মন্দা আমাকে একটা বেশ মজার ভার দিয়েছে বিজয়।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বিজয়েশ বললে, "বল কি হে? আজই ভার দিয়েছে! গাছে না উঠেই এক কাঁদি? কি ভার দিয়েছে শুনি?"

"ভার দিয়েছে তোমাকে জানাতে, যে-হেতু সে অনন্যচিত্তে তোমার অনুরাগিণী, আমাকে সে বিয়ে করবে না।" পরিতোষ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

তীক্ষ্ণ নেত্রে পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "বটে?— কিন্তু কে স্বপ্ন দেখছে বল দেখি? তুমি? না আমি? না দুজনেই? মন্দার মতো একটি সাদা মেয়ে, শুধু সাদাই নয় গাধা মেয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে আমার অনুরাগিণী হবে, সেই অনুরাগের কথা জানিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার যাবে, আর সেই নাটকীয় ব্যাপারটি আমাকে জানাবার ভার তোমার ওপর দেবে—এ কি তুমি আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করতে বল?"

স্মিতমুখে পরিতোষ বল্‌লে, "বলি।"

"বাজে কথা বোলো না! একটি গণ্ডমুখ্‌খু আর একটি পণ্ডিতমুখ্‌খু একত্র হয়েছিল, কি বলতে একজন কি বলেছে, আর, কি শুনতে একজন কি শুনেছে।"

বিজয়েশের কথা শুনে পরিতোষ হেসে ফেললে; বললে, "বাজে কথা তুমিই বল্‌ছ। গণ্ডমুখ্‌খুও ঠিক বলেছে, পণ্ডিতমুখ্‌খুও ঠিক শুনেছে। বিজয়বৃক্ষ থেকে মন্দাকিনীলতাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলছি।" ব'লে তার সহিত মন্দার যে কথোপকথন হয়েছিল প্রায় তা পরিপূর্ণ ভাবেই বিবৃত করলে।

মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনে বিজয়েশ বললে, "এ সব কথার কোনো মূল্য নেই। মন্দাকিনীর মতো ভালমানুষ মেয়েরা অনেক সময়ে ভাবপ্রবণ হয়ে নিজেদের কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিক করতে পারে না। ঠিক ক'রে দিতে হয় অপরকে। তোমার কোনো চিন্তা নেই পরিতোষ, এক দাবড়ানিতে ওকে আমি সোজা ক'রে দোবো।"

মাথা নেড়ে পরিতোষ বললে, "পারবে না ভাই। সোজাকে আর কত সোজা করবে তুমি? মন্দা সাজ্ঘাতিক ভাবে সোজা।" ব'লে, কি একটা যেন কথা মনে ক'রে হাসতে লাগল।

ঔৎসুক্য সহকারে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "হাসছ কেন?"

পরিতোষ বললে, "হাসছি মন্দার একটা কথা মনে পড়ায়। তোমাকে ভালবেসেছে ব'লে আমাকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব, এ কথা সে অবলীলাক্রমে আমাকে জানালে। আবার আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে ভালবাসার পর আর কোনো মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব কি-না, তখনও তেমনি অবলীলাক্রমেই বললে, অসম্ভব। অর্থাৎ, সে তোমাকে ভালবেসেছে ব'লে আমাকে বিয়ে না ক'রে করবে তোমাকে ; কিন্তু আমি তাকে ভালবেসেছি ব'লে আমাকে চিরকাল থাকতে হবে অবিবাহিত। এমন দুর্দান্ত ভাবে সোজা মেয়েকে তুমি একমাত্র বিয়ে করতেই পার—আর কিছু পার না।"

"আরও কিছু পারি।" ব'লে বিজয়েশ কুঞ্চিতস্মিত মুখে পরিতোষের দিকে চাইলে।

"কি পার ?"

"তোমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে পারি। ঐ যে মন্দা তোমাকে বলেছে, তুমি তাকে ভালবাস ব'লে আর কোনো মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পার না—ঐটেই তার নিশ্চেতন মনে তোমার প্রতি ভালবাসার সূত্রপাত।"

"এ সূত্রপাত কবে হ'ল শুনি ?"

"আজই—একটু আগে ; তুমি যখন তার কাছে তোমার ভালবাসার কথা ব্যক্ত করছিলে তখন। এই জিনিসটাই আসল জিনিস পরিতোষ—এরই মধ্যে আছে শক্তিশালী ফলগর্ভ বীজ যা নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হবে। আর, আমার প্রতি মন্দার যে অস্পষ্ট ঘোলাটে একতরফা মনোভাব, যাকে ও প্রেম ব'লে মনে করছে, তা সঙ্গে সঙ্গে তার আসল স্বরূপে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।"

"কি সে স্বরূপ শুনি !"

"ধর শ্রদ্ধা—ধর কৃতজ্ঞতা।"

অল্প একটু হেসে পরিতোষ বললে, "তোমার এ মনোবিচার নির্ভুল নয় বিজয়েশ। কোনো সাধারণ মেয়ের কথা হ'লে হয়ত' খানিকটা খাটতে পারত।......সুসি গ্রেকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। এ বিষয়ে তোমাকে আমি আমার একান্ত অনুরোধ জানাচ্ছি।"

ঈষৎ দৃপ্তস্বরে বিজয়েশ বললে, "বড় বেশি বাজে কথা বলছ তুমি পরিতোষ! লুসি গ্রেকে আমি বিয়ে করব—আর, তুমি কি করবে শুনি?"

"আমি?—আমার বই বেঁচে থাক্—আমি বই পড়ব;—আর তোমাদের দুজনের ছবি তুলে তুলে অ্যালবাম্ ভরাব।" ব'লে পরিতোষ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বিজয়েশ বললে, "বই পড়তে হয় পোড়ো, আপত্তি করছিনে। কিন্তু তোমার প্রস্তাবে আপত্তি করছি। মন্দাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। বিয়ে করাটা ঠিক এতখানিই একতরফা ব্যাপার নয় পরিতোষ,—আমার নিজের দিকেও তার খানিকটা প্রেরণা থাকা দরকার। ধর, দিন দুই পরে অনীতা যদি আমাকে জানায় তার মাসতুত বোন কমলা মনে মনে ভালবেসে আমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, তা হ'লে আমাকে কি কমলাকেই বিয়ে করতে হবে?"

অনীতার মাসতুত বোন কমলার উল্লেখে বিদ্যুতের ন্যায় একটা কথা পরিতোষের মনে স্ফুরিত হ'ল। সে বললে, "কমলার কথা এখন থাক, মন্দাকে বিয়ে করতে তোমার কি আপত্তি তা' বল।"

বিজয়েশ বললে, "আপত্তি একাধিক। প্রথম আপত্তি, বিয়ে করবার বিষয়েই আমার মনে এ পর্যন্ত কোনো কল্পনা নেই। কোনো দিনই আমি বিয়ে না করতেও পারি।"

পরিতোষ বললে, "এ তোমার প্রধান আপত্তি নয়। তোমার প্রধান আপত্তি কি বল? দেখ বিজয়, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে—এ সময় স্পষ্ট কথার একান্ত দরকার। তুমি তোমার প্রধান আপত্তির বিষয়ে আমাকে নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পার। কি তোমার প্রধান আপত্তি আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে বিজয়েশ বললে, "তোমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু যে প্রধান আপত্তি আমার নিজের মনের মধ্যেই যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, তোমার কাছে তা স্পষ্ট করব কি ক'রে?"

ঠোঁট ফেললে পরিতোষ; বললে, "আচ্ছা, মন্দাকে তোমার বিয়ে না করবার প্রধান কারণ কি অনীতার সঙ্গে কোনো রকমে জড়িত?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বিজয়েশ বললে, "তা কতকটা হতেও পারে।"

"তা হ'লে অনীতাকে তুমি ভালবাস?"

স্মিতমুখে বিজয়েশ বললে, "অনীতার মতো মেয়েকে কে না ভালবাসে বল? দাদামশায় ভালবাসেন, জীবনকৃষ্ণ ভালবাসে, তুমি যদি তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে, তুমিও ভালবাসতে।"

"অনীতাকে বিয়ে করতে তুমি প্রতিশ্রুত হয়েছ?"

"নিশ্চয় হইনি। বিয়ে করবার কল্পনাই যখন নেই, তখন এ প্রশ্নই ওঠে না।"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "তা-ও বটে। অনীতা তোমাকে ভালবাসে?"

"ভালবাসে ব'লেই ত মনে হয়।"

"প্রকাশ করেছে কখনো?"

"না, ভাষা দিয়ে করেনি। ইংরিজি বাঙলা এমন কি হিন্দী রাষ্ট্রভাষা দিয়েও করেনি।" ব'লে বিজয়েশ হেসে উঠল।

পরিতোষ বললে, "তুমি বলছিলে মন্দাকে বিয়ে না করবার প্রধান কারণটা তোমার নিজের মনেই যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, কিন্তু আমি ত' তোমার কথার মধ্যে কোথাও তেমন অস্পষ্টতা দেখতে পাচ্ছিনে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বিজয়েশ বললে, "অস্পষ্টতা কোথায় জান? অনীতাকে অবিবাহিত রেখে কিছুতেই আমার বিয়ে করা চলেনা, এ সিদ্ধান্ত আমার মনে সুস্পষ্ট; অথচ যে হেতুগুলোর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কথা, সেগুলো স্পষ্ট নয়। কাজেই মোটের উপর সব জিনিসটাই অস্পষ্ট।"

পরিতোষ বললে, "আমার মনে হয় তোমাদের দুজনের রাজনৈতিক মতভেদই কোনো দিক দিয়ে এই অস্পষ্টতার কারণ।"

বিজয়েশ বললে, "অসম্ভব নয়। আমার রাজনৈতিক মত বিসর্জন দিয়ে অনীতাকে আত্মসমর্পণ আমার পক্ষে চিন্তার অতীত। এ ভাবে তাকে

পাওয়া পাওয়াই হবেনা। অনীতার দিকেও বোধহয় এই ধরণেরই কথা আছে।"

"অনীতার প্রতি তোমার আকর্ষণের মনোভাব কতদিনের ব্যাপার বিজয়?"

"সম্ভবতঃ মন্দাকিনীর প্রতি তোমার ভালবাসার মনোভাব যতদিনের ব্যাপার।" ব'লে বিজয়েশ একটু হাসলে।

"এবার আমার শেষ প্রশ্ন।"

"বল।"

"ধর, অনীতা যদি অপর কাউকে বিয়ে করে, তখন তোমার বিয়ে করতে আপত্তি থাকবেনা ত?"

পরিতোষের প্রশ্ন শুনে বিজয়েশ হাসতে লাগল; বললে, "তোমার এ প্রশ্নের উত্তর অনীতার বিয়ের পরে দোব। বিয়ের আগে দিলে অনুমানে ভুল হ'তে পারে।"

প্রশ্নটা বিজয়েশ এড়িয়ে যেতে চাইছে মনে ক'রে পরিতোষ আর কথা না বাড়িয়ে অন্য কথা পাড়লে; বললে, "রাত্রে তোমাদের আবার মিটিং আছে না-কি বিজু?"

বিজয়েশ বললে, "আছে বইকি। রাত দশটা থেকে মিটিং আরম্ভ, তারপর বারোটা একটা ছুটো যখন হয় শেষ।"

"এই রকম প্রতিদিনই চলছে না-কি?"

"প্রতিদিন না হ'লেও প্রায়ই। ইলেকশনের মাস-খানেক আগে থেকে প্রতিদিনই চলবে।"

"সেখানকার খবর কি?"

"কোথাকার বল ত?......ও, বুঝেছি। ভারি বেগ পেতে হচ্ছে সেখানে—দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ। যৎপরোনাস্তি প্রবল লোক। আমাদের পক্ষে যে দাঁড়িয়েছে তার আর সবই আছে, শুধু কাজ করবার প্রত্যুৎপন্নমতিটুকু নেই। একটা সমস্যার চিন্তা শেষ হ'তে-না-হ'তে তার সামনে আর একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়।"

ব্যগ্রকণ্ঠে পরিতোষ বললে, "তুমি কেন দাঁড়ালেনা বিজয়?—তুমি দাঁড়ালে তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ থাকতনা।"

বিজয়েশ বললে, "ক্ষেপেছ! পায়ে যথেষ্ট শক্তির সঞ্চয় না হ'লে দাঁড়াতে আছে কখনো? দাঁড়াব সেদিন, যেদিন দাঁড়ানোর অর্থই হবে নির্বাচিত হওয়া।" তার পর রিষ্টওয়াচ দেখে ব্যস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "না—আর যেতে হয়েছে। বাড়ি গিয়ে কালকের লিস্টের একটা জরুরি মকর্দমার কাগজপত্র দেখতে হবে খানিকটা, তারপর যেতে হবে মিটিং-এ।"

পরিতোষ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "চল তা হ'লে বাড়ির ভেতরে ওঁদের একটু তাড়া দেওয়া যাক্।"

অন্দরমহলের পথে অগ্রসর হ'য়ে পরিতোষ বললে, "নিঃসংশয়ে জেনে যাও বিজু, মন্দাকিনীকে তোমাকে বিয়ে করতেই হবে।"

বিজয়েশ বললে, "তুমিও নিঃসংশয়ে জেনে থাক পরিতোষ, মন্দা খুসি হ'য়ে তোমাকে বিয়ে করবেই।"

দুজনেরই কথা শুনে উপরে বিধাতাপুরুষ একটু হাসলেন।

২৫

বিজয়েশ মনে মনে স্থির করলে মন্দাকিনীকে আর আদৌ প্রশ্রয় বাড়াবার সময় দেওয়া হবে না। বিবেচনাহীন যে খেয়াল পরিতোষের প্রতি তাকে যৎপরোনাস্তি অসঙ্গত আচরণ করিয়েছে, অঙ্কুরেই তার বিনাশ সাধন করতে হবে। সামনের আসনে বসলে ড্রাইভারের শ্রুতি এড়িয়ে কথা কওয়া অসুবিধা-জনক হবে বিবেচনা ক'রে সে পিছনের আসনের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে ড্রাইভারের পশ্চাতে বসেছিল। তার অব্যবহিত বামে বসেছিল মন্দাকিনী, এবং মন্দাকিনীর পাশে সৌদামিনী।

গাড়িবারান্দা হ'তে গাড়ি নিক্রান্ত হওয়া মাত্র বিজয়েশ তার কাজ আরম্ভ করলে। মন্দাকিনীর বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট সৌদামিনীর দিকে একটু ঝুঁকে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে ডাকলে, "পিসিমা।"

আগ্রহ সহকারে বিজয়েশের দিকে মাথা হেলিয়ে সৌদামিনী বল্‌লে, "কি বাবা?"

কথোপকথন আরম্ভ হ'ল কতকটা মন্দাকিনীর সম্মুখ ভাগে, যেন তাকে সাক্ষী রেখেই।

বিজয়েশ বললে, "বীরহাটায় থাকবার সময়ে মন্দাকে দিয়ে আপনি নিশ্চয় খুব ভাল ক'রে শিবপুজো করিয়েছিলেন ?"

বিজয়েশের কথা শুনে একটু হেসে সৌদামিনী বললে, "না, শিবপুজো করাইনি ;—তবে পুজো না ক'রেই তোমার কল্যাণে ও পুজো করার ফল পেয়েছে।"

মাথা নেড়ে ব্যগ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে বিজয়েশ বল্‌লে, "না না পিসিমা, মানুষের কল্যাণে এত বড় ফল পাওয়া সম্ভব নয়। মন্দা নিশ্চয়ই মনে মনে শিবঠাকুরকে বেলপাতা চড়াত, তাই শিবঠাকুর প্রসন্ন হ'য়ে এমন ব্যবস্থা করেছেন।"

তারপর, শিবঠাকুরের প্রবর্তিত ব্যবস্থাটা যে সত্যসত্যই সুব্যবস্থা হয়েছে, তা প্রতিপন্ন করবার কার্যে সে প্রবৃত্ত হল। প্রবাদ মতে কন্যা পক্ষের প্রধানতম যে চারটি বস্তু কাম্য, অর্থাৎ রূপ, বিত্ত, বিদ্যা এবং কৌলীন্য—তা পরিতোষের প্রচুর পরিমাণে আছে। তার মতো উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান পুরুষ বাঙালির মধ্যে দুর্লভ ; কত মূল্যবান দেশী বিদেশী উপাধি-পদবী তার নামকে আশ্রয় ক'রে আছে, তার আচরণ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই ; আর, তার সাদাসিধে সাজ-সজ্জা আর মামুলি চাল-চলন দেখে অনুমান করবার উপায় নেই, কি অগাধ সম্পত্তির সে একমাত্র অধিকারী। কলকাতা সহরে যে কয়েকখানা বড় বড় বাড়ি আছে তা থেকে মাসিক আয় হাজার চারেক টাকার ওপর ; তা ছাড়া ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে যে সঞ্চিত টাকায় সাধারণত হাত দেবার আবশ্যক করে না, বর্ষে বর্ষে তা বিপুল আয়তনে বেড়ে উঠছে। পরিতোষের অন্তরতম বন্ধু ব'লে এ সকল কথা তার জানা আছে।

প্রকৃতি ও চরিত্র-বৈভবেও পরিতোষ অতুলনীয়। শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী, উদারহৃদয়, ন্যায়নিষ্ঠ অথচ ক্ষমাপরায়ণ, মিতব্যয়ী অথচ দানশীল। পরিতোষ চা পান করে, কিন্তু পান খায় না। চুরুট এবং নস্য খুঁজে পাওয়া যায় কেবল তার বন্ধুদেরই কেসে এবং কৌটায়। চরিত্রে সে কত বলিষ্ঠ বহুবার বিজয়েশ

তার প্রমাণ পেয়েছিল ইংলণ্ডে একত্রে অবস্থান কালে। সেখানে বন্ধুসম্মেলনে অথবা প্রীতিভোজ সভায় আহারের পর স্বল্প পরিমাণে অনুগ্র মদ্য পানের প্রথা সামাজিক আচার হিসাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু ডিসেম্বর জানুয়ারির দুর্দান্ত শীতের রাত্রির সহিত জড়িত বন্ধু-বান্ধবীর সনির্বন্ধ অনুরোধ তাকে মদের গ্লাস স্পর্শ করাতেও পারত না। হাসিমুখে সে উত্তর দিত, 'যা করিনে, স্বল্পতম পরিমাণেও তা করিনে।'

বার দুই তিন হর্ণ দিয়ে বাড়ির সামনে এসে মোটর থামল।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দারোয়ান দরজা খুলে দিলে।

অন্দরের দিকে যাবার স্থলে উপস্থিত হ'য়ে বিজয়েশ বললে, "সব কথাই এক রকম বলেছি পিসিমা, শুধু একটা কথা বাকি আছে। এক মিনিটের জন্যে আমার অফিস-ঘরে যদি আসেন, কথাটা শেষ করি।"

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে সৌদামিনী বললে, "চল। কিন্তু মন্দার বিষয়ে যে কোনো কাজেই তুমি হাত দাও না কেন, তা'তে আমার শোনবার কোন কথা থাকে না।"

ঝিকে মেরে বউকে শেখানোর একটা পদ্ধতি আছে; তারই অনুরূপ পদ্ধতি অনুযায়ী বিজয়েশ যে আসলে সকল কথা মন্দাকিনীকেই শোনাচ্ছিল, সৌদামিনী সে কথা ঠিক অনুমান করতে পারে নি।

মন্দাকিনীকে অন্দরের অভিমুখে প্রস্থান করতে দেখে বিস্মিতকণ্ঠে বিজয়েশ বললে, "ও কিরে মন্দা! কোথায় চললি তুই?"

বিজয়েশের কথায় দাঁড়িয়ে প'ড়ে পিছন ফিরে থেকেই মন্দাকিনী বললে, "ভেতরে।"

"ভেতর ত' আর পালাচ্ছে না। পিসিমার সঙ্গে একসঙ্গে ভেতরে যাস্। এখন আয়, আমাদের সঙ্গে একটু বস্‌বি।" ব'লে বিজয়েশ অফিস-ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

আর কোনও কথা না ব'লে মন্দাকিনী নিঃশব্দে সৌদামিনী ও বিজয়েশকে অনুসরণ করলে।

অফিস-ঘরে গিয়ে বসার পর বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে সৌদামিনীকে চোখ মুছতে দেখে বিজয়েশ বল্‌লে, "ওকি পিসিমা! আপনি কাঁদছেন কেন?"

ভাল ক'রে চোখ মুছে নিয়ে সৌদামিনী বললে, "ভারি আনন্দে আর ভারি দুঃখে কাঁদছি বাবা! কী যে মেয়ে-অন্ত-প্রাণ তোমার পিসেমশায় ছিলেন! আজ বেঁচে থাকলে তাঁর দুঃখিনী মেয়েকে রাজরাণী হ'তে দেখে কতই-না সুখী হতেন!"

যে সঙ্কল্পে বিজয়েশ প্রবৃত্ত হয়েছে তার পক্ষে বিশেষ ভাবে অনুকূল এই কথায় অত্যন্ত খুসি হ'য়ে সে বললে, "পিসেমশায় আজ বেঁচে থাকলে সুখী হতেন যখন মনে করছেন, তখন ধরতে পারি আপনি নিজেও পরিতোষকে ভাবী জামাই রূপে পেয়ে সুখী হয়েছেন?"

একমুহূর্ত নির্বাক হ'য়ে অবস্থান ক'রে সৌদামিনী বললে, "শুধু সুখীই হইনি বাবা,—কাল সকালে ঘুম ভেঙে যদি দেখি সমস্তই স্বপ্ন দেখেছি, সে কথা ভেবে মনে মনে অস্থিরও কম হইনি!"

২৬

বস্তুত পরদিন সকালে বিজয়েশের নিকট উপস্থিত হ'য়ে সৌদামিনীকে ঠিক সেই কথাই বলতে হ'ল,—"আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে বাবা!"

গাড়িতে মন্দাকিনীর নিস্পন্দনির্লিপ্ত ভাব দেখে এরূপ আশঙ্কা বিজয়েশেরও মনে কাঁটার মতো লেগে ছিল। সুতরাং, কথাটা বুঝতে তার এক মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না, তথাপি জিজ্ঞাসা করলে, "কেন বলুন ত?"

নৈরাশ্য ও বিরক্তিক্রুদ্ধ কণ্ঠে সৌদামিনী বললে, "ও হতভাগা মেয়ে পরিতোষকে বিয়ে করবেনা। হেলায় যে সৌভাগ্য হাতে পেয়েছিল, হেলায় তা হারাবার জোগাড় করেছে।"

"কি বলে ও?"

"বলে বিয়ে করবনা, দেশে চল।"

"বিয়ে না করুক, দেশে গিয়ে কি হবে?"

"হবে ওর মাথা, আর আমার মুণ্ডু!"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা ক'রে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "পরিতোষকে বিয়ে না করবার কারণ কিছু আপনাকে বলেছে ও?"

"সোজা কথায় কিছু বলেনি, কিন্তু কারণ যেটুকু আমি আন্দাজ করতে পেরেছি, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর সে কথায় আর কাজ নেই বাবা।"

প্রতিবাদের সুরে বিজয়েশ বললে, "মন্দা বামন নয়, তার সাক্ষ্য পরিতোষ দিয়েছে; আর, পরিতোষের চেয়ে উঁচুদরের চাঁদ মন্দার জানাশুনোর মধ্যে আর কেউ নেই, সে কথা আমি হলপ নিয়ে বল্‌তে পারি।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সৌদামিনী বল্‌লে, "না বাবা, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি এক-মত হ'তে পারলাম না। মন্দার বিবেচনার অবশ্য আমি নিন্দে করি, কিন্তু তার পছন্দর নিন্দে করিনে। পরিতোষ নিশ্চয় খুবই ভাল, কিন্তু যে চাঁদের দিকে মন্দা হাত বাড়িয়েছে, পরিতোষের চেয়ে সে চাঁদ অনেক উঁচুদরের।"

"অর্থে?—বিদ্যায়?—রূপে?"

"অত খুঁটিয়ে বলা শক্ত, কিন্তু মোটের ওপর অনেক উঁচুদরের।"

বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বিজয়েশ সৌদামিনীর বাক্যের পুনরুক্তি করলে, "মোটের ওপর?"

নিঃসংশয়ের কুণ্ঠাহীন স্বরে সৌদামিনী বললে, "হ্যাঁ, মোটের ওপর নিশ্চয়ই।"

একমুহূর্ত নির্বাক হ'য়ে সৌদামিনীর দিকে তাকিয়ে থেকে বিজয়েশ বললে, "না পিসিমা, আপনার মধ্যে পক্ষপাতের দোষ নেই, সে কথা আপনার অতি-বড় ভক্তও বলতে পারবেনা। কিন্তু বাজে কথা থাক্, এখন কি করা যায় তা বলুন?"

"কি আর করা যাবে বাবা? বিধাতা যার কপালে সুখ লেখেনি, তার তুমিই বা কি করবে, আর আমিই বা কি করব! উপযাচক হ'য়ে আসা এমন সোনার পাত্র যে-হতভাগী ইচ্ছে ক'রে হারায় তার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।"

আবেগে উত্তেজনায় সৌদামিনীর দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝ'রে পড়ল। অঞ্চলে চক্ষু মার্জিত ক'রে বললে, "দেশে যাবার জন্যে ও ভারি জেদ ধরেছে, তাই না-হয় পাঠিয়ে দাও বাবা। অনেক দিন ত তোমরা যত্ন ক'রে রাখলে,

দেশের বাড়িঘরদোরও একেবারে ছেড়ে থাকা ভাল নয়। দুটো পেট এক রকমে চ'লে যাবে।"

"দেশের কথা ত' দুদিন পরে ভাবলেও চলবে, আজ উপস্থিত কি করা যায় তা বলুন। আমি একবার বুঝিয়ে দেখব ?"

"তুমি ত কাল গাড়িতে বোঝাতে কসুর করনি। পরে বুঝতে পেরেছি সব কথা ওকে বোঝাবার জন্যেই বলছিলে। অন্য যে-কেউ হ'লে বলতাম বুঝিয়ে কোনো ফল নেই। তবে, জগতে একমাত্র যার কথা ও ওর মার কথার চেয়েও মান্য করে সে তুমি। দেখ, যদি কিছু করতে পার।"

"কোথায় আছে ও ?"

"এই মাত্র হরলিক্স ক'রে বাবাকে খাইয়ে এল। বোধহয় ঘরেই আছে।"

"এখনি একটু চেষ্টা ক'রে দেখি। কাজে বসলে আজ আর রাত বারোটার আগে ছাড়ান্ পাবোনা।" ব'লে বিজয়েশ মন্দাকিনীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলে।

ঘরেই ছিল মন্দাকিনী। উঁকি মেরে দেখে ঘরে প্রবেশ ক'রে বিজয়েশ বললে, "কিরে মন্দা, কি করছিস ?"

মেঝের উপর উবু হ'য়ে পিছন ফিরে ব'সে মন্দাকিনী মৌরির কাঠি বাচছিল, বিজয়েশের ডাকে উঠে দাঁড়িয়ে বিজয়েশের বসবার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে। বিজয়েশ উপবেশন করলে সেও অদূরবর্তী একটা চেয়ারে বসল।

বিজয়েশ বললে, "আমি কি জন্যে এসেছি জানিস মন্দা ?"

সামান্য একটু মাথা নেড়ে মন্দাকিনী জানালে, জানেনা।

"তোর বিউনি ধ'রে একটা হ্যাঁচকা টান মারতে।"

একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা মন্দাকিনীর অধরপ্রান্তে নিমেষের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

"কেন জানিস্ ?"

পুর্ববৎ মাথা নেড়ে মন্দাকিনী জানালে, জানে না।

"তোর বুদ্ধি বিবেচনা সব-কিছু সিকেয় তুলে রেখেছিস্ ব'লে।"

পুনরায় মন্দাকিনীর মুখে এক ঝিলিক ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে।

"এ কথা কেন বলছি বুঝতে পারছিস ?"

মাথা নেড়ে মন্দাকিনী জানালে, বুঝতে পারছে না।

হাসি আর মাথা নাড়ার তরঙ্গ কাটিয়ে তীরে পৌঁছানোর বাগ পাওয়া সহজ হবেনা বুঝতে পেরে বিজয়েশ আদৎ কথার মধ্যে একেবারে সোজাসুজি প্রবেশ করলে, "কেন বলছি, বুঝিয়ে দিচ্ছি। পরিতোষকে তোর কেমন লাগে ?"

"ভাল লাগে।"

"কাল তাকে কেমন লেগেছিল ?"

"ভাল লেগেছিল।"

"তবে ?"

"তবে কি ?"

"তবে পরিতোষের সঙ্গে বিয়েতে তোর আপত্তি কিসের ?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অতিবাহিত ক'রে মন্দাকিনী প্রশ্ন করলে, "আমাকে তোমার কেমন লাগে ?"

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে এবং বেশ একটু বিব্রত বোধ ক'রেও বিজয়েশকে বলতেই হল, "ভাল লাগে।"

"তবে ?"

সর্বনাশ! এ কোন্ মন্দাকিনীর সঙ্গে অবহেলার সহিত সংগ্রাম করতে এসেছিল সে! আজ সকালের এ মন্দাকিনীর মধ্যে কাল বৈকালের মন্দাকিনীর কোনো পরিচয়ই ত খুঁজে পাওয়া যায় না! তীক্ষ্ণ আঘাতের অঙ্কুশ রাতারাতি কেঁচোকে একেবারে কেউটে ক'রে ছেড়েছে!

কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যারিস্টার তর্কজালের পারম্পর্য উল্লঙ্ঘন ক'রে সরাসরি মন্তব্য করলে, "কিন্তু তুই যে আমার বোন হোস্‌রে মন্দা!"

মন্দাকিনী উত্তর দিলে, "পরিতোষ দাদাও ত' আমার ভাই হন।"

এ উত্তর বিজয়েশের উক্তির একেবারে পরিপূর্ণ উত্তর। কিন্তু এর উত্তরে বিজয়েশ যে কথা বল্‌লে তার মধ্যে যুক্তির দৃঢ়তার পরিবর্তে একটা যেন কাঁদুনির দুর্বলতা। বিজয়েশ বল্‌লে, "দু দিনের আলাপের পরিতোষের সঙ্গে তুই আমাকে এক করতে চাস্?"

মন্দার পক্ষে এ আবেদনের উত্তর দেওয়া হয়ত কঠিন হোত; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একজন ভৃত্য এসে খবর দিলে, ব্যারিস্টার ঘোষ সাহেব আর সুরেশবাবু অ্যাটর্নি এসেছে।

বিজয়েশ বল্‌লে, "বল্ এখনি আস্‌ছি। ততক্ষণ দুজনকে চা-বিস্কুট দে।" তারপর মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আর ত' বেশিক্ষণ থাকতে পারছিনে মন্দা, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি,—পিসিমা আর আমি তোর শুভাকাঙ্ক্ষী, এ বিশ্বাস তোর আছে ত?"

কোনো উত্তর না দিয়ে মন্দাকিনী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বিজয়েশ বললে, "উত্তর যখন দিলিনে তখন ধ'রে নিচ্ছি, সে বিশ্বাস নেই। তা হ'লে নিজের বুদ্ধিই তোর একমাত্র সম্বল। আমার উপদেশ শোন, নিজের বুদ্ধিকে ভাল ক'রে জাগিয়ে তোল্। জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করিসনে। জীবনে সুযোগ বারংবার আসেনা। যে সৌভাগ্য তোর সামনে আপনি এসে হাজির হয়েছে, জানিস, ভগবানের দয়া ভিন্ন তা পাওয়া যায় না। কিছু মনে করিসনে মন্দা, তুই এর ঠিক যোগ্যও নোস্,—অদৃষ্ট খুসি হ'য়ে তোর কাছে এ দান পাঠিয়েছে। ছেলেমানুষি ক'রে একে যদি অগ্রাহ্য করিস, শুধু নিজেই বঞ্চিত হবিনে, পিসিমাকেও বঞ্চিত করবি। কেবল নিজের স্বার্থই দেখিসনে, তোর দুঃখিনী বিধবা মার কথাও একটু ভাবিস।······আমার কথা শুনছিস্,—না নিজের খেয়ালেই আছিস?······ মন্দা?"

শান্ত কণ্ঠে মন্দাকিনী জবাব দিলে, "তোমার কথা শুন্‌ছি।"

উৎসাহিত হ'য়ে বিজয়েশ ব'লে চল্‌ল, "আমার ওপর তোর ভালবাসার কথা পিসিমার মুখে শুনে কত যে সুখী হয়েছি তা আমিই জানি! দে-না ভাই, সেই ভালবাসা একটু অন্য চেহারায় বদলে। গলার হার গলিয়ে হাতের চুড়ি গড়ালে চুড়ির সোনা সেই হারের সোনাই থাকে। পাতানো বোন থেকে হ'য়ে ওঠ না আমার আপন বোনের চেয়েও আপন। ভাইফোঁটার দিনে আমাকে নেমন্তন্ন করবি তোর নিজের বাড়িতে; ধুতি চাদর টাকা দিয়ে করবি আমাকে প্রণাম, অলঙ্কার দিয়ে করব তোকে আশীর্বাদ।

কেমন ?—সে জীবন কি আনন্দের হবেনা মন্দা ?·····তুই বল্,—এই শ্রাবণ মাসেই আমি সে জীবনের ব্যবস্থা করি।"

একমুহূর্ত মন্দাকিনী নির্বাক হয়ে রইল, চকিতের মতো একবার বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, তারপর নতনেত্রে শান্তকণ্ঠে বললে, "আমাদের বীরহাটায় পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও দাদা।"

বিজয়েশও এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "কেন? বীরহাটায় পালাতে চাচ্ছিস কেন? এ বাড়ি এখন শত্রুপুরী ব'লে মনে হচ্ছে না কি?"

শিউরে উঠে সজোরে মাথা নেড়ে মন্দাকিনী বললে, "না, না, না! ছিঃ! ও কথা বল্‌তে নেই।" তারপর নিঃশব্দে তার দুই চক্ষু বেয়ে টস্ টস্ ক'রে অশ্রু ঝরতে লাগল।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে মন্দাকিনীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে বিজয়েশ বললে, "একিরে মন্দা! খুসি করতে এসে শেষ পর্যন্ত তোকে কাঁদিয়ে দিলাম যে! কিছু মনে করিসনে ভাই,—যা বলেছি তোর ভালর জন্যেই বলেছি।"

তারপর মন্দাকিনীর বেণীতে একটু টান্ দিয়ে, পিঠের উপর ছোটখাট একটা কিল বসিয়ে বললে, "বাইরে লোক অপেক্ষা করছে, এখন চললাম। কোর্টে যাবার আগে আমার খাবার সময়ে একবার আসিস্।"

চোখ মুছে নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে মন্দাকিনী সম্মতি জানালে।

কিন্তু আহারের টেবিলেও সুবিধা হলনা কিছু; লোকজনের আসা-যাওয়া এবং পরিবেষণের বাধা-বিঘ্নের মধ্যে মন্দাকিনী যে দু-চারটি কথা বলেছিল, তার মধ্যে 'বীরহাটা' শব্দটাই ছিল নিশ্চায়ক।

আধঘণ্টা পরে সাজ-সজ্জা ক'রে বিজয়েশ যখন কোর্টের পথে রওনা হল, তখন তার চিত্ত প্রত্যাখ্যান করার একটা আর্দ্র দুঃখে স্তিমিত।

২৭

বেলা তখন সাড়ে নটা। বাণীকণ্ঠ অফিস গেছে, কমলা কলেজ যাবার জন্য

প্রস্তুত হচ্ছে, এবং অনীতা খবরের কাগজ পড়া প্রায় শেষ ক'রে এনেছে এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

উনানে কিছু কয়লা চাপিয়ে খেলার মা পরবর্তী আঁচের অপেক্ষায় ছিল, বৈকালের খাবার তৈরী ক'রে রাখবে,—কমলা বললে, "দেখ ত' খেলার মা, কে কড়া নাড়ে। দরকারি কাগজ-পত্র ভুলে গিয়ে বাবাই হয়ত' ফিরে এলেন।"

বাণীকণ্ঠ কিন্তু নয়। সদর দরজা থেকে ফিরে অনীতার কাছে উপস্থিত হ'য়ে খেলার মা বল্‌লে, "দিদিমণি, একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

কাগজখানা ভাঁজ করতে করতে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "নতুন লোক?"

খেলার মা বল্‌লে, "হ্যাঁ, নতুন লোক,—কিন্তু খুব বড়লোক। ইয়া রাজপুত্তুরের মতো চেহারা;—আর, দেখ দিদিমণি, তেম্‌নি এক পেল্লয় মটোর গাড়ি!"

"রাজপুত্তুর আবার কে এল খেলার মা?" ব'লে কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে একটু উৎসুক চিত্তে সদর দরজায় উপস্থিত হ'য়ে ভেজানো দোর খুলে স্মিতমুখে বিস্মিত কণ্ঠে অনীতা বললে, "কি সৌভাগ্য! আপনি? আসুন, আসুন! দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ঝির সঙ্গে গেলেই ত হ'ত।"

অনীতাকে অনুসরণ করতে করতে পরিতোষ বললে, "সৌভাগ্যের কথা বলছেন, আপনাকে বাড়িতে পেলাম, সৌভাগ্য ত দেখছি আমারই। কিন্তু অসময়ে এসে অসুবিধে ঘটালাম না ত'?"

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না, না, একটুও অসুবিধে ঘটান নি ডক্টার সেন,—আজ আমার কলেজ নেই। যথেষ্ট অবসর।"

অনীতা পরিতোষকে বাণীকণ্ঠর ঘরে বসিয়ে পাখা খুলে দিলে।

পরিতোষ বললে, "পাখা বন্ধ ক'রে দিন মিস্ দত্ত, পাখার দরকার নেই। কাল অত বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, আজ এখন পর্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা আছে।"

সুইচে পুনরায় হাত দিয়ে পরিতোষের প্রতি ফিরে দেখে অনীতা বল্‌লে "দরকার নেই?"

"না, নিশ্চয় নেই।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আমার ঘরে বসবেন চলুন।" ব'লে পাখা বন্ধ ক'রে দিয়ে অনীতা পরিতোষকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে পদার্পণ ক'রে পরিতোষ, ঠিক একদিনের বিজয়েশেরই মতো, থমকে দাঁড়াল। ঘরের চতুর্দিকে একবার ত্বরিত দৃষ্টিপাত ক'রে খুসি হ'য়ে বললে, "বাঃ! এ যে লেখাপড়ার একেবারে তপোভূমি!" তারপর এগিয়ে গিয়ে ক্ষণকাল ধ'রে আলমারি, বুক-শেলফ্ ও বুক-কেসের বইগুলি নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ ক'রে বল্‌লে, "কি চমৎকার সঞ্চয় আপনার মিস্ দত্ত।"

পরিতোষের কথা শুনে অনীতার মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "সাগর এসে পুকুরকে বলছেন—পুকুর, কি চমৎকার তোমার সঞ্চয়! দাদার মুখে শুনেছি আপনার যা বই আছে, তা প'ড়ে শেষ করতে দীর্ঘ দুটো জীবনের দরকার হয়।"

মাথা নেড়ে পরিতোষ বল্‌লে, "না না,—তেমন বেশি-কিছু নয়; অতিরঞ্জিত কথা শুনেছেন। তা ছাড়া, সে সঞ্চয় সাগর হলেও, সাগরের জল বিশাল হ'য়ে প'ড়ে থাকে, স্নান-পানের জন্যে পুকুরের জলই কাজে লাগে বেশি।"

"কিন্তু এ পুকুরের জলে আপনার কাজে লাগার মতো কিছু নেই।" ব'লে অনীতা পরিতোষের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, "বসুন।"

অনীতার বইগুলির উপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে পরিতোষ বল্‌লে, "তা বলা যায় না মিস্ দত্ত,—আপনার এ পুকুরে জায়গায় জায়গায় এমন মিষ্টি জলের সন্ধান পেলাম যা আমার সাগরে নেই।"

"ডক্টার সেন,—কিছু যদি মনে না করেন তা হ'লে একটা কথা বলি।"

ব্যস্ত হ'য়ে উঠল পরিতোষ,—"নিশ্চয় বলুন,—অসঙ্কোচে বলুন!"

"আমাকে মিস্ দত্ত না বল্‌লে চলে না কি? দত্ত আমার নিজস্ব নাম নয়, আমার বংশের নাম; আমার নিজস্ব নাম অনীতা। তা ছাড়া, দেখ্‌তে যে মিশ কালো, তাকে মিস্ দত্ত বল্‌লে সে একটু লজ্জাই পায়।"

অনীতার মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য দেখা দিলে।

পরিতোষ বললে, "বিনয় বাক্যের প্রতিবাদ না করলেও চলে, তাই মিশ কালোর প্রতিবাদ করলাম না। কিন্তু মিস্ দত্ত না বল্‌লে আপনাকে কি বল্‌ব ঠিক ভেবে পাচ্ছিনে। শ্রীমতী অনীতা ?"

অনীতা বললে, "শ্রীমতীরই বা কি এমন দরকার ? চেয়ারকে যখন চেয়ার বলেন, তখন অনীতাকে অনীতা বললে ক্ষতি কোথায় ? চেয়ারকে ত' আমরা শ্রীমতী চেয়ার বলিনে।"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "না, তা বলিনে। কিন্তু মিস্ দত্তকে শুধু অনীতা বললে মানাবে ?"

"না মানাবার ত' কোনো কারণ দেখ্‌ছি নে।"

"ধরুন যদি আমি বলি, 'আজ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে কেন এলাম, তা জানেন অনীতা ?'—তা হ'লে ?"

"তা হ'লে খুসি হ'য়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিই, 'আজ আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা প্রথম আপনার মনে উদয় হ'ল, তাই এলেন'।"

এ কথার কৌতুকতায় পরিতোষ ও অনীতা উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

হাসি থামলে পরিতোষ বললে, "তার উত্তরে আমি যদি বলি, 'আজই মনে প্রথম উদয় হয়নি অনীতা, কাল সন্ধ্যের পর থেকে আপনার কথা অবিরত মনে হচ্ছে'.—তা হ'লে ?"

আজ হঠাৎ কতকটা অসময়েই পরিতোষ আসায় অনীতা ঈষৎ বিস্মিত হয়েছিল, তার উপর এই আসবার কথা পরিতোষের আজই প্রথম মনে হয়নি, পরন্তু গত সন্ধ্যা থেকে অবিরত মনে হচ্ছে অবগত হ'য়ে সে বিস্ময় আরও খানিকটা বেড়েই গেল। তথাপি কৌতূহলকে দমিত ক'রে নিয়ে কথোপকথনের কৃত্রিম ছন্দের তাল বজায় রেখে সে বললে, "তা হ'লে বল্‌ব, 'আপনার 'আপনি' কথার সঙ্গে 'অনীতা' সম্বোধন চমৎকার মিল খাচ্ছে। কিন্তু আজকে আসার কথা কাল সন্ধ্যা থেকেই কেন আপনার মনে হচ্ছিল, তা বুঝতে পারছিনে'।"

পরিতোষ বললে, "সে একান্ত অদ্ভুত কথা ও-বেলা জানাব আপনাকে।"

"ও বেলা ?" প্রসন্ন কণ্ঠে অনীতা বললে, "তা হ'লে ও-বেলাও দয়া ক'রে আসছেন ত' ডক্টার সেন ?"

পরিতোষের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে,—"তাই কখনো আসে ? এ বেলা আমি সাক্ষাৎ দিয়ে গেলাম, ও বেলা ত' আপনি পাল্টা সাক্ষাৎ দেবেন আমাদের বাড়িতে।"

"ও বেলাই ?"

"ক্ষতি কি অনীতা ?—ও বেলাই। কেন, কোনো অসুবিধা আছে না-কি ও বেলায় ?"

অল্প একটু মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না, তা কিছু নেই।" এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে, বোধ হয় পরিতোষের 'একান্ত অদ্ভুত কথার' দ্বারা নিশ্চেতন মনে ঈষৎ প্রেরিত হ'য়ে, বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে কখন্ যাব বলুন ?"

উৎফুল্ল মুখে পরিতোষ বল্‌লে, "বেলা চারটের সময়ে চা খাওয়া যাবে। তা হ'লে পৌনে চারটের সময় আমার গাড়ি আসবে আপনাকে নিতে।"

গাড়ি আসার প্রস্তাবে অনীতা সম্মত হ'ল না ; বল্‌লে, "বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন গাড়ির দরকার আমাদের হয় না,—ট্রামে-বাসেই আমরা যাতায়াত করি। গাড়ি আপনাকে পাঠাতে হবে না।"

পরিতোষ বল্‌লে, "কিন্তু আপনাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি ট্রামে-বাসে যাওয়ার তেমন সুবিধে নেই। তা ছাড়া, বর্ষাকাল, বৃষ্টি-বাদলের ভয় আছে।" তারপর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, "গাড়ি পাঠাতে আমার ত' কোনো অসুবিধে নেই অনীতা।"

স্মিতমুখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে অনীতা বললে, "নেই তা জানি। কিন্তু ডক্টার সেন, একে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন, তার ওপর আপনার গাড়ি চ'ড়ে যদি সেই চা খেতে যাই, তা হ'লে আজ আর আপনাকে পাল্টা দেওয়া হবে না, অন্য কোনো দিন দিতে হবে। যাবার সময়ে একটা রিক্স ক'রে গেলেই চল্‌বে ; ফেরবার সময়ে বর্ষা-বাদল হ'লে আপনার গাড়িতেই না-হয় ফিরব। আপনার ঠিকানাটা লিখে নিয়ে পথের সঙ্কেতটা একটু জেনে নিই, তাহলে আর কোনো অসুবিধে হবে না।"

"পথের সঙ্কেত বাৎলে দিচ্ছি,—কিন্তু আমার ঠিকানা ত' আপনার কাছে থাকবার কথা অনীতা।"

"কেমন ক'রে ?"

"ফটো পেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, আর সেই চিঠিতে আপনার যে ঠিকানা ছিল তারই সাহায্যে আজ আমি আপনার বাড়িতে আসতে পেরেছি।"

অনীতার মনে পড়ল। বললে, "ঠিক কথা, ভুলে গিয়েছিলাম। বিজয়েশ দাদার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিয়েছিলাম। কিন্তু সে ঠিকানা খুঁজে বার করতে হয়ত' দেরি হবে। দয়া ক'রে আবার আপনি লিখে দিন।"

"দিদি !"

ভিতর দিকের বারান্দা থেকে সুমিষ্ট কণ্ঠের ডাক শোনা গেল।

অনীতা বললে, "কি রে কমল ? কলেজ যাবার সময় হল ?"

"হ্যাঁ।"

"একবার দেখে যা, কে এসেছেন।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে কমলা স্মিতমুখে যুক্তকরে পরিতোষকে নমস্কার করলে। পরিতোষও সহাস্যমুখে প্রতিনমস্কার জানালে।

পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা বললে, "আমার মাসতুত বোন কমলা,—আই-এ পড়ছে।"

পরিতোষ বললে, "বুঝেছি। কালও এঁর কথা উঠেছিল।"

"কমলের কথা ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় উঠেছিল ?"

"আমাদের বাড়িতে।"

"কে তুলেছিলেন ?"

"বিজয়েশ।"

বিনা নোটিসে পরিতোষের আকস্মিক উদয় এবং তারপর তার 'একান্ত অদ্ভুত কথা' শোনবার নোটিস প্রদান অনীতার মনে যে কৌতূহল জাগ্রত করেছিল, কমলার প্রসঙ্গ সে কৌতূহলকে আরও খানিকটা ঘনীভূত করলে।

কিন্তু কমলার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে আর অধিক প্রশ্নোত্তর সমীচীন না হ'তে পারে মনে ক'রে কমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সে বল্‌লে, "ইনি কে জানিস্‌ কমল? এঁর কথা ত তোকে অনেক বলেছি। ইনি ডক্টার পরিতোষ সেন।"

পরিচয় অবগত হ'য়ে কমলা পরিতোষকে প্রণাম করবার জন্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'ল। ব্যস্ত হ'য়ে বাধা দিয়ে পরিতোষ বল্‌লে, "না, না, পায়ে হাত দেবেন না।"

কমলা কিন্তু নিষেধ না মেনে পা ছুঁয়ে পরিতোষকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

হাসিমুখে অনীতা বল্‌লে, "কমলা ভাল কাজই করলে ডক্টার সেন। লেখাপড়া করছে, বিদ্বানের পায়ে শ্রদ্ধা জানালে ওর কল্যাণই হবে।" তারপর কমলার দিকে চেয়ে বললে, "আচ্ছা, আয় তবে কমলা, কলেজের দেরি হ'য়ে যাবে।"

কমলা প্রস্থান করলে অনীতা বললে, "পাঁচ মিনিট বসুন ডক্টার সেন, আপনার জন্যে একটু চা ক'রে আনি।"

পরিতোষ প্রথমে একটু আপত্তি করলে; কিন্তু বৈকালে সে নিজে অনীতাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছে মনে ক'রে আর বেশি জেদ না ক'রে বল্‌লে, "কিন্তু অনীতা, শুধু এক পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু নয়।"

কার্যতঃ কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা ঠিক অতখানি সরল হ'তে পারলে না; দুটি শুভ্র বৃহদাকার সন্দেশ এবং মাখম দিয়ে আঁটা দু' জোড়া ক্রীম্‌-ক্র্যাকার বিস্কুট চায়ের সরঞ্জামের সঙ্গে দেখা দিলে একটা সুমিষ্ট উপাদেয়তার আশ্বাস বহন ক'রে।

পরিতোষ বললে, "শুধু চায়ের কথাই বলেছিলাম অনীতা, এ সবের কথা ত' ছিল না।"

সুমিষ্ট হাসির সঙ্গে অনীতা বল্‌লে, "আপনি আজ দয়া ক'রে আসায় যে আনন্দ পেয়েছি, তারই কৃতজ্ঞতায় এই অতিসামান্য আতিথ্য। আপনি একটু মিষ্টিমুখ করলে আমার মনও মিষ্টি হ'তে পারবে।"

পরিতোষ বললে, "আতিথ্যের এত-বড় প্রকাশের উত্তরে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা বুঝতে পারছিলে,—কিন্তু অনীতা, একটা বড় বিপদ হয়েছে !"

"কি বিপদ ?"

"আপনাকে অনীতা সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তুমি সম্বোধনটাও জিভের আগায় এমনভাবে এসে পড়ছে যে, কষ্টে তাকে ভেতর দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনি সম্বোধন বার করতে হচ্ছে।" ব'লে পরিতোষ হাসতে লাগ্ল।

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "আপনা-আপনি আসছে কি ?—তুমি সম্বোধন ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে পরিতোষ বল্লে, "হ্যাঁ, একান্ত আপনা-আপনিই আসছে।"

"তা হ'লে তুমি ব'লেই আমাকে সম্বোধন করুন। জানেন ত' আপ্তবাক্য আছে, যো আপসে আতা হ্যায় উস্‌কো আনে দেও।" বলে অনীতা হাসতে লাগ্ল।

হাসিমুখে পরিতোষ বল্লে, "হ্যাঁ, ও আপ্তবাক্যটা জানা আছে বটে।" এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বললে, "কিন্তু আপ্তবাক্য পালন এ বেলায় না হয় মুলতবি থাক্, অবস্থা বুঝে ও বেলা থেকে যেমন হয় করলেই হবে।"

"কেন ডক্টর সেন ?—এ ব্যাপারও আপনার ও-বেলায় বলবার অদ্ভুত কথার সঙ্গে জড়িত না-কি ?"

"হ্যাঁ, কতকটা বটে।"

"তবে থাক্, ও বেলাই যা হয় করবেন।"

কথায় কথায় সীর সঙ্ঘের কথা এসে পড়ল ; এমন কি, সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থার কথাও। কুণ্ঠিত স্বরে পরিতোষ বল্লে, "যদি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করেন অনীতা, তা হলে আপনাদের সেবায় একটু আত্মনিয়োগ করি।"

বিস্মিত হ'য়ে অনীতা বললে, "আমাদের সেবায় ? কিন্তু আমরা যে কমিউনিস্ট্ ডক্টার সেন।"

"কিন্তু আমিও ত অকমিউনিস্ট নই।"

"কিন্তু আপনি অকংগ্রেসীও ত' নন।"

"না, আমি অকংগ্রেসীও নই—আমি নিরপেক্ষ। দেশের কল্যাণ যারা করে তাদের সেবা করতে আমার কোনো বাধা নেই।"

"কিন্তু লোকে ত' বলে আমরা দেশের অকল্যাণই করছি।"

"এমন কথা যারা বলে আমি তাদের দলে নই। বিশেষত, আপনি যতটুকু কাজ করেন তার মধ্যে দেশের কল্যাণই শুধু আছে, তা আমি যখন নিঃসন্দেহে জানি।"

সবিস্ময়ে অনীতা বললে, "নিঃসন্দেহে জানেন? কিন্তু ক্ষমা করবেন ডক্টার সেন, আপনি ত' আমার বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না।"

"না, প্রত্যক্ষ ভাবে জানিনে। কিন্তু, আপনার প্রতি যার শ্রদ্ধার অন্ত নেই, এমন লোকের কাছ থেকেই এ বিষয়ে আমার জানা।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে অনীতা বললে, "কিন্তু আপনি আমাদের কি ভাবে সাহায্য করতে পারেন?—কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে?"

"যোগ না দিয়েও করতে পারি। এ আপনি নিশ্চয় জানেন অনীতা, যোগ না দিয়েও যারা বাইরে থেকে অনুরাগী শুভাকাঙ্ক্ষী, দলে নাম-লেখানো অনেক লোকের চেয়ে তারা অনেক সময়ে বেশি নির্ভরযোগ্য হয়?"

"তা হয় ত' হয়। কিন্তু দলের বাইরে থেকে আপনি আমাদের কি সাহায্য করতে পারেন?"

"ধরুন, যেটা বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে না, যেটা সহজে করা চলে, তেমন কোনো সাহায্য করতে পারি। ধরুন, কিছু অর্থ-সাহায্য হয়ত আমার দ্বারা সম্ভব হতে পারে।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অনীতা বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু অর্থের ত আমাদের তেমন প্রয়োজন নেই ডক্টার সেন। আমাদের সঙ্ঘ প্রধানতঃ অনুশীলন সমিতি; সুতরাং প্রচার কার্যই আমাদের একমাত্র কাজ।"

ব্যগ্রকণ্ঠে পরিতোষ বললে, "কিন্তু ক্ষমা করবেন আমাকে, প্রচার কার্য ত সুলভ কাজ নয়। প্রচার কার্যের জন্যে আপনাদের সঙ্ঘের একটা পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন যার মাধ্যমে আপনারা দেশের লোককে আপনাদের আদর্শে শিক্ষিত আর আপনাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারবেন।"

অনীতা বললে, "পত্রিকার কথা আমরাও ভাবি,—কিন্তু সে ত' সামান্য টাকার কথা নয়।"

"কত টাকার কথা ?"

"অন্ততঃ হাজার পাঁচেক হাতে না নিয়ে নামা উচিত নয়।"

"ধরুন, আমি যদি পঁচিশ হাজার টাকা দিই ?"

"পঁচিশ হাজার টাকা আপনি দেবেন ?"

"আপনি ইচ্ছা করলে পঞ্চাশ হাজার দিতে পারি।"

"কিন্তু কেন ?"

"সে কথার আলোচনা এখন নাই হ'ল অনীতা।"

"তা-ও কি ও-বেলা হবে ?"

পরিতোষ ও অনীতা সমস্বরে হেসে উঠ্‌ল। পরিতোষ বললে, "আদেশ করুন, এ বেলাই পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে চেক বই আছে, লিখে দিচ্ছি।"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "দোহাই ডক্টার সেন, গরিবকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখে না দিয়ে আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন। কথায় কথায় ভুল হয়ে গেলে অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

পরিতোষ বললে, "ভুল হয়ত হত না। তবু লিখে ফেলাই ভাল।"

অনীতা তার ডায়রির সেদিনকার তারিখের পাতা খুলে পরিতোষের সম্মুখে স্থাপিত ক'রে কলমটা তার হাতে তুলে দিলে। ঠিকানা লিখে পথের নির্দ্দেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে পরিতোষ উঠে পড়ল। বললে, "আপনার অনেক সময় নষ্ট ক'রে গেলাম।"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "তা ক'রে গেলেন। তবে শুধু সময়ই নষ্ট ক'রে গেলেন না, ডায়রিটাও নষ্ট ক'রে গেলেন।"

হাসির দ্বারা এ কথার উত্তর দিয়ে পরিতোষ বাইরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

গাড়িতে উঠে পরিতোষ মুখ বাড়িয়ে বললে, "ঠিক চারটের সময়ে।"

সহাস্য মুখে অনীতা বললে, "অতি অবশ্য।"

*　　*　　*　　*

বাড়ি পৌঁছে অপর্ণার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে পরিতোষ বললে, "মা অ্যানিটা ছোটাকে চারটের সময়ে চা পানের নেমন্তন্ন ক'রে এলাম।"

সবিস্ময়ে অর্পণা বললে, "সে আবার কোন্ জাত রে ? মেয়ে তো ?"

হেসে ফেলে পরিতোষ বল্‌লে, "না মা, অ্যানিটা ডাটা নয় ; মেয়েটি সত্যিই অনীতা দত্ত। সিক্স্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ে, আর কমিউনিস্ট্‌ সভা পরিচালিত করে। দেখে আর আলাপ ক'রে তুমি খুসি হবে।"

অপর্ণা বললে, "তবু ভাল। ডাটা শুনে আমি বাটার জাত মনে করেছিলাম। কিন্তু চারটের সময়ে ত' আমি বাড়ি থাকব না খোকা।"

"কেন ?"

"বিরাজ ঠাকুরঝির যে মেয়েটি ভুগছিল, কাল মারা গেছে। তিনটের সময়ে মিসেস্ পালিত এসে আমাকে বিরাজ ঠাকুরঝির বাড়ি নিয়ে যাবেন।"

"কখন ফিরবে ?"

"পাঁচটার মধ্যে নিশ্চয়ই।"

"তা হ'লে দেখা হবে। ঘণ্টা দুই অনীতা নিশ্চয় থাকবে।"

অপর্ণা বললে, "আমি খাবারের ব্যবস্থা ক'রে সাবিকে সব ব'লে যাব।"

পরিতোষ বললে, "খাবারের জন্যে কোনো দুশ্চিন্তা নেই মা,—কিছু মুড়ি আর গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা হ'লেই চ'লে যাবে। তার ওপর যদি গোটা চারেক তেলে-ভাজা বেগুনির ব্যবস্থা থাকে ত' কথাই নেই।"

সবিস্ময়ে অপর্ণা বললে, "কেন রে ?"

পরিতোষ বললে, "দেশের নিম্নসাধারণ লোকে যে খাদ্য খায়, তার চেয়ে ভাল খাবার অম্‌নি পেলেও সে খায় না। নিম্নতম খাদ্য খায়, নিম্নতম পরিচ্ছদ পরে, আর উচ্চতম চিন্তা করে। তার শোবার ঘরে গিয়েছিলাম, বিছানা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল ! ও রকম শক্ত আর সরল বিছানায় না শুলে মানুষ বড় জিনিসের স্বপ্ন দেখতে পারে না মা। রিক্ততা যে কত বড় সম্পদ তা আজ স্বচক্ষে দেখে এসেছি।"

প্রশংসোচ্ছল কণ্ঠে অপর্ণা বললে, "ভারি চমৎকার ত !"

পরিতোষ উত্তর দিলে, "ভারি চমৎকার ! লেখাপড়ায় অনীতা প্রথম দরের ছাত্রী, বিজয়েশের মুখে শুনেছি, ও যখন ইংরিজিতে বক্তৃতা দেয় মনে হয় কোনো ইংরেজের মেয়ে নির্ভুল ইংরিজিতে বক্তৃতা দিচ্ছে ; Obstinacy not yet

conquered নামে অনীতার লেখা একটি প্রবন্ধ এত আমার ভাল লেগেছিল যে, বার তিনেক না প'ড়ে ছাড়িনি। এত গুণ, কিন্তু একেবারে নিরহঙ্কার। সত্যি মা, আজ অনীতার সরল জীবন ধারার সঙ্গে প্রবল আত্মিক শক্তির মণিকাঞ্চনের যোগ দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে এই কথাই শুধু ভেবেছি যে, ধনদৌলত বিষয়-সম্পত্তি খাওয়া-পরার অনাবশ্যক আড়ম্বরের মধ্যে আমরা ভূত হ'য়ে আছি।"

হাসিমুখে অপর্ণা বললে, "সে কি খোকা! শেষ পর্যন্ত তুই কমিউনিস্ট্ হবি না-কি?"

"কমিউনিস্ট হ'লেই ত' অনীতা হওয়া যায় না মা। তা যদি যেত, তা হ'লে হয় ত' কমিউনিস্টই হ'তাম।" বলে পরিতোষ হাসতে লাগল।

২৮

বেলা চারটের কয়েক মিনিট পূর্বে পরিতোষ গেটের বাইরে গিয়ে পথের দুদিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে, রিক্সার কোনো চিহ্ন নেই।

ভিতরে গেটের একদিকে দারোয়ানের ঘর, অপর দিকে কয়েক দিন হল সে একটা বিদেশী ফুলগাছের চারা বসিয়েছে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙলা দেশের মাটিতে ও-গাছকে বাঁচিয়ে রাখা এবং বাড়িয়ে তোলা দুই-ই শক্ত ব্যাপার। নানাপ্রকার উপায়, কৌশল ও সারের শক্তিমত্তার সহায়তায় সে দুঃসাধ্য সাধনের চেষ্টায় আছে। ভিতরে এসে আজ গাছটিকে পরীক্ষা করে দেখে খুশী হ'ল,—কয়েকটি নূতন পাতার সঞ্চার হয়েছে। তা হ'লে আশাপ্রদ।

ব্যাগ থেকে কাঁচি বার করে কয়েকটা শুকনো পাতা কাটতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময়ে বাইরে রিক্সর টুং টুং শব্দ শোনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল তরুণী কণ্ঠের তরল কণ্ঠস্বর, "ভেতরে যাবার দরকার নেই, এখানেই রাখো।"

পরিতোষের মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটা অস্বস্তি দেখা দিলে। তাড়াতাড়ি দুটো পাতা কেটে কাঁচিটা ব্যাগে ভরে দ্রুতপদে সে বাইরের দিকে অগ্রসর হল। কাল ঠিক এই সময়ে তার মনে ছিল নিশ্চয়তার আনন্দ, সে আনন্দ নৈরাশ্যের

অন্তসাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। আজকে মনে অনিশ্চয়তার উদ্বেগ। তারই অস্বস্তি মনের মধ্যে বহন করে যখন গেটের বাইরে উপস্থিত হ'ল তখন অনীতা রিক্স থেকে অবতরণ করে ভাড়া চোকাচ্ছে। ভাড়া পেয়ে রিক্সওয়ালা অনীতাকে সেলাম করে প্রস্থান করলে। শুধু ভাড়াই সে-সেলাম আদায় করেনি, ভাড়ার অতিরিক্ত আরো কিছু তা আদায় করতে সহায়ক হয়েছিল।

হাস্যমুখে পরিতোষ বললে, "স্বাগত! কৃতার্থ হলাম। তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে এসে আছি।"

যুক্তকরে নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে অপ্রতিভ-স্মিত মুখে অনীতা বললে, "যে নিজে কৃতার্থ হয়েছে তাকে কৃতার্থ হলাম ব'লে লজ্জা দেবেন না ডক্টার সেন!"

ইমারতের দিকে অগ্রসর হতে হতে পরিতোষ বললে, "আজ তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে অনীতা।"

পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "কি প্রস্তাব?"

"সেটা চা খাওয়ার পরে শুনবে? না আগে?—আমি বলি আগে চা খাওয়া সেরে নেওয়াই ভাল।"

অনীতা বললে, "চা খাওয়ার জন্যে আমি বিশেষ ব্যস্ত নই, কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা যদি তৈরি থাকে, তা হলে তা সেরে নেওয়াই যাক। তার আগে আমাকে মার কাছে নিয়ে চলুন।"

পরিতোষ বললে, "একটু বিশেষ কাজে মা বেরিয়েছেন। তুমি থাকতে থাকতে এসে পড়তেও পারেন। তোমাকে চা খেয়ে নিতে ব'লে গেছেন।··· কিন্তু আমি যে তোমাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করছি, তা বুঝতে পারছ তুমি?"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "বুঝতে যদি না পারব, তা হলে কান অত খুশি হচ্ছে কেন? আত্মীয়তার মিষ্টি সম্বোধন নিঃশব্দে চুপে চুপে উপভোগ করছি।"

স্মিতমুখে পরিতোষ বললে, "অনীতার সঙ্গে 'আপনি' শব্দের জোট নিয়ে ওবেলা তোমাদের বাড়িতে বেশ একটু অসুবিধে বোধ করছিলাম। তুমি শব্দ কিন্তু অনীতাকে মসৃণ ক'রে দিয়েছে।"

প্রসন্ন কণ্ঠে অনীতা বললে, "শুধু মসৃণই করেনি, আরও অনেক কিছু করেছে। ও বেলা আপনি কিন্তু ভয় দেখিয়েছিলেন, তুমি সম্বোধন নির্ভর করবে, এ-বেলার কোন এক অদ্ভুত কথার ওপর।"

পরিতোষ বললে, "এ-বেলাও সেই একই কথা বলছি, নিশ্চয় নির্ভর করবে। সে অদ্ভুত কথা শোনানোর পর তুমি সম্বোধন যদি সামঞ্জস্য হারায় আবার পাল্টাতে হবে মিস্ দত্ত আর আপনি শব্দের জোটে।"

মাথা নেড়ে অল্প একটু আবদারের সুরে অনীতা বললে, "না ডক্টার সেন, আর পাল্টাতে পারবেন না আপনি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যদি আপনার অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজি হ'তে না পারি তা হলেও না।"

এ কথা শুনে পরিতোষ শুধু অল্প একটু হাসলে, মুখে কিছু বললে না। মনে মনে বললে, 'অদ্ভুত!'

দক্ষিণ দিকের বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে এসে অনীতাকে নিয়ে পরিতোষ দুখানা চেয়ার অধিকার ক'রে বসল সেই রণক্ষেত্রে,—চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে যেখানে একটি ষোল বৎসর বয়সের নিরীহ মেয়ের নিষ্করুণ শরাঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পরাভূত হ'তে হয়েছিল।···আজ আবার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! যদিও আজকের খেলার জয় ঠিক জয় হবে না, পরাজয়ও হবে না ঠিক পরাজয়। এমনই অদ্ভুত হবে আজকের খেলা!

মাধব খানসামা এসে অনীতাকে নমস্কার করে পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করলে, "চা আনব দাদাবাবু?"

"হ্যাঁ, নিয়ে আয়।"

মাধব প্রস্থান করলে অনীতা বললে, "কি প্রকাণ্ড বাড়ি আপনাদের ডক্টার সেন, কত আসবাব-পত্র, কত লোকজন চাকর-বাকর, কত মূল্যবান মোটারকার আপনার। দাদার মুখে শুনেছি আরও চার পাঁচখানা বড় বড় বাড়ি আছে আপনাদের, তাছাড়া মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স।·· আচ্ছা, এ সবের মালিক ত শুধু আপনারা দুজন, আপনার মা আর আপনি?"

"হ্যাঁ, তাই বলতে হবে।"

হাত জোড় করে অনীতা বললে, "কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের অবলম্বন করে একটা সাধারণ দুঃখের কথা বলি।"

পরিতোষ বললে, "অসঙ্কোচে বল। তার জন্যে হাত জোড় করবার দরকার নেই।"

অনীতা বললে, "আপনাদের দুটি মাত্র প্রাণীর অধিকারে এই বিপুল সম্পত্তি আটকে রেখে আপনারা, ধরুন, বাঙলা দেশের শ খানেক পরিবারকে দুঃস্থ ক'রে রেখেছেন। অর্থাৎ, আপনাদের দুজনের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের উপযোগী যথেষ্ট অংশ হাতে রেখে বাকিটা আপনারা যদি ছেড়ে দেন, তাহলে হয়ত' বাংলা দেশের শ খানেক দুঃস্থ পরিবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। আচ্ছা, এ ভাবে আপনাদের সম্পত্তির হিসেব করা যায়না কি?"

পরিতোষ বললে, "অন্যভাবেও যায়; কিন্তু এ ভাবেও নিশ্চয়ই যায়। আজ সকালে তোমার জীবন যাপনের ধারা দেখে বাড়ি ফেরবার পথে এই ভাবেই হিসেব করতে করতে আসছিলাম। সকাল থেকে মনটা অতিরিক্ত থেকে রিক্ত হ'য়ে হাল্কা হবার স্বস্তির জন্যে লুব্ধ হয়ে রয়েছে। আর, তারই উপক্রমের সামান্য প্রমাণ এই খামের মধ্যে তুমি পাবে।" ব'লে একখানা বন্ধ করা খাম অনীতার হাতে দিলে। খামের উপরে লেখা শ্রীমতী অনীতা দত্ত স্নেহাস্পদাসু।

খামখানা হাতে নিয়ে অনীতা বললে, "এরই মধ্যে আপনার প্রস্তাব আছে না-কি ডক্টার সেন?"

সহাস্য মুখে মাথা নেড়ে পরিতোষ বললে, "না, না, ওর মধ্যে প্রস্তাব ত' নেই-ই, প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট কোন জিনিষও নেই। প্রস্তাব আমি মৌখিকই করব, লিখিত নয়।"

"খুলি?"

"খুলতে পার; বাড়ি গিয়ে খুললেও চলে।"

অদূরে ট্রে হস্তে মাধব ও আর একজন ভৃত্যকে দেখতে পেয়ে পরিতোষ বললে, "চা এসে গেছে। চা খাওয়ার পরই না হয় খুলো।"

দ্রুপ্রস্ত চা ও খাবার টেবিলের উপর সাজিয়ে ভৃত্যসহ মাধব প্রস্থান করলে।

খাবার ছিল দুই প্রকার,—বাটিতে কড়াইশুঁটির ঘুঘনি মিশ্রিত মুড়ি, আর রেকাবে চারটি ক'রে ভেজিটেবল্ চপ।

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "তোমার জন্যে নিম্নবিত্ত মুড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে অনীতা। উচ্চবিত্ত খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রে পাছে তোমার খাওয়ার বিঘ্ন ঘটানো হয়, সেই ভয়ে।"

প্রসন্নমুখে অনীতা বললে, "সেই ভয়ে নয় ডক্টার সেন, সেই বিবেচনায়। আমার কথা এতখানি মনে রেখেছেন, এই সহৃদয়তার প্রমাণের কথা চিরদিন মনে থাকবে।" চপের রেকাব দেখিয়ে বললে, "কিন্তু এ কেন?"

"ওর নজির আছে; সেদিন দাদামশায় তোমাকে ভেজিটেবল্ চপে রাজি করেছিলেন। সেই সাহসে ওর ব্যবস্থা করিয়েছি।"

"কিন্তু তাই ব'লে চারখানা! একখানা হ'লেই চল্‌ত; বড় জোর দুখানা।" ব'লে অনীতা চামচে দিয়ে একখানা চপ উঠিয়ে মুড়ির বাটিতে তুলে নিতে উদ্যত হ'ল।

খপ্ করে বাটিটা নিজের দিকে সরিয়ে নিয়ে পরিতোষ বললে, "দোহাই অনীতা, এম্‌নিই যে বস্তু শীর্ণ, তার দেহে আর ছাঁটাইয়ের ছুরি চালিয়োনা।"

অগত্যা উর্দ্ধোত্থিত চপকে পুনরায় পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে হ'ল।

মুড়ি মুখে দিয়ে অনীতা বললে, "এ কিন্তু আপনার খাঁটি নিম্নবিত্ত মুড়ি নয় ডক্টার সেন। এর মধ্যে কয়েকটি উচ্চবিত্ত পদার্থের ভেজাল আছে। তা ছাড়া, ঘিয়ের যা গন্ধ, তা যুদ্ধপূর্ব যুগকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।"

অনীতার কথা শুনে পরিতোষ হাসতে লাগল; বললে, "সংস্কার ভারি কঠিন জিনিষ অনীতা। এখনো আমরা খাঁটি নিম্নবিত্ত সহ্য করবার সবলতা অর্জন ক'রে উঠতে পারিনি। তাই হয়ত নিম্নবিত্তের উচ্চতার সঙ্গে উচ্চবিত্তের নিম্নতার ভেজাল র'য়ে গেছে।"

অনীতা হাসতে লাগল।

* * * *

একজন চাকর দূরে অবস্থান করছিল, চা খাওয়া হয়ে গেলে সে টেবিল পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল।

ব্যাগ থেকে খামখানা বার ক'রে অনীতা বললে, "এবার তাহলে খুলি?"

"আচ্ছা, খোল।"

খাম ছিঁড়ে আধেয় বার ক'রে অনীতা দেখলে কলিকাতার এক বড় ব্যাঙ্কের উপর তার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার এক ড্রাফট; আর, তার সঙ্গে পিনে আঁটা তার নামে একখানি ক্ষুদ্র লিপি,—তার মর্মার্থ, অপরিশোধয়িতব্য এই পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনা সর্তে তাকে দেওয়া হ'ল, তার ইচ্ছামতো ব্যয় করবার অথবা না করবার জন্যে।

ড্রাফটটায় চোখ বুলিয়ে লিপিখানা প'ড়ে দেখে অনীতা সেদুটোকে খামের মধ্যে পুরলে; তারপর খামখানা পরিতোষের সামনে স্থাপিত করে শান্ত কণ্ঠে বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু এ আমি নিলাম না ডক্টার সেন।"

"কেন?"

"টাকার আমার উপস্থিত কোনো প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু কোনো প্রয়োজন ধ'রে ত আমি টাকা দিইনি। ইচ্ছা করলে তুমি ও টাকা তোমাদের পার্টিকে দিতে পার। সুতরাং টাকাটা তুমি যদি না নাও তা হ'লে এক হিসেবে বলা যেতে পারে ও টাকা থেকে তুমি তোমার পার্টিকে বঞ্চিত করছ।"

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "ও হিসেব তর্কের হিসেব। পার্টির হ'য়ে টাকা সংগ্রহ করবার কোনো দায়িত্ব আমার নেই, সুতরাং বঞ্চিত করারও কোনো কথা নেই।"

"কিন্তু তুমি অন্তত আমার রিক্ত হওয়ার উপক্রমকে অগ্রাহ্য করছ অনীতা!"

হেসে ফেলে খামখানা পরিতোষের হাতে তুলে দিয়ে অনীতা বললে, "রিক্ত হওয়ার উপক্রমকে আপনার ব্যাঙ্কেই জমা রাখছি। আজ মাথা পেতে নিলাম, যেদিন দরকার হবে দুহাত পেতে নোব।" এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললে, "এবার কি তা হ'লে আপনার প্রস্তাবের কথা বলবেন?"

পরিতোষ বললে, "বলব। কিন্তু আমার প্রস্তাবের দুটি অংশ আছে; প্রথমতঃ মূল প্রস্তাব, আর দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবের যুক্তি। প্রথমে প্রস্তাবটাই বল্‌ব কি?"

"তাই বলুন।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে পরিতোষ বললে, "আমার প্রস্তাব, একান্ত আগ্রহভরে আমি তোমার পাণি প্রার্থনা করছি অনীতা।"

মুহূর্তকাল নীরব থেকে অনীতা বললে, "আমার মতো সামান্য মেয়ের প্রতি আপনার এই প্রস্তাবে আমি গৌরবান্বিত হয়েছি ডক্টার সেন।...এবার না-হয় আপনার প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ বলুন।"

"বলছি। তবে তার আগে আর এক পেয়ালা ক'রে চা খেয়ে নেওয়া যাক।" ব'লে পরিতোষ দেওয়ালে বসানো ইলেকট্রিক বেল বাজিয়ে চাকর ডাকলে।

২৯

বেলের আহ্বানে উপস্থিত হ'ল মাধব।

পরিতোষ বললে, "দু'পেয়ালা চা পাঠিয়ে দে মাধব,—আর, টেবিলটা পরিষ্কার ক'রে নিতে কাউকে বল্‌।"

মাধব প্রস্থান করার পর পরিতোষ যেন সহসা ক্ষণকালের জন্য কিসের চিন্তায় অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল; আর, তার সেই অন্যমনস্কতার মধ্যেই অনীতা ডাক দিলে, "ডক্টার সেন!"

স্বপ্নভঙ্গ হ'য়ে অনীতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে পরিতোষ বললে, "বল।"

"আপনার প্রস্তাবের সপক্ষে সকল যুক্তি আমি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে নিশ্চয় শুনব; কিন্তু ডক্টার সেন, আপনার এই যুক্তি দেখানোর প্রস্তাব থেকে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে।"

"কি প্রশ্ন?"

"আপনার প্রস্তাব যখন যুক্তির সমর্থনের অপেক্ষা রাখে, তখন বিয়ের সপক্ষে যেটা সব চেয়ে বড় যুক্তি, সেই যুক্তিই বোধহয় আপনার দিকে নেই।"

"কি সে যুক্তি বল?"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে অনীতা বললে, "ভালবাসা। আমার প্রতি ভালবাসার তাগিদে আপনি নিশ্চয় বিবাহ প্রস্তাব করেন নি।"

"এমন অনুমান কেন করছ তুমি?"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "কিছু মনে করবেন না ডক্টার সেন, ও-বেলা আপনি বলছিলেন মাত্র কাল সন্ধ্যার পর থেকে আপনি আমার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন,—তারপর সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন সে ভাবনার অদ্ভুত কথা এ-বেলা আমাকে জানাবেন; এ-বেলা জানিয়েছেন বিয়ের প্রস্তাব। এ-বেলার এই বিয়ের প্রস্তাব আর ও-বেলার অদ্ভুত কথা যদি একই জিনিস হয়, তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে, আমাকে ভালবাসতে পারার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ অথবা সময় আপনি পান নি। সেই জন্যেই বলছিলাম স্বতন্ত্র কোনো হেতুর তাগিদে আপনি বিয়ের প্রস্তাব করেছেন, ভালবাসার তাগিদে করেননি।"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে পরিতোষ বললে, "বিয়ের প্রস্তাব যদি ও-বেলা তোমাদের বাড়ি পৌঁছেই করতাম,—আর, তার উত্তরে তুমি যদি তখন এ মন্তব্য করতে, তা হ'লে আপত্তি করতে পারতাম না। কিন্তু এখন হয়ত' খানিকটা পারি।"

"কেন?"

"কারণ, এখন দেখছি আমার প্রস্তাবে দয়া ক'রে তুমি রাজি হ'লে শুধু পরের উপকারই করা হবে না, নিজেরও হয়ত' খানিকটা করা হবে।"

নিরতিশয় বিস্ময়ে অনীতা বললে, "পরের উপকার করা হবে না মানে?... কার উপকারের কথা আপনি বলছেন?"

পরিতোষ উত্তর দিলে, "মন্দাকিনীকে তুমি নিশ্চয় জানো?"

"জানি বই কি।"

"মন্দাকিনীর উপকারের কথা বলছি। কিন্তু সে কথা পরে বলব, আপাতত

তুমি যখন আমার দিকের কথা তুলেছ, সেই কথাই বলি। একটু আগে তুমি বলছিলে তোমাকে ভালবাসতে পারার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ আর সময় আমি পাইনি। কিন্তু আমার মনে হয়, আজ আমি সে সুযোগ আর সে সময়—দুই-ই পেয়েছি।"

ঈষৎ বিস্মিত হ'য়ে অনীতা বললে, "আজ পেয়েছেন? এক বেলাতেই?"

পরিতোষ উত্তর দিলে, "তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই অনীতা। রূপ দেখে প্রথম দর্শনেই যদি ভালবাসা জন্মাতে পারে, স্বরূপ দেখে একবেলায় কেন পারবে না তা বল? আজ সকালে তোমার বাড়িতে তোমার স্বরূপ দেখবার পর থেকে রিক্ত হবার জন্যে আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।"

পরিতোষের আরও কিছু বলবার হয়ত' বাকি ছিল, কিন্তু অনীতা বাধা দিলে; বললে, "ক্ষমা করবেন ডক্টার সেন,—আমাদের বাড়িতে আমার সম্পর্কে অসাধারণ এমন কি পেয়েছিলেন তা সত্যিই বুঝতে পারছিনে।"

পরিতোষের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "দেখ অনীতা, বোঝার চেয়ে বোঝানো বেশ-খানিকটা কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বর মহান, সে কথা সহজে বুঝি; কিন্তু ঈশ্বরের সামনে হাজির থেকে সে কথা ঈশ্বরকে বোঝাতে হ'লে উপযুক্ত ভাষার অভাবে বোধহয় বিপন্ন হ'য়ে উঠি। তোমাদের বাড়িতে তোমার সম্পর্কে অসাধারণ কি পেয়েছিলাম তা কথায় প্রকাশ করা হয়ত কঠিন হবে,—কিন্তু ধর যদি বলি, অসাধারণ বেশ-খানিকটা পেয়েছিলাম তোমার সেই শক্ত আর সরল বিছানার মধ্যে?"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "তা হ'লে বলব, অমন শক্ত আর সরল বিছানা মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ঘরে ঘরে আপনি পাবেন।"

পরিতোষ উত্তর দিলে, "তা হয়ত' পাব, কিন্তু যে-সব শক্ত আর সরল বিছানার অধিকারিণীদের মধ্যে এমন ক'জনকে পাব যারা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখিয়ে নেওয়া অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান ক'রে বাড়ির ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, তা বল?"

"কিন্তু অকারণে অপরের টাকা লিখিয়ে না নেওয়ার মধ্যে ত খুব বড় কিছুর পরিচয় নেই ডক্টার সেন?"

"কিন্তু সে ছোট-কিছুরই মধ্য দিয়ে আমি তোমার বড়-কিছুর পরিচয় পেয়েছি অনীতা,—যেমন ছোট একটা ফাঁকের মধ্যে চোখ রেখে বাইরের অনেক-কিছুর পরিচয় পাওয়া যায়।" এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে পরিতোষ বললে, "আর, তোমার সেই পরিচয় পাওয়ার পর থেকে তার মধ্য দিয়ে নিজেরও পরিচয় পেতে আরম্ভ করেছি,—বিষয়-সম্পত্তির কথা যখনই ভাবছি তখনই তুমি সামনে এসে দাঁড়াচ্ছ, আর মনে হচ্ছে রিক্ততা একটা সম্পদ।... একে তুমি ভালবাসা বলবে না?"

এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে অনীতা বললে, "একে আমি ভাল লাগা বলব।"

বারান্দার অপর প্রান্তে ট্রে-হস্তে একজন ভৃত্যকে দেখা গেল।

অনীতার কথা শুনে পরিতোষের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "কিন্তু এ ভাল লাগা থেকে ভালবাসার একান্তই যদি কোন দূরত্ব থাকে, সে দূরত্ব কতটুকু জানো?...বর্ষাকালের মেঘ থেকে বৃষ্টির যতটুকু দূরত্ব ততটুকুও বোধহয় নয়।"

এই কাব্যরসাশ্রিত যুক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোনো প্রতিযুক্তি না দিতে পেরে অনীতা নিরুত্তরে রইল।

ভৃত্য এসে টেবিলের উপর দু'পেয়ালা চা নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

অনীতা একটা পেয়ালা পরিতোষের হাতের কাছে পৌঁছে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "খান্"। তারপর অপর পেয়ালা নিজের সামনে সরিয়ে নিলে।

বোধকরি এই ভাবে সে তার নিরুত্তরতাকে চায়ের পেয়ালায় নিমজ্জিত ক'রে সামলে নেবার ব্যবস্থা করলে।

চা-পানটা উভয়ত নীরবেই শেষ হ'ল। পরিতোষ প্রসঙ্গটা পুনরুত্থাপিত করবার উপক্রম করছে এমন সময়ে একজন ভৃত্য এসে তার হাতে একটা চিঠি দিলে।

খাম ছিঁড়ে চিঠি বার ক'রে প'ড়ে ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে পরিতোষ বললে, "উত্তর দেবার দরকার নেই, ব'লে দে ঠিক আছে।" তারপর অনীতার হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললে, "মার চিঠি। শোকের বাড়িতে অনিবার্যভাবে

আটকে পড়েছেন ; তোমার সঙ্গে দেখা হ'তে পারল না, তাই দুঃখিত হ'য়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।"

চিঠিখানা মাথায় ঠেকিয়ে ত্রস্তকণ্ঠে অনীতা বললে, "ও মা, সে কি কথা! আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন! আজ তাঁর পায়ের ধূলো থেকে বঞ্চিত হলাম, আমিই সে জন্যে দুঃখিত।" তারপর চিঠিখানা প'ড়ে বললে, "কি চমৎকার! এইটুকু চিঠি, কিন্তু এর মধ্যে কত স্নেহ, কত আত্মীয়তা!"

হাসিমুখে পরিতোষ বললে, "হ্যাঁ,—আকারে ঐটুকু, প্রকারে কিন্তু অনেকখানি।"

প্রসন্ন কণ্ঠে অনীতা বল্‌লে, "সত্যই অনেকখানি।" তারপর চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে পরিতোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ডক্টার সেন, খামখানা যদিও আপনার নামে, চিঠিখানা কিন্তু আমাকে উদ্দেশ ক'রেই লেখা। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মার এই কল্যাণ-কামনাটুকু সঞ্চয় ক'রে রাখি।"

অনীতার কথা শুনে পরিতোষ হাসতে লাগল ; বললে, "আমার আপত্তি কেন থাকবে অনীতা? ও চিঠির যা-কিছু আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা—সব ত তোমারই প্রাপ্য, তোমাকেই পাঠানো,—আমি ত' মাত্র ডাক-পিওন।"

চিঠিখানা নিজের হাতব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে অনীতা হাসিমুখে বল্‌লে, "আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা আমার প্রাপ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার বিষয়ে যে ধারণা চিঠির মধ্যে মা ব্যক্ত করেছেন, বুঝতে পারছি তা অতিরঞ্জিত বিবৃতি থেকে, সুতরাং আমার প্রাপ্য নয়।"

পরিতোষ ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "না অনীতা, তাও তোমারই প্রাপ্য। অতিরঞ্জিত বিবৃতির ফলে তোমার ওপর মার কোনো ধারণা হয়নি। আমার মুখে তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মা বলেছিলেন, সে কি রে, শেষ পর্যন্ত তুই কমিউনিষ্ট হবি না-কি? উত্তরে বলেছিলাম, কমিউনিষ্ট হ'লেই ত' অনীতা হওয়া যায় না ; তা যদি যেত, তা হ'লে বোধহয় কমিউনিষ্টই হতাম।......এ যে আমার অন্তরের কথা, মা তা' বুঝতে পেরেছিলেন, আর তারই অনুসারে রঙ দিয়ে তোমাকে মনে-মনে এঁকেছেন।

একটা কথা তোমাকে জানাই অনীতা, আমার মনের মতো হওয়া, যে-কোনো লোকের পক্ষে আমার মার কাছে খুব বড়-রকমের একটা সার্টিফিকেট।" ব'লে হাসতে লাগল।

সহাস্যমুখে অনীতা বললে, "আমিও তা মনে করি। আপনার মনের মতো হওয়া সত্যি-সত্যিই যে-কোনো লোকের পক্ষে একটা বড় রকমের সার্টিফিকেট।"

মাথা নেড়ে পরিতোষ বললে, "না, না, আমি আমার মার দুর্বলতার কথাই তোমাকে জানিয়েছি; সত্যি-সত্যিই আমি নিজে একটা বড়-রকমের কষ্টিপাথর, তা নিশ্চয় বলছিনে।" তারপর এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ ক'রে বললে, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে এবার আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ মন্দাকিনীর কথা, বলি।"

আগ্রহোদ্দীপ্ত কণ্ঠে অনীতা বললে, "হ্যাঁ, বলুন।"

"কাহিনীটা কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত হবে না অনীতা।"

সহজ কণ্ঠে অনীতা বললে, "তা না হোক, যা বলবার সমস্তই আপনি বলুন; আমার তাড়া নেই।"

৩০

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা ক'রে পরিতোষ বললে, "আজ সকালে যে অদ্ভুত কথা তোমাকে শোনাব বলেছিলাম, তোমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাবটাই সে কথার সবটা নয়। সে কথার আর-এক অদ্ভুত অংশ হচ্ছে, আজ যে-সময়ে যেখানে ব'সে তোমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলাম, গতকালও ঠিক সেই সময়েই সেখানে ব'সে মন্দাকিনীর কাছে সেই বিয়ে করবার প্রস্তাবই করেছিলাম।"

নিরতিশয় বিস্ময়ে অনীতা বললে, "করেছিলেন?......কি হ'ল সে প্রস্তাবের?"

ঈষৎ স্মিতমুখে পরিতোষ বললে, "প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সে প্রস্তাব,—

যদিও সে প্রস্তাবে মার, মন্দাকিনীর মার, বিজয়েশের আর আমার, চারজনেরই আগ্রহের অন্ত ছিল না। মন্দাকিনী রাজি হয়নি সে প্রস্তাবে।"

"কেন?"

তেমনই স্মিতমুখে পরিতোষ বললে, "তুমি বিস্মিত হচ্ছ বুঝতে পারছি অনীতা,—কিন্তু কেন মন্দাকিনী রাজি হয়নি সে কথা যদি সব কথার সঙ্গে একত্রে জড়িয়ে না বলি তা হ'লে শুধু বিস্ময় আরও বেড়েই যাবে না, হয়ত' সে কথা শোনার পর আর কোনো কথা শোনবার ধৈর্যও থাকবে না তোমার।"

একথা শুনে একটা ক্ষীণ সংশয় অনীতার মনে দেখা দিলে। কিন্তু আপাতত সে সংশয়কে নিরাকৃত করবার জন্য ব্যগ্র না হ'য়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, "তা হ'লে যেমন আপনি ভাল মনে করেন সেই ভাবেই বলুন।"

তখন ধীরে ধীরে পরিতোষ সকল কথাই সবিস্তারে বিবৃত ক'রে গেল। মাস দুয়েক পূর্বে একান্তে বিজয়েশদের গৃহে দৈবক্রমে অদেখা মন্দাকিনার একেবারে তার সাম্‌নে এসে পড়া থেকে আরম্ভ ক'রে গত কাল তার গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণে সৌদামিনী, মন্দাকিনী ও বিজয়েশের আগমন পর্যন্ত কোনো কথা এবং ঘটনা বাদ দিলেনা; এমন কি, রয়াল রীডার বুক ফোরের প্রসঙ্গ, এবং মন্দাকিনীকে দাঁড় করিয়ে ফটো তোলা, ও ঠিক সেই চরম মুহূর্তে ঘটনাস্থলে বিজয়েশের উপস্থিত হওয়ার কাহিনীও বিবৃত করলে।

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে পরিতোষ বলতে লাগল, "প্রথম দিন দেখেই ভারি ভাল লাগল মন্দাকিনীকে। এমন সরল অকপট নির্ভেজাল মেয়েকে ভাল না লেগে উপায় নেই। মনে হ'ল সে যেন বাঙলা দেশের লুসি গ্রে। পরে তাকে লুসি ব'লে মাঝে মাঝে ডাকতেও আরম্ভ করলাম। এই সময়ে আমার বিয়ে দেবার জন্যে মা একটু ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু যে মেয়েদের মধ্যে একটিকে আমাদের পছন্দ করতে হবে তাদের এক-একটি নমুনা দেখি আর রণে ভঙ্গ দিয়ে পেছিয়ে আসি।"

অনীতা প্রশ্ন করলে, "কেন?"

পরিতোষ বলতে লাগল, "বোধহয় আমার প্রকৃতির মেরুদণ্ড তেমন শক্ত নয়, তাই উচ্চশিক্ষিত নাকে-মুখে-চোখে-কথা-কওয়া প্রখর মেয়ে ঠিক বরদাস্ত

করতে পারবনা মনে করে ভয় পাচ্ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ খেয়াল হল মন্দাকিনীর কথা ; মনে হ'ল তার নিস্তরঙ্গ শান্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা নিরাপদ আনন্দময় আশ্রয় প্রত্যাশা করা যেতে পারে ; সে প্রত্যাশার পথে রয়াল রীডার বুক ফোর একটা বাধা ব'লে মনে হলনা।...তুমি বোধহয় জাননা অনীতা, আমার মা ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ, তাঁর কাছেও রয়াল রীডার বুক ফোর'বাধা ব'লে মনে হয়নি। প্রথম দিন থেকেই মন্দাকিনীকে ভাল লেগেছিল, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম অজ্ঞাতসারে কখন্ সেই ভাললাগা ভালবাসায় পরিণত হয়েছে।"

অনীতার প্রতি একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখে পরিতোষ বললে, "তোমার বোধহয় গরম হচ্ছে অনীতা,—ঘরে গিয়ে পাখার তলায় বসবে ?"

মাথা নেড়ে অনীতা বল্‌লে, "না না, একটুও গরম হচ্ছেনা। ঘরের চেয়ে ফাঁকাই ভাল।"

"একটু চা আনাব ?"

"না।"

"জল খাবে একটু ?"

মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "তারও দরকার নেই।"

"শুনতে বিরক্তি বোধ হচ্ছেনা ত ?"

"একটুও না। আপনি ইচ্ছা মতো ব'লে যান।"

পরিতোষ বল্‌তে আরম্ভ করলে, "আমার মুখ থেকে যাতে মন্দাকিনী বিয়ের কথাটা শোনে সেই সদুদ্দেশ্যে আমার কাছে তাকে রেখে বিজয় কাজে বেরিয়ে গেল। তার ধারণা ছিল বিয়ের প্রস্তাব করবার পুণ্যে আমি মন্দাকিনীর মুখের মধ্যে কুণ্ঠিত প্রসন্নতার একটা মূল্যবান পুরস্কার পাব। আমার ধারণাও যে বিজয়েশের ধারণার খুব পেছিয়ে ছিল তা বলতে পারিনে। কিন্তু হায়, মানুষের শূন্যগর্ভ অহঙ্কারের মূঢ়তা !......মন্দাকিনীর প্রত্যাখানের বিবরণ একটু বিস্তারিত ভাবে দোব কি ?"

অনীতা বললে, "দিন।"

পরিতোষ বলতে আরম্ভ করলে, "বিজয়েশ চ'লে গেলে কম্পাউণ্ডের

চতুর্দিকে মন্দাকিনীকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক এইখানে এসে বসলাম। বস্তুত, যে চেয়ারে তুমি ব'সে আছ, কাল সেই চেয়ারেই মন্দাকিনীও বসেছিল। ভাবলাম কথাটা একেবারে সোজাসুজি না ব'লে একটু ঘুরিয়ে বলি। বললাম, 'এ বাড়িটা তোমার কেমন লাগল মন্দা?' মন্দা বললে, 'খুব ভাল লাগল।' ......বললাম, 'এরকম একটা বাড়ী পেলে খুসি হও তুমি?' মন্দা উত্তর দিলে 'নিশ্চয় হই।'...বললাম, 'এ বাড়িটা যদি পাও, খুসি হও?' আমার কথা শুনে হেসে ফেলে মন্দা বল্‌লে, 'এ বাড়ি কি করে পাব?'......বললাম, 'মন্ত্র প'ড়ে পেতে পার।' শুনে মন্দা অবিশ্বাসের স্বরে বললে, 'মন্ত্র প'ড়ে কখনো বাড়ি পাওয়া যায়!'......বললাম, 'এমন মন্ত্র আছে যা পড়লে শুধু এই বাড়িই কেন, যেখানে যা আমাদের আছে সবই তোমার হ'তে পারে।' এবার কিন্তু মন্দার মতো অতি-সরল মেয়েও আমার কথার তাৎপর্য একটু যেন বুঝতে পারলে। ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি সে মন্ত্র?'... ..বললাম, 'পুরুত ঠাকুররা সে মন্ত্র পড়ায়, পড়বে তুমি আমার সঙ্গে সে মন্ত্র?'...

"মন্দাকিনী আর উত্তর দিলে না এ প্রশ্নের। হঠাৎ তার আকৃতি গেল বদলে। শিথিল আলগা দেহ যেন পাথরের মতো জমাট বেঁধে গেল। উত্তরের জন্য কয়েকবার পীড়াপীড়ি করার পর মৃদু স্বরে বললে, 'না', অর্থাৎ, আমার সঙ্গে মন্ত্র পড়বে না। কেন পড়বেনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল। বললাম, 'আর কারো সঙ্গে পড়বে স্থির ক'রে রেখেছ বুঝি?' এ কথারও সে কোনও উত্তর দিলেনা। যে সংশয়টা মনের মধ্যে উঁকি মারছিল তখন, তারই অনুসারে প্রশ্নটা তৈরী করলাম; বললাম, 'বিজয়েশের সঙ্গে মন্ত্র পড়তে চাও বুঝি?' প্রশ্ন শুনে মন্দাকিনী কি উত্তর দিলে জানো? বললে, 'কি করে জানলেন আপনি?'...কি করে জানলাম, সে কথা আর কি বলব; জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিজয়েশ রাজি আছে ত তোমার সঙ্গে মন্ত্র পড়তে?' বললে, 'বিজয়েশ যখন তাকে ভালবাসে সে বললে নিশ্চয় রাজি হবে।' আমি বললাম, 'রাজি হলেই ভাল, কিন্তু ধর যদি রাজি না হয় তা হ'লে?' তাতে মন্দাকিনী বললে, 'তা হলে মার সঙ্গে দেশে চলে যাব।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে অবস্থায় আর কারো সঙ্গে মন্ত্র পড়বে কি তুমি?' বললে, 'ছি

ছি! তাও কখনো পড়া যায়? নিশ্চয় পড়ব না।'…বললাম, 'বিজয়েশকে এতদিন বলনি কেন?' উত্তর দিলে, 'বলতে লজ্জা বোধ করে।' কিন্তু তারপর যে কথা আমাকে বললে, এমনই সে সরল মেয়ে, সে কথা বলতে একটুও বাধলনা কোথাও। কি বললে জানো? বললে, 'আপনি ত এখন সব কথা জানলেন, আপনিই আমার হয়ে তাঁকে বলুন না?'—অর্থাৎ যে নিজে তার কাছে প্রার্থী, তাকেই ঘটক বানিয়ে অপরকে নিজের প্রার্থনা জানাতে চাইলে।" ব'লে পরিতোষ হাসতে লাগল।

অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "দাদাকে জানালেন আপনি মন্দাকিনীর প্রার্থনা?"

ব্যগ্রকণ্ঠে পরিতোষ বললে, "না জানিয়ে উপায় কি বল? আমি ত বঞ্চিত হলামই, কিন্তু মাঝখান থেকে মন্দাকিনীও কেন বঞ্চিত হয়? কাজ সেরে বিজয়েশ ফিরে এলে সবিস্তারে সকল কথা ব'লে মন্দাকিনীকে বিয়ে করবার জন্যে তাকে অনুরোধ করলাম।"

"রাজি হলেন তিনি?"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগল পরিতোষ—"ক্ষেপেছ? রাজি হলে আর তোমার কাছে প্রার্থী হব কেন? প্রথমে বিজয়েশ বিশ্বাসই করলে না ও কথা; তারপর ও কথার ওপর কোনো গুরুত্বই আরোপ করলে না; শেষ পর্যন্ত আমার উপরোধে-অনুরোধে উত্যক্ত হয়ে বললে, মন্দাকিনী আমাকে বিয়ে না করলেও সে মন্দাকিনীকে বিয়ে করবে না।"

"কেন?"

"দুই কারণে। প্রথমতঃ, বিয়ে করবার কোনো প্রবৃত্তিই আপাততঃ তার নেই; আর দ্বিতীয়তঃ তোমাকে জড়িয়ে অনেক স্পষ্ট আর অস্পষ্ট কথা যা সে বললে, তার মধ্য সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে তুমি অবিবাহিত থাকতে আর কোনো মেয়েকে সে বিয়ে করবে না। এর উত্তরে আমি যখন বললাম, অনীতা যদি আর কাউকে বিয়ে করে তখন তোমার বিয়ে করতে আপত্তি থাকবে কি-না। তার উত্তরে বললে, এ প্রশ্নের উত্তর অনীতা বিয়ে করলে তার পরে দোব।"

অনীতা বললে, "পুরুষ মানুষ ব'লে দাদা ও কথা বলতে পেরেছিলেন, আমি হ'লে বলতাম, তখনো আমার আপত্তি থাকবে।"

এক মুহূর্ত গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে পরিতোষ বললে, "তোমার পক্ষেও কি তাহলে বিজয়েশ ভিন্ন আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয় অনীতা ?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে অনীতা বললে, "এ আলোচনায় প্রবেশ করবার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই ডক্টর সেন। আমার আর-কাউকে বিয়ে করবার উদ্দেশ্য যদি বিজয়েশ দাদাকে মুক্তি দেওয়াই হয়, তা হ'লে ন্যায়ত আমার উচিত হবে জীবনকৃষ্ণবাবুকে বিয়ে করা। জীবনকৃষ্ণবাবুকে আপনি জানেন ?"

অনুৎসুক কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "শুনেছি তাঁর কথা বিজয়েশের মুখে।"

অনীতা বললে, "আমার প্রতি তাঁর ভালবাসার সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি উচ্চশিক্ষিত, চরিত্রবান, রূপবান, অবস্থাপন্ন। আমার মত সামান্য মেয়ের পক্ষে তিনি সত্যই বরেণ্য। কিন্তু মন ত আমাদের সব সময়ে হিসেবের পথে চলে না; তাই তাঁর ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারিনি।...তা ছাড়া ডক্টার সেন, বিজয়েশ দাদা যখন আপনাকে বলেছেন আমি অবিবাহিত থাকতে আর কোনো মেয়েকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন আমারও কি বলা উচিত নয়, তিনি অবিবাহিত থাকতে আর-কোনো পুরুষকে আমার বিয়ে করা সম্ভব নয় ?"

অনীতার কথা শুনে পরিতোষের মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল; বললে, "জ্যামিতিক সাঁড়াশির চাপে প'ড়ে গিয়েছি অনীতা।"

মিষ্টকণ্ঠে অনীতা বললে, "অপরাধ নেবেন না ডক্টর সেন, আপনার মতো পণ্ডিত আর উদারহৃদয় পুরুষই এ রকম জ্যামিতিক সাঁড়াশির চাপে পড়বার কৌশল জানেন। সংসারের যারা সাধারণ মানুষ, জ্যামিতিক সাঁড়াশি তাদের এড়িয়ে চলে।...কি দরকার আপনার মন্দাকিনীর জীবনের সমাধান নিয়ে বিব্রত হয়ে ? দিন না কেন ঘটনাগুলোকে নিজেদের গতিপথে ছেড়ে। একদিন হয়ত তারা নিজেরাই নিজেদের যথার্থ গন্তব্য খুঁজে পাবে। সেই শুভবুদ্ধির ফলে একদিন হয়ত মন্দাকিনীকেই আপনি জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করবেন।"

উদাস স্তিমিত কণ্ঠে পরিতোষ বললে, "অর্থাৎ আমার আজকের এই প্রস্তাবে তুমি 'না' করছ ?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে অনীতা বললে, "তা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে বলুন ?"

"ঠিক আছে।...তা হ'লে উপস্থিত আর এক পেয়ালা ক'রে চা খাওয়া যাক্। কি বল ?"

এক মুহূর্ত কি ভেবে অনীতা বললে, "আচ্ছা। কিন্তু শুধু এক পেয়ালা ক'রে চা।"

ব্যগ্রকণ্ঠে পরিতোষ বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যে সুরে আমাদের বৈঠক জমেছে, তাতে আধখানা বিস্কুট চেবানোও চলবে না, শুধু একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া।"

কলিং বেল টিপে মাধবকে আনিয়ে পরিতোষ দু পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিলে ; বললে, "শুধু চা মাধব—আর কিছু নয়।"

চা এলে নিঃশব্দে দুজনে পান করতে লাগল।

খাওয়া শেষ হ'লে পরিতোষ হাসতে হাসতে বললে, "যে চেয়ারে তুমি ব'সে আছ অনীতা, ওখান থেকে দুবার 'না' শোনবার ব্যবস্থা করেছি। তৃতীয় বার যদি সেই ব্যবস্থা করবার মূঢ়তা , তা হ'লে ও চেয়ারটাকে অস্বীকারের পীঠস্থান ব'লে বিবেচনা করা চলবে।"

আর্তকণ্ঠে অনীতা বল্‌লে, "তা নয় ডক্টার সেন। এই চেয়ারে বসিয়ে দুটি মেয়েকে আপনি অতুল সৌভাগ্যের অধিকারিণী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যবিপাকে দুজনকেই তা থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়েছে। মন্দাকিনীর জন্যে আমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব ক'রে যে অপূর্ব নিষ্ঠার পরিচয় আপনি দিয়েছেন, আমার বিশ্বাস সে নিষ্ঠা ব্যর্থ হবার নয় সে কথার মন্দাকিনীই একদিন প্রমাণ হবে।" তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি ? কেমন ?"

উঠে দাঁড়িয়ে পরিতোষ বললে, "আচ্ছা এসো।" পরমুহূর্তে একটু বিশেষ অর্থে দৃষ্টিপাত করে, জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু এখনো কি বলব এসো ?"

"নিশ্চয় বলবেন।"

"অনীতাও ?"

"অনীতাও।"

"তা হ'লে বোসো, গাড়ি আনতে বলি। কিন্তু গাড়ি তোমার চলবে ত ?—না, রিক্স আনিয়ে দোবো ?"

"গাড়ি চল্‌বে। যদি অসুবিধে না হয়, গাড়িই আনিয়ে দিন।"

"তা হ'লে একটু বোসো।"

অনীতা বললে, "ব'সে আর কাজ নেই। ততক্ষণ চলুন কম্পাউণ্ডে গিয়ে একটু দাঁড়াই।"

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি আনবার হুকুম দিয়ে পরিতোষ অনীতাকে নিয়ে কম্পাউণ্ডে উপস্থিত হল।

বেড়াতে বেড়াতে এক সময়ে অনীতা বললে, "আমাকে কিন্তু মন খুলে ক্ষমা করতে হবে ডক্টার সেন।"

পরিতোষ বললে, "ক্ষমা করব, না ধন্যবাদ দোবো, তুমি চ'লে গেলে তা একটু ভেবে দেখতে হবে অনীতা।"

এ কথার অনীতা কোনো উত্তর দিলেনা।

* * *

মিনিট দশেক পরে পরিতোষের মোটর গেটের বার হ'লে পাশের দিকে তাকিয়ে বাড়িটার উপর অনীতা একবার দৃষ্টিপাত করলে। অজানা কারণের একটা তপ্ত শ্বাস আকাশে মিলিয়ে গেল। মনে মনে সে বললে, আশ্চর্য এই সংসার! যেমন আনন্দের তেমনি দুঃখের, যেমন তিক্ত তেমনি মিষ্ট!

৩১

পরিতোষের সহিত বিবাহের প্রস্তাব মন্দাকিনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর দিন-পাঁচেক অতিবাহিত হয়েছে।

সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে পরামর্শ-বৈঠক ও নানাপ্রকার ব্যবস্থাদি নিয়ে বিজয়েশকে এ কয়েকদিনই যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল,—কিন্তু তারই

মধ্যে কয়েকবার সে নিজে এবং সৌদামিনীর দ্বারা মন্দাকিনীর মত পরিবর্তন করবার চেষ্টা করেছে ; ফল অবশ্য কিছুই হয়নি। বাহিরের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার সময় উপস্থিত হ'লে শামুক যেমন আপন খোলার মধ্যে আপনাকে গুটিয়ে নেয়, মন্দাকিনী তেমনি যখনই প্রয়োজন হয়েছে 'দেশে যাওয়ার' প্রস্তাবের মধ্যে নিজেকে আবৃত ক'রে আত্মরক্ষা করেছে। তর্ক করেনি, বাদানুবাদ করেনি, বচসা ত' করেই নি ; প্রতিবাদ করেছে শুধু দেশে যাবার কথা জানিয়ে। দেশে যাবার জন্য সহসা কেন এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে জিজ্ঞাসিত হ'লে বলেছে, দেশ ছেড়ে কলকাতায় থাকৃতে আর ভাল লাগছে না।

অথচ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত কলকাতার এই বিজয়েশদের গৃহে সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পিত ক'রে আনন্দের সহিত বাস করেছে। সেই আনন্দের উৎস রুদ্ধ হওয়ায় দুর্দম অভিমানে এখন অন্তর বিষিয়ে উঠেছে সেই বাড়িরই বিরুদ্ধে।

এই অভিমানের কথা বিজয়েশ এবং সৌদামিনী উভয়েই উপলব্ধি করে। বিজয়েশ অনুভব করে বেদনা, সৌদামিনী অনুভব করে কখনো ক্রোধ, কখনো সমবেদনা। পরিতোষের কথা মনে পড়লে কন্যার মূঢ়তার জন্য সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ; বিজয়েশের কথা মনে করলে কন্যার বেদনার সহিত সে অনুভব করে সমবেদনা। মন্দাকিনীর মনের তন্ত্রীর সহিত তার নিশ্চেতন মনের একটি তন্ত্রীর হয়ত' কোথাও মৈত্রী আছে।

বেলা তখন সাড়ে সাতটা। মন্দাকিনীকে দেখতে পেয়ে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে, "বাবাকে হরলিক্স খাইয়ে এসেছিস মন্দা ?"

মন্দাকিনী বললে, "এসেছি।"

"ওপরে বাইরের লোক কেউ আছে ?"

"না।"

"তা হ'লে বাবাকে এখন দেশে যাবার কথা বলব ?"

"বলো।"

এ উত্তর অপ্রত্যাশিত নয়, তথাপি এ উত্তরের সহিত যে দুঃখ-দুর্দশার

পরিণতি অনিবার্য ভাবে জড়িত তার কথা ভেবে সৌদামিনীর মন বিরূপ হ'য়ে উঠল ; তিক্ত কণ্ঠে বললে, "ওরে হতভাগী, এমন কুড়ুলও ইচ্ছে ক'রে নিজের পায়ে মারলি ! হ'তে যাচ্ছিলি রাজরাণী, এখন ভিখারিণী হ'তে চললি। যে জিনিস তোর অদৃষ্টে থাকবার কথা নয়, সে সৌভাগ্য বিধাতা হাতে ক'রে দিচ্ছেন, তাই তাকে পায়ে ঠেলছিস্ ! এখনো একবার ভেবে দেখ্। এমন ক'রে নিজের সর্বনাশ করিস নে !"

মন্দাকিনী এ ভর্ৎসনার কোনো উত্তর দিলে না ; শুধু কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তার গাল বেয়ে ঝ'রে পড়ল।

ঈষৎ নরম স্বরে সৌদামিনী বল্‌লে, "তোকেই বা কি দোষ দোব মন্দা,—অদৃষ্ট ভারি কঠিন জিনিস। অদৃষ্টে না থাকলে বিধাতাও কিছু করতে পারে না।" এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললে, "চল্, তা হ'লে দেশেই চল্। অদৃষ্ট ছাড়া যখন পথ নেই তখন দেশের পথই ধরা যাক।"

দ্বিতলের বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় সীতেশচন্দ্র আলবোলার নল মুখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। সৌদামিনী উপস্থিত হ'য়ে মৃদুস্বরে ডাকৃলে, "বাবা !"

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে সীতেশচন্দ্র বললে, "কি মা ?—কিছু বলবে ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

অদূরে অবস্থিত একটা চেয়ার দেখিয়ে সীতেশ বললে, "ঐ চেয়ারটায় বোস।"

কুণ্ঠিতভাবে চেয়ারে উপবেশন ক'রে সৌদামিনী বল্‌লে, "আপনার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছি বাবা।"

"আবেদন ?—বেশ ত, কি আবেদন বল ?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে থেকে সৌদামিনী বললে, "আপনার নাতনী দেশে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছে।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে সীতেশ বল্‌লে, "এই বর্ষার শেষে দেশে ?—এখন ত' পাড়াগাঁয়ে অসুখ-বিসুখের সময়। ক' দিনের জন্যে যেতে চাও ?"

কুণ্ঠিত স্বরে সৌদামিনী বললে, "ঠিক মেয়ের মতো আদরে-যত্নে অনেকদিন ত' আপনার কাছে থাকলাম বাবা !—"

সৌদামিনীর কথায় বাধা দিয়ে সীতেশ বললে, "রোস, রোস,—এখানে তোমাদের অনেক দিন থাকবার ত' কথা ছিল না,—বরাবর থাকবে সেই কথাই ছিল। তবে তোমার কথায় এ সুর কেন বউমা ?"

"আপনার নাতনী এখন বীরহাটার বাড়িতেই থাকতে চায়।"

"পাকাপাকি ভাবে ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

ইজিচেয়ারে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে সৌদামিনীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে গভীর স্বরে সীতেশ বললে, "কেন বল ত ? কি হয়েছে অসঙ্কোচে বল বউমা,—কুণ্ঠা কোরো না !"

স্খলিত মৃদু কণ্ঠে সৌদামিনী বললে, "সে কিন্তু কুণ্ঠার কথাই বাবা। আপনার নাতনী ভারি ছেলেমানুষীর কাজ করেছে ! কিন্তু তাকে দোষ দেওয়াও ঠিক যায় না,—আমরাই হয়ত' করেছি অবিবেচনার কাজ। আকাশের চাঁদের দিকে যে হাত বাড়ায় সে ছেলেমানুষ নয় ত' কি বাবা ?"

সীতেশ বললে, "তুমি সব কথা খুলে বল মা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

সৌদামিনী বললে, "সব কথা হয়ত আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না,—কথাও অনেক। তাই কাল রাত জেগে সব কথা আমি লিখেছি।" ব'লে একটা কাগজ বার ক'রে সীতেশের হাতে দিলে।

সমস্ত লেখাটা আগ্রহ এবং কৌতূহলের সহিত প'ড়ে দেখে সীতেশ বললে, "শক্ত কথা।" তারপর মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে বললে, "আচ্ছা বউমা, আমি একটু ভেবে দেখি, বিজুর সঙ্গে পরামর্শও করি। এখন তুমি আসতে পার ; যখন দরকার হবে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। বীরহাটার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

সৌদামিনী ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে।

৩২

সৌদামিনী প্রস্থান করবার পর সীতেশচন্দ্র আলবোলার নল টানতে টানতে ক্ষণকালের জন্য মন্দাকিনী-সংক্রান্ত সমস্যার চিন্তায় নিমগ্ন হ'ল, ঘন কুজ্ঝটিকার আবরণ ভেদ ক'রে মীমাংসার কোনো রশ্মিরেখা কিন্তু দেখা যায় না।

মন্দাকিনী মেয়েটিকে অবশ্য সীতেশের খুব ভাল লাগে। চেহারা যেমন সুশ্রী, স্বভাব তেমনি মিষ্টি ; কিন্তু—

যে সংবাদটা পড়ার মধ্যে সৌদামিনী উপস্থিত হয়ে বাধার সৃষ্টি করেছিল, সেই অপঠিত অংশ বহুক্ষণ ধ'রে প'ড়ে শেষ ক'রে সীতেশ আবার ভাবতে লাগল। মন্দাকিনীর ভালবাসার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে বিজয়েশ যদি তাকে বিবাহ করতে প্রবৃত্ত হয় ত' মোটের ওপর মন্দ হয় না ;—মন্দাকিনীর মতো একটি কমনীয় মেয়ে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু—

বাঞ্ছারাম উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লে, "আজ্ঞে ?"

"কল্‌কে বদ্‌লে দে।"

সাজা কল্‌কে প্রস্তুতই থাকে, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আগুন ধরিয়ে বাঞ্ছা কল্‌কে পালটে দিয়ে গেল।

নূতন কল্কের তামাক টানতে টানতে সীতেশচন্দ্র ভাবে, কার সঙ্গে এ-কথার পরামর্শ করি ?—বিজয়েশের সঙ্গে ?—মন্দাকিনীর সঙ্গে ?—সৌদামিনীর সঙ্গে ?

"বাঞ্ছা !"

বাঞ্ছা নিকটে এসে দাঁড়ায়।

"দাদাবাবু কোর্টে গেছেন ?"

"গেছেন। এই মাত্তর হর্ণের শব্দ শোনা গেল।"

কতকটা আপনার মনে সীতেশ বললে, "আমিও যেন শুনলাম। দশটার আগে বেরিয়ে গেল, বোধহয় কোর্টে যাবার পথে আর কোনো কাজ সারবার

আছে।" তারপর বাঙ্গার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "হ্যাঁ রে, অনীতা দিদিমণি তাঁর অফিস ঘরে আজ এসেছেন ?"

কলেজের ছুটির দিনে অথবা দেরিতে ক্লাস থাকলে অনীতা মাঝে মাঝে সকালবেলা তার ঘরে এসে সীর সজ্যের কাজ করে।

বাঙ্গা বললে, "তা'ত জানিনে কত্তামশায়।"

"যা, দেখে আয়।"

মিনিট পাঁচেক পরে হাল্‌কা জুতার পদক্ষেপ-শব্দে তাকিয়ে অনীতাকে আসতে দেখে ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে সীতেশ বললে, "এই যে! একেবারে তুমি এসে হাজির হলে অনীতা!"

সীতেশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হ'য়ে পদধূলি গ্রহণ ক'রে নিকটবর্তী একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে অনীতা বললে, "তোমার নাম ক'রে বাঙ্গা যে ডেকে নিয়ে এল ?"

সীতেশ বললে, "বেঁধে না এনে ডেকে এনেছে, তাই রক্ষে। এমন একদল লোক আছে, ধ'রে আনতে বললে যারা বেঁধে আনে; বাঙ্গা সেই দলের মানুষ। ওকে বললাম অনীতা দিদিমণি এসেছেন কি-না দেখে আয়, ও একেবারে তোমাকে ডেকে নিয়ে এল।"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "ডেকে এনেছে ভালই করেছে, বেঁধে আনলেও ক্ষতি ছিল না।

"কেন ?"

"কারণ, তোমার কাছে পৌঁছতে পারলেই নিরাপদ। পেয়াদায় ধ'রেই আনুক আর বেঁধেই আনুক, তোমার কাছে সুবিচার পাব, এ নিঃসন্দেহ।"

ইজি-চেয়ারের উপর একটু সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে সীতেশ বললে, "এ বিশ্বাস তোমার আছে অনীতা ?"

হাসিমুখে অনীতা বললে, "আছে, তা কি নতুন ক'রে তোমাকে জানাতে হবে দাদা ?"

সীতেশ বললে, "এ অমূল্য সামগ্রী তোমার মনে বাঁচিয়ে রাখতে আমি সযত্নে চেষ্টা করব। কিন্তু তোমার বিচারশক্তির ওপরও আমার বিশ্বাস কম

নয়। আজ আমি তোমার বিবেচনা-শক্তির সাহায্যপ্রার্থী। আজকের সমস্যায় আমার বিবেচনা-শক্তি ঠিক কাজ দিচ্ছেনা।"

বিস্ময়োচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অনীতা বললে, "তোমার বিবেচনা-শক্তি যেখানে কাজ দিচ্ছেনা, সেখানে আমার বিবেচনা-শক্তি কাজ দিতে পারে, এমন কি সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে দাদা?"

সীতেশ বললে, "আমার বিশ্বাস এমনি একটা সমস্যাই আজ দেখা দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সমস্যাটা বিজয়েশ, পরিতোষ আর মন্দাকিনীর মধ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু বস্তুত এর মধ্যে আর কেউ জড়িত আছে অথবা নেই জানতে পারলে সেই মতো আমি একটা সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হ'তে পারি।" বুক-পকেট থেকে সৌদামিনীর চিঠিটা বার ক'রে অনীতার হাতে দিয়ে বললে, "সৌদামিনী বউমার লেখা এই চিঠিটা প'ড়ে দেখলেই তুমি সমস্যাটা কি, তা জানতে পারবে। এমন চমৎকার ক'রে বউমা লিখেছেন যে, আমি মুখে বললে এর চেয়ে ভাল ক'রে বলতে পারতাম না।"

সৌদামিনীর চিঠিখানা আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে প'ড়ে দেখে সীতেশের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অনীতা বললে, "এ বিষয়ে তুমি বিজয়দার সঙ্গে কোনো কথা কয়েছ দাদা?"

সীতেশ বললে, "না,—তোমার সঙ্গেই প্রথমে কথা কইছি।"

"আমার ত' মনে হয় প্রথমে তাঁর সঙ্গেই তোমার কথা কওয়া দরকার। তিনি যদি মন্দাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন তা হ'লে—"

অনীতাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সীতেশ বললে, "তা হ'লে আর তোমার সঙ্গে কথা কওয়ার কোনো দরকার থাকবে কি?"

সীতেশের কথায় হেসে ফেলে অনীতা বললে, "না, তা থাকবেনা।"

"তবে? কথায় আছে 'দুলহা দুলহিন রাজি, তো কিয়া করেগা কাজী', দুলহিন ত আগেই রাজি; তার ফলে শেষ পর্যন্ত দুলহাও যদি রাজি হ'য়ে যায়, তখন কাজী আর কি করবে বল?"

"তখন কাজী রসুনচৌকির ফরমাশ দেবে।"

"সে রসুনচৌকি সকলের কানে মিষ্টি লাগবে ত?"

'সে বিচারে দরকার কি দাদা ?"

'সে বিচার করতে হবে ব'লেই ত সর্বাগ্রে অনীতার সাক্ষ্যের জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। অনীতার সাক্ষ্য এই মামলায় কাজীর প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে।"

একথা শুনে অনীতার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ; ঈষৎ গভীর সুরে সে বললে, "সামান্য অনীতার ওপর এত অনুগ্রহ তোমার দাদামশায় ?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে সীতেশ বললে, "অনুগ্রহ ব'লে আমার ভালবাসাকে খাটো কোরো না অনীতা ! সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি।"

বর্ষার মেঘ কখন্ অলক্ষিতে জমাট বেঁধে যায় ; তারপর একটু শীতল য়ুর স্পর্শ লাভ ক'রে হঠাৎ এক সময়ে ঝরঝরিয়ে ঝ'রে পড়ে। সেই প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অনুযায়ী অনীতার মনের মধ্যে সহানুভূতিজাত যে বাষ্প উৎপন্ন হ'তে রম্ভ ক'রেছিল সীতেশচন্দ্রের শেষোক্ত উক্তির স্পর্শ লাভ ক'রে তা অকস্মাৎ শ্রুর আকারে দুই চক্ষু বেয়ে ঝ'রে পড়ল।

চকিতকণ্ঠে সীতেশ বল্লে, "একি অনীতা, তুমি কেঁদে ফেললে ! সামলাতে লে না ?"

বারও অনীতা আর একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ করলে। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে দুই চক্ষু মার্জিত ক'রে নিয়ে বর্ষান্তরিত রশ্মির ন্যায় সিত মুখে বললে, "না।"

ছি, ছি ! তোমার মতো সহজ মেয়ে পাষাণ কঠিন কমিউনিস্ট কুলের কলঙ্ক

মুখে অনীতা বললে, "দুর্বল মুহূর্তের অপরাধ ক্ষমা কোরো দাদা। কিন্তু পাষাণ কমিউনিস্ট মেয়ের হৃদয় এত সহজে গলাতে পারে এমন প্রবল শক্তি-ল্লায় যদি কমিউনিস্ট মেয়ে পড়ে তা হ'লে তার অপরাধও খুব গুরুত্ না।......সে কথা যাক, এখন তোমার এজলাসে কি সাক্ষ্য দিতে হবে তা বল।"

"আগে কখনো সাক্ষ্য দিয়েছ ?"

"এই প্রথম।"

"দিতে হ'লে প্রথমে শপথ গ্রহণ ক'রে বলতে হয়—ধর্মসাক্ষ্য ক'রে

"বোধহয়টাকে বাদ দেওয়া যায়না কি ?"

"বোধহয় যায় ।"

"তাহলে মন্দাকিনী-বিজুর বিয়ের সানাই উক্ত পঞ্চম ব্যক্তির কানে মিষ্টি লাগবে কি ?"

"বোধহয় লাগবে না ।"

"আলি আহমদ যদি বাজায় ?"

"তফাৎ হবে না তাতে বিশেষ ।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সীতেশ ব'লে উঠল, "তাহলে পঞ্চম ব্যক্তি আর বিজয়েশের বিয়েতেই আলি আহমদের সানাই বাজুক না অনীতা! আমি জানি বিজয়েশ পঞ্চম ব্যক্তিকেই ভালবাসে ।"

"পঞ্চম ব্যক্তিও হয়ত তোমার বিজয়েশকে ভালবাসে ।"

"তাহলে রাজি হও না ভাই, আসছে অঘ্রাণ মাসেই আমি বিয়ের দিন স্থির ক'রে ফেলি ।"

চিন্তা করবার জন্য এক মুহূর্ত সময় না নিয়ে মৃদুভাবে মাথা নেড়ে অনীতা বললে, "না ।"

"কেন? না কেন ?"

"ভালবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই ।"

"কিন্তু ভালবেসেও বিয়ে করতে হবে না, তারই বা কোন্ মানে আছে ?"

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে অনীতা বললে, "সময়ে-সময়ে থাকে। ভালবাসা যতটা নিজের ইচ্ছের ব্যাপার, বিয়ে সব সময়ে ততটা নয় ।"

"কিন্তু তোমার ইচ্ছের সঙ্গে যদি বিজুর ইচ্ছে মেলে তাহলে আর আপত্তি থাকে কোথায় ?"

"তাহলেও আপত্তি থাকতে পারে দাদা। ভালবাসার এলাকা নিজের মনের মধ্যে, কিন্তু বিয়ের এলাকা মনের বাইরে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে। সেই গণ্ডীতে বিজয়েশদাদার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতের যা বিরোধ আছে সেটা হয়ত বিয়ের পক্ষে একটা বাধা; কিন্তু অবুঝ মনের মধ্যে ভালবাসার পক্ষে সেটা হয়ত বাধা নয়। ধর্ম সাক্ষ্য ক'রে তোমার কাছে শপথ করেছি কোন

কথা গোপন করব না। কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা প্রকাশ ক'রে বলি।"

"নিশ্চয় বল।"

"জীবনকৃষ্ণ রায়ের নাম শুনেছ?"

"হ্যাঁ, বিজুর মুখে শুনেছি।"

"জীবনবাবু আমাকে বিয়ে করবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। সে আগ্রহ এত প্রবল যে, হয়ত তাঁকে বিয়ে করাই আমার উচিত ছিল।"

"তবে করনি কেন?"

"প্রথম দিকে বিয়ে করবার কোন কারণ দেখতে পাইনি ব'লে, আর শেষের দিকে বিয়ে না করবার কোন কারণ দেখতে পেয়েছিলাম বলে।"

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে সৌতেশ বললে, "শেষের দিকের কারণ কি বিজয়েশ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর মাত্র কয়েকদিন আগে একটা অদ্ভুত কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ডক্টর পরিতোষ সেন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবও আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, বলাবাহুল্য বিজয়েশদাদার কথাই ভেবে।"

"কিন্তু কি অদ্ভুত কারণের দ্বারা ডক্টর সেন প্রভাবিত হয়েছিলেন অনীতা?"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "অদ্ভুত রকম উদার, সরল আর বেহিসেবী মানুষ ডক্টর সেন। মন্দাকিনীর প্রতি তাঁর ভালবাসা এতই প্রবল যে, মন্দাকিনীকে সুখী করবার জন্যে বিজয়েশদার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই আমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছিলেন। আর সেই প্রস্তাবের দিন আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা ড্রাফট দিয়েছিলেন।"

"সে ড্রাফট তুমি নিয়েছিলে?"

"তা কি ক'রে নিতে পারি দাদা? ড্রাফটও নোবো আর বিজয়েশদার প্রতিও বিশ্বাসপরায়ণ থাকব এ দুই কেমন ক'রে একসঙ্গে হয়? যদিও ডক্টর সেন সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, ও টাকাটা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকেই দিচ্ছিলেন আমার ইচ্ছেমতো ব্যবহারের জন্যে; আর বিবাহ প্রস্তাবের সঙ্গে

ও টাকার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সে কথা যাক। যে সকল কথা গোপন না ক'রে আমি তোমার কাছে প্রকাশ ক'রে বললাম তাতে তুমিই বল, অগ্রাণ মাসে দিনস্থিরের কথা কেমন করে উঠতে পারে?"

চেয়ারের উপর একটু খাড়া হয়ে বসে সীতেশ বললে, "আমার ত মনে হয় এই অবস্থাতেই অগ্রাণ মাসে বিয়ের দিনস্থির করা উচিত অনীতা। তুমি যদি রাজি হও তার পুণ্যে হয়ত আরও একটা বিয়ের দিন আপনা-আপনি স্থির হ'য়ে যাবে।"

মৃদু হেসে অনীতা বললে, "দু-চার বছরের জন্যে সে পুণ্যের স্থগিত থাকলেও চলবে দাদা।"

সীতেশ বললে, "তোমার চলবে, আমার হয়ত চলবে না। আমার শরীর ভাল নয় অনীতা; মনে হয় আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। প্রতিদিন রাত্রে শয্যায় গিয়ে আধঘণ্টাটাক ঘুমের জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। শুলেই কেমন হাঁপ ধরে, উঠে উঠে বসি। লক্ষণ ভাল নয়।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অনীতা বললে, "কখন তুমি শয্যায় যাও দাদা?"

"সাধারণত রাত্রি এগারোটার সময়।"

"আজ রাত্রি থেকে তোমার ওরকম কষ্ট পেতে হবে না। আমি প্রতিদিনই সেই সময়ে তোমার সুনিদ্রার জন্যে প্রার্থনা করব।"

"কিন্তু তবুও অগ্রাণ মাসে রাজি হবে না?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে অনীতা বললে, "আমার মনে হয় দাদা, বিজয়েশ দাদার সঙ্গে এ বিষয়ে একটু কথা কয়ে দেখ। হয়ত তাতে সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারবে।"

উচ্চৈঃস্বরে সীতেশ ডাক দিলে, "বাঞ্ছা!" ধূমহীন অতি-একাগ্র কথোপকথনের মধ্যে কলকের তামাক যে ধীরে ধীরে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে অদূরে উপস্থিত থেকে সে অনুমান করে বাঞ্ছারাম নূতন কলকে ধরিয়ে প্রস্তুত রেখেছিল। প্রভুর ডাকে কাছে এসে কলকে পালটে দিয়ে গেল।

ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে সীতেশ আলবোলায় ঘন ঘন দু-চারটে টান দিলে; তারপর অনীতার প্রতি দৃষ্টি উত্তোলিত করে বললে, "আচ্ছা অনীতা, আজ

সন্ধ্যার সময়েই তোমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করব। তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট করলাম,—এখন তুমি এসো।”

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অনীতা বললে, “তোমার সঙ্গে কথাবার্তায় যদি কিছু ধৃষ্টতা ক'রে থাকি, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করো দাদা। একান্ত নিরুপায় না হলে তোমার অগ্রাণ মাসের প্রস্তাবে অরাজি হতাম না।”

“একান্ত নিরুপায়?”

“হ্যাঁ দাদা, একান্তই নিরুপায়?”

“আচ্ছা, তাহলে এসো।”

সীতেশের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অনীতা ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে। যে কাজ অসমাপ্ত রেখে উঠে গিয়েছিল নিজের ঘরে ফিরে এসে তা শেষ করতে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনের একাগ্রতা হারাতে থাকায় সে কাজটা অসমাপ্তই রেখে আর একটা ফাইল নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে বসল। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান কার্যালয় হতে একটা দরকারি চিঠি এসেছে তার উত্তর দিতে হবে। সে জন্য একাগ্র হবার চেষ্টা করে চিঠিখানা পাঠ করতে আরম্ভ করলে। লাইন চার পাঁচ পাঠ করবার পর পুনরায় প্রথম লাইনে ফিরে যাবার প্রয়োজন হল। মনে মনে বললে, না দাদা, যে ধাক্কা তুমি দিয়েছ তাতে আজ কাজের দফা রফা। অগ্রাণ মাসের প্রস্তাবের পর হেড অফিসের চিঠির উত্তরের মুসাবিদা করা অসম্ভব। রইল আজ সব পড়ে।

দেরাজ বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে অনীতা বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে খানিকটা জল দিলে। তারপর বেরিয়ে এসে এক গেলাস জল খেয়ে বারান্দায় গিয়ে দরজায় চাবি দিলে।

তখনও কিন্তু সে ঘন্টাখানেক অফিস ঘরে থাকতে পারত।

বাড়ি ফিরে অনীতা দেখলে বৈকালের খাবারের জন্য খেলার মা ময়দা মাখছে। জিজ্ঞাসা করলে, "কমল কলেজে গেছে খেলার মা ?"

বিস্ময়ের সুরে খেলার মা উত্তর দিলে, "ওমা! সে কি' এখন? সে ত আড়াই ঘণ্টা হবে।"

হাত-ঘড়িতে দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা দেখলে খেলার মার আড়াই ঘণ্টা সত্য-সত্য আড়াই ঘণ্টাই নয়, ওটা তার প্রশ্নের অসমীচীনতাকে জোরালো করবার উদ্দেশ্যে অত্যুক্তি। কিন্তু একথাও সে বুঝলে, কিছুকাল পূর্বে সীতেশচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের অবসরে তার মনের মধ্যে যে বিক্ষেপ দেখা দিয়েছিল, খেলার মার প্রতি প্রশ্নের অসমীচীনতা প্রমাণ করছে, সে বিক্ষেপ মন্দীভূত হয়ে এলেও এখনও নিঃশেষে লোপ পায়নি।

কমিউনিস্ট পার্টির চিঠির উত্তর দেবার ব্যগ্রতায় সীর-সঙ্ঘের কার্যালয়ে যাবার তাড়াতাড়িতে সকালে সংবাদপত্র ভাল ক'রে পড়া হয়নি। অপঠিত অংশের কতকগুলি সংবাদের উপর চোখ বুলিয়ে, অপর কয়েকটি কিছু বিস্তারিতভাবে পাঠ ক'রে অনীতা তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলে। কলেজ আজ মাত্র একঘণ্টা। তার জন্যে আরও ঘণ্টাখানেক পরে গৃহ হ'তে নির্গত হ'লেও চলে।

কিন্তু আজ তার কেমন যেন এক ঘণ্টার জন্য কলেজ যেতে ইচ্ছে হ'লনা। একটা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ক্রমশ তার মধ্যে এমন নিমগ্ন হ'য়ে গেল যে, যখন খেলার মা তার টেবিলের উপর চা ও খাবার এনে রাখলে, তখন হুঁস হ'য়ে ঘড়িতে দেখে চারটে বাজতে মিনিট দশেক বাকি।

"কমল এসেছে খেলার মা ?"

যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে খেলার মা বললে, "না দিদিমণি, ছোড়দিমণির আসতে আজ দেরি হবে,—কলেজে কি যেন আছে।"

"কি আছে বলতো ?"

"কি জানি বাপু, কি যেন বল্‌লে ; পাটি, না কি আছে।"

"শেতল পাটি ?"

শেতলপাটি যে অনীতার ব্যঙ্গোক্তি, সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা খেলার মার ছিল। ঈষৎ বিস্ময়ের কণ্ঠে বললে, "শোন কথা! শেতল পাটি কখনো কলেজে থাকে? ও পাটি অন্য কোনো পাটি।"

"তাই বলো।" ব'লে স্মিত মুখে অনীতা চা খেতে আরম্ভ করলে।

স্বাভাবিক রেখায় নেমে এসে এখন মন হয়েছে শান্ত। শুধু শান্ত নয়, একটু যেন রঙিনও। সকালবেলা মনের দেহে যে ছুরি বসেছিল, এখন তার ক্ষত-মুখ দিয়ে রস নিঃসৃত হচ্ছে; খেজুর গাছের ক্ষতমুখ দিয়ে যেমন নিঃসৃত হয় সুমিষ্ট হাল্‌কা রস। সীতেশচন্দ্রের অঘ্রাণ মাসের প্রস্তাব এই ক্ষতমুখ উৎপন্ন করেছে।

কিন্তু অঘ্রাণ ত অসম্ভব প্রস্তাব। অঘ্রাণের কথা উঠতেই পারেনা। তখন ত সংগ্রামের অতি-ঘন অবস্থা। তখন বৈরীর কণ্ঠে বরমাল্য দিলে বিবাহ হবেনা, হবে আত্মসমর্পণ। সাধারণ নির্বাচনের পরে সংগ্রামের শেষে সৌভ্রাত্রের সন্ধি-কাল যদি দেখা দেয়, যদি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয়ের সহযোগিতায় দেশে দ্বৈতশাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন না-হয় সীতেশচন্দ্রকে অনুরোধ করা যেতে পারবে আলি আহমদকে রসুনচৌকির বায়না দেবার জন্যে। কিন্তু তৎপূর্বে কিছুতেই নয়।

অনীতার মনের কোনো-এক নিভৃত প্রদেশ হ'তে কে যেন মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কিন্তু কোনো দিনই যদি সে সৌভ্রাত্রের সন্ধি-কাল না আসে, তখন? তখন যে প্রেম তুমি বিজয়েশের প্রতি বহন করছ, তার দশা কি হবে?

অসংশয়িত চিত্তে অনীতা উত্তর দিলে,—তখন মেঘ হ'য়ে সে প্রেম আমার মনের আকাশে খানিকটা স্নিগ্ধতা আর খানিকটা অন্ধকার বিস্তার ক'রে বর্তমান থাকবে। বিবাহ-মন্ত্রের বৃষ্টিধারারূপে সে অলৌকিক প্রেম কোনোদিনই লোকালয়ে অবতরণ করবেনা।

নিভৃত প্রদেশ থেকে প্রশ্ন এল,—তাতে খুসি থাকবে ত তুমি?

অনীতা উত্তর দিলে,—ওমা, তা আবার থাকবনা? নিশ্চয় থাকব।

আমার প্রতি বিজয়েশদার যে প্রেম আমি প্রতিদিন নিঃসংশয়ে অনুভব করি, আর 'আমি জানি বিজয়েশ পঞ্চম ব্যক্তিকেই ভালবাসে' ব'লে আজ সীতেশ দাদামশায় যে প্রেমের সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার আনন্দে খুসি থাকব না? থাকা ত নিশ্চয় উচিত।

একথার পর নিভৃত প্রদেশবাসী মৌন অবলম্বন করলে।

নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা হস্তে খেলার মার নিকট উপস্থিত হ'য়ে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "খেলার মা, চা আর আছে?"

মাথা নেড়ে খেলার মা বললে, "আছে বই কি। দেবো দিদিমণি?"

চায়ের পেয়ালাটা খেলার মার দিকে সরিয়ে ধ'রে অনীতা বল্‌লে, "আধ পেয়ালা।"

খেলার মা টি-পট থেকে অনীতার পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল।

ব্যস্ত হ'য়ে অনীতা বললে, "হয়েছে, হয়েছে! এঃ, একেবারে ভরিয়ে দিলে যে!"

স্নিগ্ধকণ্ঠে খেলার মা বললে, "কোনো দিন ত' এক পেয়ালার বেশি খাওনা; আজ যখন চাইলে, আধ পেয়ালা কি ক'রে দিই বল?······আজ যে বড় এক পেয়ালার বেশি চা খেতে ইচ্ছে হল দিদিমণি?"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হাসিমুখে অনীতা বললে, "আজ অফিসে শক্ত কাজ আছে খেলার মা,—আজ একটু বেশি চা পেটে পুরে অফিস গেলে সুবিধা হ'তে পারে মনে ক'রে বেশি চা খেতে ইচ্ছে হ'ল।"

"কিন্তু অফিসে ত ওরা তোমাকে চা দেয়?"

খেলার মাকে বেশ একটু খুসি ক'রে অনীতা বললে, "তা দেয়,—কিন্তু আজকে তোমার তৈরি চা খুব ভাল লাগল ব'লে এখানেই বেশি ক'রে খেয়ে নিলাম।"

এ প্রশংসা খেলার মার নিঃসন্দেহ ভাল লাগল। তার প্রস্তুত চায়ের উপাদেয়তার আলোচনা আর একটু চালু রাখবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় সে জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের কাজ কি খুব শক্ত দিদিমণি?"

"খুব শক্ত।"

"অন্য দিনের চেয়েও ?"

"অন্য দিনের চেয়েও।"

অনীতার অর্দ্ধশূন্য পেয়ালার দিকে টি-পট এগিয়ে নিয়ে গিয়ে খেলার মা বললে, "তা হ'লে আর একটু খেয়ে যাও।"

পেয়ালা হাতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে স্মিত মুখে অনীতা বললে, "আর দরকার নেই খেলার মা, তোমার দেড় পেয়ালা চা খেয়েই মাথা যে রকম সাফ হ'য়ে এসেছে, বাকি আধ পেয়ালাটুকু খেলে আজ আর অফিসে কোনো শক্ত কাজই আটকাবেনা।"

খেলার মাকে খুসি করবার জন্য বলা হ'লেও কথাটা কিন্তু আদতে সত্যই। মুখের দ্বারা পীত চায়ের জন্য যতটা না হোক, মনের দ্বারা পীত চায়ের কল্যাণে মাথাটা আশ্চর্য রকম সাফ মনে হচ্ছে। সকালে কমিউনিস্ট পার্টির যে চিঠিখানা পড়তে গিয়ে মনঃসংযোগ করা কঠিন হচ্ছিল, খাম খুলে তাড়াতাড়ি প্রথমবার পড়া সেই চিঠির বিষয়বস্তু এমন স্পষ্টভাবে মনে পড়তে লেগেছে যে, চোখা-চোখা ইংরেজি ভাষার পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে তার উত্তরগুলোও মনের পাতায় দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এমন সন্তোষজনক সেগুলোর আকৃতি যে, কলমের সাহায্যে কাগজের উপর সেগুলোকে বন্দী ক'রে ফেলতে পারলে খেলার মাকে-বলা একটা শক্ত কাজ সহজে সারা হয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সামান্য-একটু বেশ পরিবর্তিত ক'রে নিয়ে অনীতা সীরসজ্ঘ কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

কার্যালয়ে পৌছে চোখ-মুখ ধুয়ে সে যখন কমিউনিস্ট পার্টির চিঠি খুলে পড়তে বসল তখন বেলা পাঁচটা।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে সে উত্তর লিখতে আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে একজন ভৃত্য চা ও খাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল। এই ভৃত্য বিজয়েশের খাস পরিচারক।

অনীতা বললে, "আর আমি খাব না নিমাই,—ও-সব তুমি নিয়ে যাও।"

বিনীত কণ্ঠে নিমাই জিজ্ঞাসা করলে, "চা-ও নিয়ে যাব দিদিমণি ?"

"হ্যাঁ নিমাই, চা-ও।"

সোরাই থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে অনীতার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে রেখে চা ও খাবারের ট্রে নিয়ে নিমাই প্রস্থান করলে।

চিঠি শেষ করে প'ড়ে দেখে অনীতা খুসী হ'ল। তারপর পাশের টেবিলে গিয়ে চিঠিখানা টাইপ করতে আরম্ভ করলে।

আধাআধি টাইপ করা হয়েছে এমন সময়ে দোরের দিক থেকে কানে ডাক এল, "অনীতা।"

টাইপ-রাইটার বন্ধ ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে অনীতা বললে, "এস বিজুদা।"

দোরের সম্মুখে এসে মাথা নেড়ে বিজয়েশ বললে, "নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ ক'রে অপরাধী হব না। যদিও তোমার হুকুম আছে প্রবেশ করবার,—কিন্তু যতক্ষণ না দস্তুরমতো চিঠি লিখে সই ক'রে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাচ্ছ, তোমার ঘরে পা বাড়াচ্ছিনে। তার চেয়ে, হাতের কাজটুকু সেরে তুমি আমার ঘরে এস।"

"তোমার ত' আমার মতো একটা ঘর নয়, অনেক ঘর, কোন্ ঘরে যাব বল ?"

স্মিতমুখে বিজয়েশ বল্লে, "তুমি যখন আমার মক্কেল নও, অ্যাটর্নি নও, অফিস ঘরে যাবে না ; যখন বন্ধু নও, বান্ধব নও, বৈঠকখানায় যাবে না। সাধারণত নিমাই ভিন্ন যে ঘরে আর কারো প্রবেশ নেই, তুমি যাবে আমার সেই খাস-কামরায়, অতি নির্জন বিশ্রাম ঘরে।"

বিস্ময়-চকিত কণ্ঠে অনীতা বললে, "সেই অতি নির্জন ঘরে কি হবে বিজুদা ?"

"আলোচনা হবে।"

"কি আলোচনা হবে ?"

"গুরুতর আলোচনা। আধঘণ্টাটাক পরে নিমাই এসে তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। আধঘণ্টা পরে তোমার কোনো অসুবিধে হবেনা ত ?"

মনে মনে কি চিন্তা ক'রে অনীতা বললে, "না, তা হবেনা। তুমি কি এ বেলা দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলে ?"

মাথা নেড়ে বিজয়েশ বললে, "না, না, এ-বেলা আর দেখা করলাম কখন? কোর্ট থেকে ত একেবারে সোজা তোমার দোরে এসে হাজির হয়েছি।—কিন্তু কেন বল দেখি, দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম কি-না জিজ্ঞাসা করছ?"

"সে-কথা তোমার নির্জন ঘরেই বলব।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে "তথাস্তু" ব'লে বিজয়েশ অন্দরের দিকে প্রস্থান করলে।

৩৫

আধ ঘণ্টার পরিবর্তে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নিমাই এসে অনীতাকে ডেকে নিয়ে গেল।

ইমারতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি ঘরের দ্বারদেশে বিজয়েশ দাঁড়িয়ে ছিল; অনীতা উপস্থিত হ'তে সুমিষ্ট হাস্যের দ্বারা তাকে অভ্যর্থিত ক'রে বললে, "এস, এস!"

ঘরে প্রবেশ ক'রে অনীতা দেখলে গৃহের অন্যান্য কক্ষের তুলনায় এ ঘরটি অপ্রশস্ত; এবং ঘরের আসবাব-পত্র একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলে বোঝা যায়, ঘরে একাধিক ব্যক্তির কল্পনাই নেই,—নিতান্তই একটি লোকের নিঃসঙ্গ অবসর যাপনের মতো শীর্ণ ব্যবস্থা। শয়নের জন্য দেওয়ালের ধারে একটি সোফা, বিশ্রামের জন্য দীর্ঘ হাতওয়ালা একটি ইজি-চেয়ার, এবং সম্ভবতঃ সামান্য কিছু লেখা-পড়ার জন্য এক-দেরাজওয়ালা ক্ষুদ্র টেবিলের সামনে একটি চেয়ার। এ-ছাড়া ক্ষুদ্র এক কাচের আলমারির মধ্যে দু-তিন থাক বই, আর ঘরের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র তেপায়া, মালিকের চা-পানের কালে সম্ভবতঃ সেটির প্রয়োজন হয়।

দ্বারের পর্দা একপাশে সরানো ছিল, ঘরে প্রবেশ ক'রে বিজয়েশ সেটা মাঝামাঝি ক'রে দিলে; তারপর ইজি-চেয়ারটা একটু টেনে অনীতার সামনে ক'রে বললে, "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু,—এইখানে অধিষ্ঠান কর; তারপর মম পূজাং গৃহাণ, আমার পূজা গ্রহণ কর।" ব'লে হেসে উঠ্‌ল।

হাসি-মুখে অনীতা বললে, "দেবতার লীলায় কিছুই বাধে না,—সময়ে সময়ে তিনি নতুন রসের আস্বাদনের জন্যে ভক্তকে পুজোও করে থাকেন। কিন্তু ভক্ত যদি ইজি-চেয়ারে বসে, দেবতা কোন্ আসনে বস্‌বেন?"

টেবিলের সামনের চেয়ারটা নিজের দিকে সরিয়ে নিয়ে বিজয়েশ বললে, "দেবতা বসবেন এই উচ্চাসনে। এই উচ্চাসন থেকে তিনি স্তবস্তুতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভক্তের উপাসনা করবেন।"

"কিসের জন্যে উপাসনা?"

"প্রসন্ন না ক'রে বর চাইতে নেই। আগে বোসো, তারপর বলছি।"

"তার আগে বইগুলোর নামের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিই।" ব'লে অনীতা কাঁচের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাঙলা এবং বিদেশী উভয় প্রকারের বই। দু-চারটে বই দেখতেই কৌতুহল গেল বেড়ে। তাড়াতাড়ি বইগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পিছন ফিরে অদূরে কৌতুকস্মিতমুখে দণ্ডায়মান বিজয়েশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এ কি!"

হাসি-মুখে বিজয়েশ বললে, "কী কি?"

"এর সব বই কাব্যের?"

"হ্যাঁ, সব বই কাব্যের,—আইনের একখানাও নেই।"

"আইনের না থাকুক, অন্য কোনো গদ্যের বইও ত' নেই?"

মাথা নেড়ে বিজয়েশ বললে, "না, গদ্যের বই নেই। আমার এ-ঘর ছন্দে বাঁধা; মিলহীন যতিহীন গদ্যের ব্যবহার এ-ঘরে একেবারে নেই। বাইরের জগতের কর্কশ গদ্যের কারবারে যখন ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাই, তখন মাঝে মাঝে এ-ঘরে এসে বসি।"

"ব'সে কি কর?"

"ব'সে আলমারি খুলে ক্ষতর মুখে ছন্দের মলম দিই।"

"গদ্যের ইন্‌জেক্‌শন দাও না?"

"নিশ্চয় না।"

হাসি চেপে মুখ গম্ভীর ক'রে অনীতা তার সদ্যার্জিত বিদ্যাটুকু ব্যবহার

ক'রে বললে, "দেখ বিজুদা, যা বল্‌বে, সত্য বলবে, মিথ্যা বলবে না, কোন কথা গোপন করবে না।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বিজয়েশ বললে, "বাপ্‌ রে! এ যে একেবারে পুরোদস্তুর আদালতের শপথ! এমন ক'রে শপথ খাইয়ে ব্যারিস্টারকে সাক্ষী বানাবে জানলে কোন ভদ্রলোক তোমাকে এ-ঘরে ঢোকাতো! কি জিজ্ঞাসা করবে, কর।"

তেমনি গম্ভীর মুখে অনীতা বল্‌লে, "এ ঘরে ব'সে নিব দিয়ে গদ্যের ইনজেকশন দাও কি-না?"

"তার মানে?"

"তার মানে, গদ্য লেখ কি-না?"

"গদ্য?"—সবেগে মাথা নাড়া দিয়ে বিজয়েশ বললে, "অতি-অবশ্য না।"

"অতি-অবশ্য না যদি" টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে অনীতা বললে, "তা হ'লে টেবিলের ওপরের তিনটে ফাউণ্টেন পেন আর এক দোয়াত কালি দিয়ে কি কর?"

করুণ-নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "তীক্ষ্ণ চোখদুটি থেকে ওটুকুও এড়ায়নি!······ফাউণ্টেন পেন দিয়ে লিখি।"

"গদ্য ত?"

মাথা নেড়ে বিজয়েশ বল্‌লে, "না, গদ্য নয়। গদ্যের দেহে যতি আর মিল লাগিয়ে কবিতার গোত্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অনীতা বললে, "তুমি কবিতা লেখ বিজুদা!"

স্মিতমুখে বিজয়েশ বলে "তাকে যদি কবিতা লেখা বলো, তা হ'লে লিখি। কিন্তু বিস্মিত হচ্ছ কেন অনীতা? কবিতা ত' মানুষেই লেখে।"

"দেরাজের মধ্যে আছে?"

"মিথ্যা বলব না, আছে।"

"আছে?—কই চাবি দাও, দেখি।"

"দেরাজের চাবি আর ঘরের চাবি একই চাবি। ঘর খুললে দেরাজ খোলে,

আর ঘর বন্ধ করলে দেরাজ বন্ধ হয়। অর্থাৎ, দেরাজের চাবি নেই, হাতল ধ'রে টানলেই খুলে যায়। কিন্তু ও কবিতা তোমার প'ড়ে কাজ নেই অনীতা।"

"কেন?"

"ব্যক্তিগত কবিতা,—কি জানি তুমি কি ভাবে নেবে।"

"তবে থাক্।"

"কিন্তু কোনো কথা গোপন করব না ব'লে প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছি, তখন প্রকাশ ক'রেই বলি, দেরাজের কবিতাগুলো মন্দাকিনীকে জড়িয়ে ব্যক্তিগত নয়।"

অনীতার মুখে একটা ক্ষীণ মিষ্ট হাসি দেখা দিলে। "নয়?—বাঁচলাম!"

সহাস্য-মুখে বিজয়েশ বললে, "অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ, এস, এবার বসা যাক্।"

উভয়ে আসন গ্রহণ করলে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "চা খাওনি কেন?"

অনীতা বললে, "আজ বাড়ি থেকে বেশি ক'রে চা খেয়ে এসেছি। আর ইচ্ছে হ'ল না।"

"এখন একটু খাবে?"

"না। তুমি খাবে ত' খাও।"

"না, আমিও খাব না। সকাল-সকাল কমিশনের কাজ শেষ হওয়ায় পরিতোষের বাড়ি গেছলাম। আমিও সেখানে খেয়ে এসেছি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বিজয়েশ বললে, "রাত ন'টার সময়ে এক জায়গায় যেতে হবে, তার আগে কিছু জরুরি কাজ সারবার আছে। কাজের কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে নিই। আধ-ঘণ্টা পরে তোমাকে ডাকব ব'লে প্রায় একঘণ্টা পরে ডাকাতে সর্বপ্রথম তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, যদিও মোটের ওপর তোমার সময় বেশি নষ্ট হয়নি;—কারণ, একটু আগে দাদার সঙ্গে আলোচনার ফলে তোমার সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু আর সময় দুই-ই বেশ খানিকটা ক'মে গেছে।"

ঔৎসুক্য সহকারে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "দাদার সঙ্গে দেখা করেছিলে?"

"হ্যাঁ, আমি এসেছি জানতে পেরে দাদা আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আজ সকালে তোমার সঙ্গে তাঁর যে-সব আলোচনা হয়েছে, সবই আমাকে জানিয়েছেন। আমি তাঁকে যে-কথা জানিয়েছি সে কথায় পরে আসছি। তার আগে তোমার প্রতি আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

"কি প্রশ্ন ?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বিজয়েশ বললে, "পরিতোষের কথাটা তুমি আর একটু ভেবে দেখ্‌লে পারতে। তার সঙ্গে—"

বাধা দিয়ে অনীতা বললে, "এ বিষয়ে পরিতোষ বাবু কি তোমাকে কোনো রকম অনুরোধ করেছেন ?"

বিজয়েশের অধর-প্রান্তে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল—"পাগল হয়েছ অনীতা! পরিতোষ কি সেই পাত্র যে, তোমাকে পাবার জন্যে অপরের সুপারিশ ভিক্ষা করবে? যা বলছি আমি নিজেই বলছি। পরিতোষের সঙ্গে ত তোমার মতভেদের বিরোধ নেই—"

"মন্দাকিনীর সঙ্গেও ত' তোমার মতভেদের বিরোধ নেই ?"

হতাশ কণ্ঠে বিজয়েশ বল্‌লে, "তা-ও ত বটে! দুর্ভেদ্য সমস্যা!"

অনীতা বললে, "আমার কাছে কিন্তু কোনো দুর্ভেদ্য সমস্যা নেই।"

বিজয়েশ বললে, "তা জানি। আমার কাছেও বিশেষ নেই।...দাদাকে আজ চরম কথা ব'লে এসেছি। কি জানো ?"

"কি ?"

"বলেছি মন্দাকিনী অসম্ভব, অনীতা অনিশ্চিত।...কিছুদিন থেকে দাদা একটা মর্মন্তুদ উদ্বেগে ভারি কষ্ট পাচ্ছেন। আজ একটু আগে তার চরম অভিব্যক্তি দেখেছি। কেন বলতে পারিনে, তাঁর বংশধারা যাতে চালু থাকে, লুপ্ত না হয় সেজন্য তিনি অতি-মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আমি তাঁর একমাত্র বংশধর, কিন্তু অনিশ্চিতের প্রতি আমার আত্মসমর্পণ দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না।"

ঈষৎ আর্তকণ্ঠে অনীতা বললে, "তাহ'লে অনিশ্চিতের মায়া ত্যাগ কর না কেন ?"

বিজয়েশের মুখে মৃদু-হাস্য ফুটে উঠল ; বললে, "ক্ষেপেছ ! আমার অনিশ্চিত কি সেই রকম দুর্বল অনিশ্চিত যে, ত্যাগ করলেই হ'ল ? মায়াবিনী অনিশ্চিত শুধু কি আমাকেই গ্রাস ক'রে নিরস্ত হয়েছে ? দাদামহাশয়কেও রেহাই দেয়নি। কোনো সুনিশ্চিতের জন্যেই তিনি আমাদের নির্মম অনিশ্চিতকে ত্যাগ করতে রাজি নন্ ।···দাদামশায় তোমাকে ভালবাসেন অনীতা ।"

অনীতা এ-কথার কোনো উত্তর দিলেনা, চুপ ক'রে রইল।

"অনীতা !"

বিজয়েশের প্রতি অনীতা দৃষ্টি স্থাপিত করলে।

"দাদামশায় বুঝেছেন, অসময়ে তোমাকে অনুরোধ ক'রে লাভ নেই, কারণ উপস্থিত অবস্থায় কিছুতেই তুমি আমাদের সংসারে আসবে না। আর দল ত্যাগ ক'রে একান্তই যদি আস, বিশ্বাসঘাতিনীকে নিয়ে আমি সুখী হবনা, সে কথা বুঝতেও তাঁর বাকি নেই। সুতরাং অপেক্ষা করতেই হবে।"

"কিসের জন্যে ?"

"সেই দিনের জন্যে যেদিন তোমার দক্ষিণ হাত, যা আপাতত আমাদের বিরুদ্ধে সাঙ্ঘাতিক প্রচার-সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত আছে, সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর সদয় হবে। সেদিন আমাদের সংসারে তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে আমার ডান হাত তোমার দক্ষিণ হাতের দিকে এগিয়ে দোব।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে অনীতা বললে, "তেমন দিন যদি আমাদের জীবনে কোনো দিন না আসে ?"

"তা হ'লে ?—তা হ'লে চিরদিন তুমি আমাদের দুজনের সংসারকে শূন্য আর জীবনকে পূর্ণ ক'রে থাকবে !"

"অনু !"

অনীতা বিজয়েশের দিকে চক্ষু উত্তোলিত করলে।

"একটু দেখবে ?"

"কি ?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পূর্বোক্ত টেবিলের সামনে চেয়ারটা স্থাপিত ক'রে বিজয়েশ বললে, "এখানে এসে বোসো।"

ইজিচেয়ার ত্যাগ ক'রে অনীতা ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল।

বিজয়েশ বললে, "দেরাজে চাবি নেই,—হাতল টেনে খাতা বার কর।"

খাতা বার ক'রে বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রেই নত মুখে মৃদুস্বরে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "পড়ব?"

"ইচ্ছে যদি হয় নিশ্চয় পড়বে।"

খাতা খুলে প্রথম পাতার ওপর চোখ বুলিয়েই অনীতার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল।

৩৬

অক্টোবর মাস। সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'তে আর মাত্র দিন কুড়িক বাকি। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সহকারে 'সাজ্‌ সাজ্‌' 'লাগ্‌ লাগ্‌' রব লেগে গিয়েছে। ভোটারদের নিয়ে টানাটানি, প্রচার-পত্রের ছড়াছড়ি, সভা-সমিতির হল্লা, পথে পথে দলসমর্থক জনতার লাউড-স্পীকার যোগে বিকট চিৎকার,—সমস্ত কলিকাতা সহর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো উত্তাল হ'য়ে ফুঁসছে গর্জন করছে, —আর, তারই মধ্যে বিপুল অর্থ জলের গতি ধারণ ক'রে শাখায় প্রশাখায় নিঃশব্দে প্রবাহিত হ'য়ে গুপ্ত ঘাটে ঘাটে অবৈধ সুবিধা কিনে বেড়াচ্ছে।

বিজয়েশ এবং অনীতা নিজ নিজ দলের কার্যে ব্যস্ত;—আহার-নিদ্রা ত দূরের কথা, যেন নিশ্বাস ফেলবার সময়ও যথেষ্ট নেই। সীর সঙ্ঘের কার্যালয়ে আসতে-যেতে ফুটপাথে অথবা দ্বারদেশে কচিৎ কখনো উভয়ের দেখা হয়,—দুজনের মুখে মুখে ফুটে ওঠে মৃদু হাসি, কথা হয় এক-আধটা নিতান্তই মামুলি ধরণের,—'ভাল ত?' 'কেমন আছ?' 'চলে যাচ্ছে' ইত্যাদি। 'আচ্ছা' 'আচ্ছা' ব'লে দুজনে পৃথক হয়।

বাহিরের আচরণ এই। অন্তরের আচরণ কিন্তু একেবারে বিপরীত। সেখানে দুর্নিবার প্রেম সতত নূতন নূতন পাতা ফেলে চলেছে। ফলের কঠিন খোলা ভিতরের কোমল শাঁসকে যেমন পুষ্টই করে, নষ্ট করে না—তেমনি

তাদের উভয়ের বৈরিতার বহিরাবরণ অন্তরের হৃদ্যতাকে পুষ্টই করছে। লৌকিক চরিতার্থতার অপ্রত্যাশায় অলৌকিক প্রেম দিন দিন ক্ষুরধার হ'য়ে উঠছে।

দিন পনের হ'ল মন্দাকিনী তার মার সঙ্গে বীরহাটায় চ'লে গেছে।

যাবার সময়ে বিজয়েশ তাকে বলেছিল, "ভারি ভুল ক'রে যাচ্ছিস মন্দা। আমার শেষ অনুরোধটা রাখিস। তোর মন স্বাভাবিক হ'লে দিনকতক পরে পরিতোষ বীরহাটায় গিয়ে তোকে নিয়ে আসবে। আমাদের বাড়ি না উঠিস নাই উঠবি, একেবারে তোর নিজের বাড়ি গিয়েই উঠিস।"

মন্দাকিনী এ কথার কোনো উত্তর দেয়নি, নত হ'য়ে বিজয়েশের পদ স্পর্শ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "যাই।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিজয়েশ বলেছিল, "যাই কি বলতে আছে রে? বলতে হয় আসি।...আর শোন্। আমার সময় থাকলে আমি নিজে গিয়ে তোদের রেখে আসতাম। কিন্তু দেখছিস ত' এক মুহূর্ত সময় নেই। বেহারীদা সঙ্গে যাচ্ছেন, পাকা লোক—বাড়ি ঘর সারিয়ে সবরকম ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে তিনি ফিরবেন। শীগগির ওঁকে ছাড়িসনে। বুঝলি?"

মৃদুভাবে ঘাড় নেড়ে মন্দাকিনী জানিয়েছিল, বুঝেছে।

সে আজ পনের দিনের কথা। ইতিমধ্যে পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশ মন্দাকিনীর মনের রুক্ষতার লাঘব ঘটিয়ে তার জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে কি-না একমাত্র তাঁরই জানা আছে কিছুদিন ধ'রে চারটি জীবন নিয়ে যিনি সংঘর্ষের এক অপরূপ খেলায় প্রবৃত্ত আছেন।

সেই চারজনের চতুর্থ ব্যক্তি পরিতোষ সম্পূর্ণভাবে পুস্তকের মধ্যে আত্মগোপন করেছে; এতই পরিপূর্ণ ভাবে যে, তার দ্বিতীয় বাতিক ক্যামেরা পূর্ণ একটা ফিল্ম্ অন্তরে ধারণ ক'রে স্তব্ধ ঔদাসীন্যে টেবিলের এক প্রান্তে প'ড়ে ধূলি সঞ্চয় করছে।

* * * *

দিন চারেক পরের কথা।

বেলা পাঁচটা আন্দাজ অনীতা সঙ্ঘের কাজ সমাপন ক'রে চাবি লাগিয়ে

ফুটপাথে পা দিয়েছে, এমন সময়ে দৈবক্রমে ঠিক তার সম্মুখে বিজয়েশের মোটর এসে স্থির হ'ল।

দোর খুলে অবতরণ ক'রে হাসি মুখে বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "ভাল আছ?"

স্মিতমুখে অনীতা উত্তর দিলে, "আছি। তুমি?"

"চ'লে যাচ্ছি। এখন বাড়ি যাবে ত?"

"হ্যাঁ, বাড়িই যাব।"

"চল, তোমাকে পোঁছে দিয়ে আসি।"

মৃদুভাবে ঘাড় নেড়ে অনীতা বললে, "না, কাজ নেই। জান ত?—পথে পথে আজকাল চর ঘুরে বেড়ায়, তোমার সঙ্গে আমাকে এক গাড়িতে দেখলে নিন্দে হবে।"

মাথা নেড়ে বিজয়েশ বললে, "না, না, একটুও নিন্দে হবে না, বরং খুসির কারণই হবে। আমার দলের লোকেরা মনে করবে আমি আছি তোমাকে বাগাবার চেষ্টায়; আর তোমার দলের লোকেরা মনে করবে তুমি আছ আমাকে হাতাবার মতলবে। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করবে না। নাও, উঠে পড়।"

গাড়ির দোর খুলে ধ'রে বিজয়েশ অনীতার প্রতি ইঙ্গিত করলে। অগত্যা অনীতাকে ভিতরে গিয়ে বসতে হ'ল।

গাড়িতে উঠে ব'সে বিজয়েশ ড্রাইভারকে বললে, "গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দিদিমণিকে পোঁছে দাও।"

সাধারণ দু-চারটে কথা হ'তে হ'তেই গাডি অনীতাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে অবতরণ ক'রে ড্রাইভার দরজা খুলে দিলে।

গাড়ি থেকে দু'জনে অবতরণ করলে বিজয়েশ বললে, "আচ্ছা, এইখান থেকেই আমি বিদায় নিলাম অনু।"

চকিত নেত্রে অনীতা বললে, "সে কি! একটু ব'সে এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবে না?"

"না। একটু তাড়া আছে।"

"তা থাক্। আমি যদি তাড়াতাড়ি করি, দশ মিনিটে তোমার তাড়ার কোনো ক্ষতি হবে না।"

গাড়ির দরজা সজোরে ঠেলে দিয়ে বিজয়েশ বললে, "আচ্ছা, চল। তোমার আদেশ শিরোধার্য। তোমার দোরে এসে তোমার ঘরের আবহাওয়া একটু গায়ে মেখে না গেলে মনের স্বাস্থ্য লাভ করা বাদ পড়ে।"

ঘরে এসে বিজয়েশকে বসিয়ে তাড়াতাড়ি খেলার মার নিকট উপস্থিত হ'য়ে অনীতা বললে, "খেলার মা, বিজয়বাবু এসেছেন। যত শীঘ্র পার আমাদের দুজনকে চা আর বিস্কুট দাও।"

খেলার মা বললে, "দু মিনিটে দিচ্ছি।"

"কমল কোথায়?"

"পাশের বাড়ি বেড়াতে গেছেন।"

"মেসোমশায়?"

"শনিবার ত'? সকাল সকাল অফিস থেকে এসে জল খেয়ে বেরিয়েছেন।"

অনীতা ঘরে ফিরে এলে বিজয়েশ বল্‌লে, "আমি আজ রাত দশটার গাড়িতে সুজিতপুর যাচ্ছি অনীতা।"

সুজিতপুর! ঈষৎ চিন্তিত সুরে অনীতা বললে, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু সেখানে তোমরাও সুবিধে করতে পারবে না, আমরাও পারব না।"

"কেন?"

"কেন, তা আমার চেয়ে তুমি কম জানো না। সুজিতপুরের ও লোকটি অতি ভীষণ। তোমরা যদি অহিংস, তাহলে আমরা হয় ত' অনহিংস, কিন্তু সুজিতপুরের ও লোক হিংস্র। তোমরা সুজিতপুরের জমিদার, তুমি সেখানে অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাই তোমাকে সকলে ভালবাসে; কিন্তু তাকে ভয় করে।"

বিজয়েশ বললে, "তা করুক, কিন্তু তোমার কাছে আজ একটি নতুন কথা শিখলাম।"

স্মিতমুখে অনীতা বললে, "কি বল ত?"

"অনহিংস।"

মৃদু হেসে অনীতা বললে, "ও। অনহিংস মানে আমরা তোমাদের অহিংস নীতিতে ঠিক বিশ্বাসী নই। আমরা ভাঙ্গি, কিন্তু গড়তেও জানি। যদি কোনো দিন সুযোগ পাই, তোমাদের শিখিয়ে দোব কি ক'রে গড়তে হয়।"

হাসিমুখে বিজয়েশ বললে, "বেশ ত' অনীতা, সেদিন আমরা তোমাদের কাছ থেকে সে শিক্ষার পাঠ নোব। তুমি ত' জান আমি মনে মনে বিশ্বাস করি তোমরা আর আমরা একই বৃন্তের ফুল। দেশকে যে সেবা করবে সেই করবে শাসন; হোক সে সাদা, হোক্ সে লাল।"

বিজয়েশের কথার গভীর ব্যঞ্জনায় ঘরটা থম্ থম্ করতে লাগল। কথাবার্তার মধ্যে খেলার মা এক সময়ে চা দিয়ে গিয়েছিল। শেষ চাটুকু নিঃশব্দে পান করে উঠে পড়ে বিজয়েশ বললে, "আচ্ছা অনীতা, এখন তা হলে চলি।"

বিজয়েশের পদধূলি নিয়ে অনীতা বললে, "সাবধানে থেকো।"

"কেন? সাবধানের বিনাশ নেই ব'লে?" হাঃ হাঃ ক'রে বিজয়েশ হেসে উঠল।

"আচ্ছা, অনু?"

বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনীতা জিজ্ঞাসা করলে, "কি?"

"একটা জিনিস তোমার মুখ থেকে একেবারে সুস্পষ্ট ভাবে বিদায় নিয়েছে কেন বল ত?"

সকৌতূহলে অনীতা বললে, "কোন্ জিনিস?"

"বিজুদা সম্বোধন? এতক্ষণে ত' অন্তত বার আষ্টেক ডাকবার কথা। তা হ'লে কি মনের বর্তমান অবস্থায় মুখে ও-ডাক আটকাতে আরম্ভ করেছে?"

স্মিত মুখে অনীতা বললে, "হয়ত' দৈবাৎ আটকেছে।"

"তবু বলবেনা সঙ্কোচে আটকেছে?—এত নিষ্ঠা?"

সুমিষ্ট হাসির দ্বারা এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটিয়ে অনীতা বললে, "সুজিতপুর থেকে ফিরছ কবে?"

"কাল সকালে পৌঁছে সারাদিন কাজ করতে হবে। তারপর রাত্রের গাড়িতে সওয়ার হ'য়ে সোমবাব সকালে বাড়ি পৌঁছব।"

অনীতা দ্বার পর্যন্ত বিজয়েশকে এগিয়ে দিতে গেল।

গাড়িতে ড্রাইভার স্টার্ট দিলে অনীতা বললে, "সোমবার সকালে তা হ'লে দেখা হবে?"

বিজয়েশ বললে, "সোমবার সকালে তুমি তোমার অফিসে যাবে না-কি?"

"সম্ভবত।"

"তা হ'লে সোমবার সকালেই দেখা হবে।"

হায় সোমবারের সকাল! দেখা সেদিন হয়ত হবে, কিন্তু—

৩৭

সোমবারের সকাল।

বাথরুমে সীতেশচন্দ্র মুখ-হাত ধুচ্ছিল, এমন সময়ে পাশের বাড়িতে রেডিও সহসা আর্তনাদ করে উঠল,—

মর্মন্তুদ দুঃসংবাদ

কর্মদীপ্ত সম্ভাবনাময় তরুণ জীবনের

আকস্মিক অবসান

বাঙলার জনপ্রিয় কংগ্রেসকর্মী প্রখ্যাত ব্যারিস্টার

বিজয়েশ চৌধুরী আততায়ীর হস্তে রেল কামরার মধ্যে নিহত

কামরার দ্বিতীয় আরোহী গুরুতরভাবে আহত

উভয় দেহ কলিকাতা মেডিকাল কলেজে

নীত হয়েছে

বেলা দশটায় শবযাত্রা—বিজয়েশচন্দ্রের গৃহ হ'য়ে

কেওড়াতলা শ্মশানঘাট অভিমুখে

রেডিয়োর আর্তনাদ স্তব্ধ হ'ল।

সাবান হাতে সহসা দাঁড়িয়ে প'ড়ে গভীর স্বরে সীতেশ বললে, "ও! তাই না-কি? আচ্ছা।"

পুনরায় রেডিয়ো ক্রন্দন ক'রে উঠল। সেই এক সংবাদেরই পুনরাবৃত্তি।

বাথ্‌রুম থেকে নির্গত হয়ে সীতেশচন্দ্র বারান্দায় ইজিচেয়ারে উপবেশন করে হাঁক দিলে, "বাঙ্কা!"

বাঙ্কা উপস্থিত হয়ে বললে, "আজ্ঞে?"

"তামাক দে।"

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে ভয়ে ভয়ে বাঙ্কা জিজ্ঞাসা করলে, "চা দেবো না কত্তা?"

"না, চা দিবিনে।"

তামাক প্রস্তুতই ছিল, বাঙ্কা আলবোলা এনে সীতেশের হাতে নল দিলে।

নলে গোটা দুই টান দিয়ে সীতেশ বললে, "যা, শীগ্‌গির খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

অল্পক্ষণ পরেই খাজাঞ্চি হরিচরণ পাংশু মুখে সীতেশচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে বললে, "কি আদেশ কর্ত্তা?"

আলবোলার নলটা চেয়ারের হাতলের উপর রেখে হরিচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সীতেশ বললে, "তোমরা শুনেছ?"

বিহ্বল নেত্রে এদিক ওদিক বার দুয়েক তাকিয়ে হরিচরণ বললে, "শুনেছি কর্ত্তা। আপনি কি ক'রে শুনলেন?"

"রেডিওতে সংবাদ দিচ্ছিল।"

"হায়, হায়! একি সর্বনাশ হল আমাদের!" ব'লে হরিচরণ ধপ্ করে মাটিতে ব'সে প'ড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

সীতেশ ধমক দিয়ে উঠল, "আঃ! দাঁড়াও। এতোই যদি কাতর হবে, ও ঘটনা ঘটতে দিলে কেন?"

চোখ মুছতে মুছতে হরিচরণ উঠে দাঁড়াল।

"তোমরা কি করে খবর পেলে?"

হরিচরণ বললে, "ঘণ্টাখানেক আগে পুলিশ এসে জানিয়ে দিয়ে গেছে। ইন্সপেক্টার ব'লে গেলেন ময়না তদন্তের কোন অসুবিধে হবে না।"

ময়না তদন্ত কথার বেদনায় হাউ হাউ ক'রে হরিচরণ কেঁদে উঠল।

সীতেশচন্দ্র পুনরায় ধমক দিলে, "আবার!"

"কি করব কর্তা? হাতে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি!"

"আমি করিনি?—তবিলে কত টাকা আছে?"

একটু চিন্তা করে হরিচরণ বললে, "হাজার খানেকের কিছু বেশি হবে।"

"নগদ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নগদ।"

"আচ্ছা, আমার কাছেও হাজার খানেক আছে। দরকার হ'লে চেয়ে নিয়ো। যাও, ভাল করে ব্যবস্থা কর গিয়ে। দেখ,···চন্দন কাঠ।···আর দেখ, সমান ভাগে লাল আর সাদা ফুল দিয়ে তার দেহ একেবারে ঢেকে দিয়ো,—লাল-সাদা, লাল-সাদা, লাল-সাদা। পদ্ম যদি পাও, তাই নিয়ো। সে যখন তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াবে, আমি যেন তার দেহ দেখতে না পাই,—শুধু যেন দেখি লাল-সাদা, লাল-সাদা, লাল-সাদা। বুঝেছ?"

হরিচরণ ধীরে ধরে ঘাড় নাড়লে।

"আচ্ছা, যাও। দেরি কোরো না।"

হরিচরণ প্রস্থান করার কয়েক মিনিট পরে আবার রেডিয়ো বাজতে আরম্ভ করলে,—বিজয়েশ চৌধুরীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর শোকার্ত জনতায় মেডিকাল কলেজের প্রাঙ্গণ পূর্ণ হয়ে গেছে···এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সহিত রাজনীতির কোনো প্রকার সংস্রব নেই···একমাত্র ধনাপহরণের দুষ্প্রবৃত্তি এই গর্হিত কর্মের জন্য দায়ী···শবানুগমনকারী জনতা যেন অকারণে উত্তেজিত না হ'য়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত পবিত্র অনুষ্ঠান পালন করে।

সমস্ত দিন ধ'রে কলিকাতার রাজপথে, শ্মশান ঘাটে, সীতেশচন্দ্রের গৃহে যে মর্মন্তুদ শোকের প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছিল তার বিবৃতি অনাবশ্যক। শুধু সেদিন অপরাহ্নকালের একটা অপরূপ ঘটনার কাহিনী শুনিয়ে এই করুণ আখ্যায়িকার যবনিকাপাত করি।

দ্বিতলের বারান্দায় ইজি-চেয়ারের উপর ব'সে সীতেশচন্দ্র ঘন ঘন নল টানছে। নিম্নে ভূমিতলে উপবিষ্ট পরিতোষ, জীবনকৃষ্ণ এবং আরও দশ বার জন বন্ধু এবং আত্মীয় ব্যক্তি।

সহসা এক সময়ে নল বন্ধ ক'রে সীতেশচন্দ্র ডাকলে, "পরিতোষ!"

দুঃখার্ত নেত্রে চেয়ে দেখে পরিতোষ বললে, "আজ্ঞে ?"

"কতক্ষণ লাগল ?"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে পরিতোষ বললে, "ঘণ্টা খানেকের সামান্য বেশি।"

"পুণ্যের শরীর,...তার বেশি আর কি লাগবে বল ?...জীবনকৃষ্ণ ?"

চকিতনেত্রে তাকিয়ে দেখে জীবনকৃষ্ণ বললে, "আজ্ঞে ?"

"তুমি শ্মশানে ছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মেডিকেল কলেজ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত বরাবরই ছিলাম।"

"বেশ করেছিলে।...অনীতার খবর কিছু জানো ?"

জীবনকৃষ্ণ বললে, "খবর শুনে পর্যন্ত সেই যে দোর বন্ধ করেছে চারটে পর্যন্ত দোর খোলেনি।"

"আহা!"

নতদৃষ্টি হ'য়ে আলবোলার নল টানতে টানতে সীতেশচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেল। তারপর অকস্মাৎ বারান্দার অপর প্রান্তে দৃষ্টি পড়ায় চিৎকার করে উঠল, "ও কে! ও কে আসে!"

ও আর কেউ নয়,—অনীতা। পরিধানে সাদা থান শাড়ি; হাতের চুড়ি, গলার হার, কানের দুল অপসৃত, স্যাণ্ডালবিহীন নগ্নপদ। একেবারে অনাধুনিক তরুণী বিধবা।

কাছে আসতেই সীতেশ চিৎকার ক'রে উঠল, "ওরে, ওরে পাষাণী! শেষ পর্য্যন্ত দয়া হল?"

আর্ত্তস্বরে 'দাদা!' ব'লে অনীতা সীতেশের পদতলে ভেঙ্গে পড়ল।

দু'হাত দিয়ে অনীতার বিবশ দেহ তুলে ধ'রে তার মাথা ক্রোড়ের উপর স্থাপিত ক'রে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সীতেশ বলতে লাগল, "ওরে আমার নাতবউ! আমার সাধের নাতবউ! ওরে আমার সোনা, মাণিক, যাদু!"

সমাপ্ত